পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 168 Wednesday, 20 May, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৬৮ সংখ্যা ❋ ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, বুধবার, ২০ মে ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

অভিষেকের কোম্পানি এবং মা লতাকে নোটিস!

৭ দিনে বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ ‘তৃণমূলের’ পুরসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ মেঃ একেই বোধহয় বলে চরম ভাগ্যের পরিহাস! গত কয়েক সপ্তাহ আগেও যে দৃশ্য রাজ্য-রাজনীতিতে কল্পনা করা যেতে না, এখন রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর নতুন সরকারের আমলে ঠিক তেমনটাই ঘটছে খাস কলকাতায়। সদ্য সমাপ্ত ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যজুড়ে কার্যত ‘গো-হারা’ হেরে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তবে তিলোত্তমার বুকে কলকাতা পুরসভা এখনও নিজেদের দখলেই রয়েছে ঘাসফুল শিবিরের। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, এই ঐতিহ্যবাহী পুরভবনের নিয়ন্ত্রণ কি আদৌ আর মমতা-অভিষেকের শিবিরের হাতে রয়েছে? এক কথায় উত্তর দিতে গেলে বলতে হয় - না। কারণ, খোদ ‘তৃণমূলের’ পুরসভার তরফ থেকেই এবার বেআইনি নির্মাণ ভাঙার কড়া নোটিস পাঠানো হয়েছে স্বয়ং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের বিদায়ী সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে! এবার কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাড়াতেও বুলডোজার চলবে? আছড়ে পড়েছে এক বিরাট রাজনৈতিক ঝড়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারিবারিক ও বাণিজ্যিক বৃত্তে এবার সরাসরি আইনি ধাক্কা কলকাতা পুরসভার। ১৮ মে তারিখের দুটি নোটিস ঘিরে তোলপাড় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। বেআইনি ও নকশা বহির্ভূত নির্মাণের অভিযোগে খোদ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সংস্থা ‘লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস’কে ৭ দিনের মধ্যে বেআইনি অংশ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিল কলকাতা পুরসভা। কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের বরো-৯, ওয়ার্ড নম্বর ৭৩-এর পক্ষ থেকে ‘সিরিয়াল নম্বর ০০১’ নোটিশটি পাঠানো হয়েছে ‘মেসার্স লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস প্রাইভেট লিমিটেড’-এর নামে। নোটিশে উল্লিখিত ঠিকানা ১৮৮এ, হরিশ মুখার্জি রোড। দ্য কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট, ১৯৮০-এর ৪০০(১) ধারা মোতাবেক জারি করা এই নোটিশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, অনুমোদিত বা স্যাঙ্কশন প্ল্যানের বাইরে গিয়ে ভবনের যে অংশগুলি বেআইনিভাবে নির্মাণ করা হয়েছে, তা নোটিশ পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে ভেঙে ফেলতে হবে। অন্যথায় কেন তা ভেঙে ফেলা হবে না, তা নিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের পাশাপাশি একই বরো ও একই ওয়ার্ডের অন্তর্গত ১২১, কালীঘাট রোডের ঠিকানায় ‘সিরিয়াল নম্বর ০০৬’ নোটিসটি পাঠানো হয়েছে লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। সেখানেও কলকাতা পুরসভার আইন অনুযায়ী একই ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে। মূল নকশার বাইরে গিয়ে কালীঘাট রোডের ওই বিল্ডিংয়ে যে সমস্ত অননুমোদিত নির্মাণ করা হয়েছে, তা আগামী ৭ দিনের মধ্যে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অথবা এক সপ্তাহের মধ্যে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। পুরসভার নোটিসে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদি ৭ দিনের মধ্যে এই নির্দেশ পালন না করা হয়, তবে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের নির্দেশ অনুযায়ী পুরসভা নিজেই ওই অননুমোদিত অংশ ভেঙে ফেলার ব্যবস্থা করবে। এবং সেই ভাঙার কাজে যে খরচ হবে, তা সংশ্লিষ্ট মালিক বা দায়বদ্ধ ব্যক্তির কাছ থেকেই উসুল বা রিকভার করা হবে। এর পাশাপাশি দুটি নোটিসই ভবনের লিফট, এসকেলেটর-সহ সমস্ত কাঠামোগত বিবরণী ও ‘অ্যাজ-বিল্ট ড্রয়িং’ ৭ দিনের মধ্যে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। রাজ্যে নতুন সরকারের ক্ষমতার আসার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই, কলকাতার খাস তালুকে দাঁড়িয়ে সরাসরি বিরোধী শিবিরের শীর্ষ নেতৃত্বের পরিবারের বিরুদ্ধে পুরসভার এই কড়া পদক্ষেপ অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। আর সেসব গুঞ্জনের মাঝেই, কালীঘাটের বৈঠকে মুখ খুলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, কালীঘাটে মঙ্গলের বৈঠকে অভিষেক বলেন, ‘‘ওরা যা খুশি করুক- আমার বাড়ি ভেঙে দিক, নোটিশ পাঠাক, আমি এসবের কাছে মাথা নত করব না। যা-ই ঘটুক না কেন, বিজেপির বিরুদ্ধে আমার লড়াই চলবেই।’’

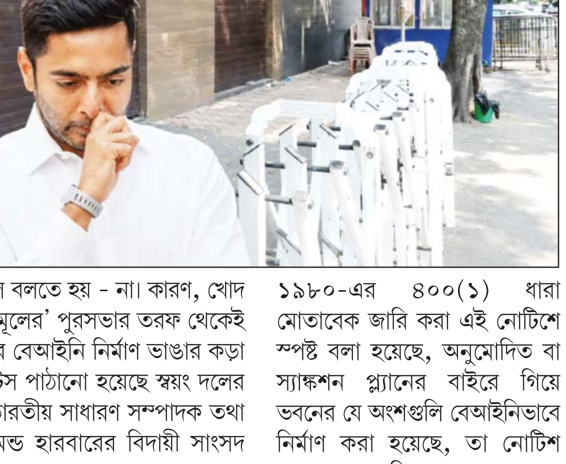

একুশের ভোট-পরবর্তী হিংসায় নিহত পরিবারকে সরকারি চাকরি!

ফলতার নির্বাচনী সভা থেকে ঘোষণা শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৯ মেঃ একুশের বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্য জুড়ে যে নজিরবিহীন রাজনৈতিক হিংসার সুনামি বয়ে গিয়েছিল, নতুন সরকার গড়ার পর এবার সেই ক্ষততে মলম লাগানোর প্রক্রিয়া শুরু করল বিজেপি। একুশের সেই ভোট-পরবর্তী হিংসায় নিহত দলের ৩২১ জন কর্মীর পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি দেওয়ার বড়সড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের এক হাইভোল্টেজ নির্বাচনী সভা থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ আশ্বাস দেন তিনি। এর পাশাপাশি বিগত জমানায় ফলতার বুকে যে সমস্ত বিজেপি কর্মীরা রাজনৈতিক হিংসার শিকার ও আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে দুশোর বেশি আসন নিয়ে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলের নজর ছিল একুশের ভোট-পরবর্তী হিংসার শিকার হওয়া পরিবারগুলির দিকে। বিগত সরকারের আমলে জেলায় জেলায় বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের ওপর যে ধারাবাহিক অত্যাচার ও হামলার ঘটনা ঘটেছিল, তা নিয়ে বারবার সরব হয়েছিল গেরুয়া শিবির। এ দিন ফলতার নির্বাচনী মঞ্চ থেকে সেই প্রসঙ্গ টেনেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানান, ‘‘একুশের নির্বাচনের পর রাজ্যের জেলায় জেলায় আমাদের ৩২১ জন কর্মীকে নৃশংসভাবে খুন হতে হয়েছিল। নতুন সরকার এই শহিদ পরিবারগুলির পাশে রয়েছে। নিহত ৩২১ জন বিজেপি কর্মীর পরিবারের সদস্যদের উপযুক্ত সরকারি চাকরি দেওয়া হবে।’’ শুভেন্দুর এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে এ দিন ফলতার জনসভায় উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা যায়। বিগত পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকেই ফলতা ও ডায়মন্ড হারবার এলাকা রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তপ্ত ছিল। স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের একাংশের অভিযোগ ছিল, বিগত শাসকদলের দাপটে বহু কর্মীকে ঘরছাড়া হতে হয়েছিল এবং অনেকের ব্যবসা ও ঘরবাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছিল। আগামী ২১ মে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে হতে চলেছে হাইভোল্টেজ নির্বাচন। তার ঠিক ৪৮ ঘণ্টা আগে এ দিন ফলতার আক্রান্ত কর্মীদের আশ্বস্ত করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘ফলতায় যে সমস্ত বিজেপি কর্মীরা বিগত দিনে আক্রান্ত হয়েছেন, মিথ্যা মামলার শিকার হয়েছেন কিংবা যাঁদের রুজি-রুজি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তাঁদের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে বিশেষ আর্থিক ও সামাজিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নতুন জমানায় কেউ আর আতঙ্কে থাকবেন না।’’ এদিন সকালে ফলতার বনেশ্বরে একটি প্রাচীন শিবমন্দিরে গিয়ে পুজো দেন শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে অঞ্জলি ও আরতি শেষ করে তিনি সোজা চলে আসেন রোড-শো-র কর্মসূচিতে। বনেশ্বর থেকে ফলতা বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত এই রোড-শো-তে শুভেন্দুকে দেখার জন্য রাস্তার দু’ধারে কার্যত মানুষের ঢল নামে। হুডখোলা গাড়িতে থাকা মুখ্যমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে চলে অনবরত পুষ্পবৃষ্টি। শুভেন্দু অধিকারীও করজোড়ে এবং হাত নেড়ে উপস্থিত জনতার এই বিপুল অভ্যর্থনা গ্রহণ করেন। রাস্তার মোড়ে মোড়ে উপচে পড়া ভিড়ের কারণে মাঝেমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ির গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। প্রচারের এই ব্যস্ত সূচির মাঝেই এক মানবিক ও আবেগঘন কর্মসূচি ছিল শুভেন্দুর। রোড-শো শেষে তিনি সোজা চলে যান একুশের ভোট-পরবর্তী হিংসার শিকার হওয়া প্রয়াত বিজেপি কর্মী স্বপন মণ্ডলের চণ্ডীপুরের বাড়িতে। ২০২১ সালের নির্বাচনের পর রাজনৈতিক অশান্তির জেরে স্বপনবাবুকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। এ দিন সেই শহিদ কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি তাঁদের বাড়িতেই মধ্যাহ্নভোজ সারেন শুভেন্দু অধিকারী।

জাহাঙ্গিরের থেকে দূরত্ব বাড়াল দল!

ভোটের আগে ‘পুষ্পা’র ঝুঁকে পড়াকে তাঁর ‘ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত’ বলল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৯ মেঃ যে জাহাঙ্গির খান নিজেকে ‘পুষ্পা’ বলে দাবি করছিলেন, দেখা গেল ফলতায় ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে তিনি নির্বাচন থেকেই সরে দাঁড়ালেন। তাঁর এই নাটকীয় পদক্ষেপের পরেই তড়িঘড়ি বিবৃতি জারি করল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফলতার ভোট ময়দান থেকে জাহাঙ্গির খানের সরে যাওয়ার এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত, এর সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই। একই সঙ্গে, ৪ মে নির্বাচনী ফলপ্রকাশের পর থেকে ফলতা জুড়ে বিজেপি ব্যাপক সন্ত্রাস ও পুলিশি ধরপাকড় চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। মঙ্গলবার তৃণমূলের অফিসিয়াল হ্যান্ডেল থেকে জারি করা ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ফলতার পুনর্নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর যে সিদ্ধান্ত জাহাঙ্গির খান নিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। এটি কোনও ভাবেই দলের সিদ্ধান্ত নয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, ২১ মে-র ভোটের ঠিক আগে প্রার্থীর এভাবে ময়দান ছেড়ে দেওয়া দলের জন্য চরম অস্বস্তিকর। আর সেই কারণেই বিবৃতি জারি করে জাহাঙ্গির খানের থেকে দূরত্ব বজায় রাখার কৌশল নিল জোড়াফুল। প্রার্থীর সরে দাঁড়ানোকে কাঠগড়ায় তুললেও, ফলতায় দলের নিচুতলার কর্মীদের ওপর মারাত্মক অত্যাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ এনেছে তৃণমূল। বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, ৪ মে রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পর থেকে শুধুমাত্র ফলতা বিধানসভা এলাকাতেই দলের ১০০ জনেরও বেশি কর্মীকে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এখানেই শেষ নয়, তৃণমূলের অভিযোগ, দিনের আলোয় ভয় দেখিয়ে, দাপট খাটিয়ে একের পর এক দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়েছে, বহু কার্যালয় জোর করে বন্ধ ও দখল করে নেওয়া হয়েছে। দলের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে বারবার নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হওয়া সত্ত্বেও কমিশন পুরোপুরি চোখ বন্ধ করে বসে রয়েছে এবং কোনও পদক্ষেপ করছে না। প্রশাসনের একাংশ ও কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করে বিজেপি এই ভয় দেখানোর রাজনীতি করছে বলে দাবি করেছে প্রাক্তন শাসকদল। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই চরম প্রতিকূলতা ও চাপের মুখে দাঁড়িয়েও দলের সিংহভাগ কর্মী পাথরের মতো শক্ত হয়ে বিজেপির এই আগ্রাসনের প্রতিরোধ করছেন। তবে দলের ক্ষোভের সুর স্পষ্ট করে বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে, ‘‘এত চাপ সত্ত্বেও কর্মীরা লড়াই করছেন। কিন্তু কিছু মানুষ শেষ পর্যন্ত এই তীব্র চাপের মুখে নতিস্বীকার করে মাঠ ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।’’ তৃণমূল নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করেছেন। প্রার্থী সরে দাঁড়ালেও লড়াইয়ের ময়দান থেকে যে তারা সরছে না, তা স্পষ্ট করে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই ‘বাংলা বিরোধী’ বিজেপির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ এবং দিল্লি, দুই জায়গাতেই তৃণমূলের রাজনৈতিক লড়াই জারি থাকবে।

‘আরজি করের সেমিনার হল ছাড়াও যদি কোনও জায়গা সিল করতে হয়, করে দিন’

সিবিআই-কে নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ মেঃ দু’বছর আগে, ২০২৪-এ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তোলপাড় হয়েছিল গোটা দেশ। সেই মামলার মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে ইতিমধ্যে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। তবে আরজি করের সেই মূল ঘটনার তদন্ত নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলে এবার নতুন করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে নির্যাতিতার পরিবার। সেই মামলার প্রেক্ষিতেই মঙ্গলবার নবগঠিত বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ- আরজি করের ওই ঘটনাস্থল তথা সেমিনার রুমটি ফের অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সিল করতে হবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-কে। এ দিন বিচারপতি শম্পা সরকার এবং বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চে আরজি কর মামলার শুনানি শুরু হয়। শুরুতেই আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, ‘‘এই ঘটনায় নির্যাতিতার পরিবারের দায়ের করা মামলার শুনানিই সবার আগে করা হবে।’’ এর পরেই তদন্তের অগ্রগতির প্রসঙ্গে সিবিআই-এর আইনজীবীকে একাধিক কড়া প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায় উচ্চ আদালত। আদালতের প্রশ্ন- সিবিআই যখন প্রথম তদন্তভার হাতে নিয়েছিল, তখন হাসপাতালের ঠিক কোন কোন জায়গা সিল করা হয়েছিল? সিবিআই-এর উত্তর- হাসপাতালের সেই নির্দিষ্ট সেমিনার হলটি সিল করা আছে। আদালতের প্রশ্ন-আর অন্য কোনও জায়গা সিল করার কি প্রয়োজন পড়েনি? সিবিআই-এর উত্তর- না, আর অন্য কোনও জায়গা সিল করা হয়নি। তদন্তকারীদের এই উত্তরের পরেই হাইকোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ সিবিআই-এর কাছে জানতে চায়, মাঝের এই সময়ে আরজি করের সেই মূল ঘটনাস্থলের সিল কোনও ভাবে খোলা হয়েছিল কি না। সামগ্রিক পরিস্থিতি ও আশঙ্কার কথা বিবেচনা করে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, আরজি করের ওই সেমিনার রুমটি যেন ফের দ্রুত ও নিশ্ছিদ্রভাবে সিল করে দেওয়া হয়। কোনও ভাবেই যাতে সেখানে তথ্যপ্রমাণ বা ক্রাইম সিনের কোনও ক্ষতি না হয়, তা নিশ্চিত করতেই এই নির্দেশ। তদন্তের গভীরতা এবং নির্যাতিতার পরিবারের তোলা প্রশ্নগুলির গুরুত্ব বিচার করে হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ জানিয়েছে, আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

১২ আইএএস-কে বিভিন্ন জেলায় বদলি রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ মেঃ রাজ্য সরকার নেতাজী সুভাষ এডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্রবেশনারী হিসাবে কর্মরত ১২ জন আইএএস আধিকারিক কে বিভিন্ন জেলায় বদলি করেছে। কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের আইএএস শাখা থেকে আজ প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে ২০২৫ এর ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যাডারের এই আইএএস আধিকারিকদের উত্তর ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি, পূর্ব বর্ধমান, নদীয়া, বাঁকুড়ার মত বিভিন্ন জেলায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর পদে নিয়োগ করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

যে কোনও দিন পতন হবে বিজয়ের সরকারের, দলকে অন্তর্বর্তী ভোটের জন্য তৈরি থাকতে নির্দেশ স্ট্যালিনের

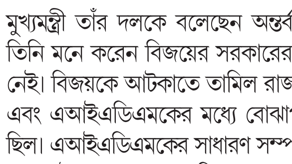

সংবাদ সংস্থা, চেন্নাই, ১৯ মেঃ তামিলনাড়ুতে অভিনেতা বিজয়ের সরকারের পতন হতে পারে যে কোনও দিন। মনে করেন রাজ্যের সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে সুপ্রিমো এমকে স্ট্যালিন। প্রাক্তন এই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দলকে বলেছেন অন্তর্বর্তী নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হতে। অর্থাৎ তিনি মনে করেন বিজয়ের সরকারের পতনের পর মধ্যবর্তী নির্বাচন ছাড়া পথ নেই। বিজয়কে আটকাতে তামিল রাজনীতির প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল ডিএমকে এবং এআইএডিএমকের মধ্যে বোঝাপড়া নিয়ে আলোচনা অনেক দূর এগিয়ে ছিল। এআইএডিএমকের সাধারণ সম্পাদক এডাপ্পাদি কে পালানিস্বামীকে মুখ্যমন্ত্রী করার উদ্যোগ শুরু হয়েছিল দু’দলের একাংশে তরফে। পালানিস্বামী ২০১৬ থেকে ২০২১ পর্যন্ত তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তবে চির প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের মধ্যে শেষ পর্যন্ত বোঝাপড়া হয়নি। উল্টে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জে জয়ললিতার দল এআইএডিএমকের ২৫ জন বিধায়ক বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের পরীক্ষায় বিজয়কে সমর্থন করেন। ডিএমকে’র নেতাকর্মীদের সভায় এমকে স্ট্যালিন বলেছেন, তাঁর ধারণা সিপিএম, সিপিআই, ভিসিকে এবং ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন অফ মুসলিম লিগ যে কোনদিন বিজয়ের সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে পারে। এমনকী এআইএডিএমকে’র ২৫ বিধায়কের সদস্য পদ খারিজ করে দিতে পারে আদালত, এমন আশঙ্কা ও প্রকাশ করেছেন স্ট্যালিন। প্রসঙ্গত দলকে অটুট রাখতে বিদ্রোহী বিধায়কদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেওয়ার আভাস দিয়েছেন এআইএডিএমকে সুপ্রিমো পালানিস্বামী। স্ট্যালিন স্পষ্ট করেছেন, বিজয়ের সরকারের পতন হলে ডিএমকে অন্য কারও সমর্থনে সরকার গড়ার চেষ্টা করবে না। সরকার গড়তে কাউকে সমর্থন দেবে না। ডিএমকে সুপ্রিমো চান সরকারের পতন হলে অন্তর্বর্তী নির্বাচন হোক। স্ট্যালিন নিশ্চিত, ভোট হলে তাঁর দল ফের ক্ষমতায় আসবে।

ভারতের নাগরিকত্বে আরও কড়াকড়ি! এবার বাংলাদেশ-পাকিস্তানের পাসপোর্ট সমর্পণ করা বাধ্যতামূলক করল কেন্দ্র

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৯ মেঃ সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বা সিএএ অনুযায়ী ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এবার সেই নিয়মে আরও কিছুটা কড়াকড়ি করল কেন্দ্র। বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা আফগানিস্তান থেকে এসে যাঁরা ভারতের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে চান, তাঁদের এবার থেকে নিজেদের দেশের পাসপোর্টের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সরকারকে জানাতে হবে। এই মর্মে একটি বিশেষ ঘোষণাপত্র বা ‘ডিক্লারেশন’ জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করল দিল্লি। ২০০৯ সালের নাগরিকত্ব বিধি সংশোধন করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে এই নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, নাগরিকত্ব পেতে ইচ্ছুক কোনও বাংলাদেশি, পাকিস্তানি কিংবা আফগান আবেদনকারীর কাছে নিজের দেশের কোনও বৈধ অথবা মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট থাকা চলবে না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, ২০০৯ সালের মূল নাগরিকত্ব বিধি সংশোধন করে তাতে একটি নতুন অনুচ্ছেদ বা ধারা যুক্ত করা হয়েছে। এই নতুন অনুচ্ছেদটি মূল বিধিমালার ‘১সি তফসিল’-এর ঠিক পরেই যুক্ত হবে। উল্লেখ্য, এই ১সি তফসিলটি মূলত ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে ভারতে চলে আসা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। ২০১৯ সালে বিতর্ক ও দীর্ঘ টানাপড়েনের পর নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাশ করেছিল নরেন্দ্র মোদি সরকার। এই আইনের মূল লক্ষ্যই ছিল ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে প্রতিবেশী তিন রাষ্ট্র থেকে এ দেশে চলে আসা নথিপত্রহীন অমুসলিম শরণার্থীদের নাগরিকত্ব পাওয়ার পথ মসৃণ করা। এবার সেই আইনি প্রক্রিয়াকে আরও নিঁখুত ও সুরক্ষিত করতে ২০০৯ সালের নাগরিকত্ব বিধিতে এই নতুন পাসপোর্টের নিয়ম যুক্ত করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এর ফলে দ্বৈত নাগরিকত্ব বা পাসপোর্টের অপব্যবহার সম্পূর্ণ রোখা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

আবেদনকারীদের জন্য নতুন নিয়মাবলি

পাসপোর্টের তথ্য প্রকাশ। কোনও আবেদনকারীর কাছে যদি এই মুহূর্তে বৈধ পাসপোর্ট থেকে থাকে, তবে আবেদনের সময় সেই পাসপোর্টের নম্বর, সেটি কবে ইস্যু করা হয়েছিল এবং তার মেয়াদ কত দিন রয়েছে- তার সব তথ্য বিশদে জানাতে হবে।
১৫ দিনের সময়সীমা। তথ্যের পাশাপাশি আবেদনকারীকে লিখিতভাবে এই মর্মে মুচলেকা দিতে হবে যে, ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার ঠিক ১৫ দিনের মধ্যে তিনি নিজের কাছে থাকা বৈধ কিংবা মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্টটি ডাক বিভাগের সংশ্লিষ্ট সিনিয়র সুপার বা সুপারের কাছে জমা দিয়ে দেবেন।

নির্বাচন কমিশনের কাছে পরবর্তী মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পদে নাম পাঠাল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ মেঃ রাজ্যের পরবর্তী মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) পদে তিন আইএএস আধিকারিকের নাম নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠাল রাজ্য সরকার। নীলম মিনা, তন্ময় চক্রবর্তী এবং মৌমিতা গোদারা বসু- এই তিনজনের নাম প্রস্তাব হিসেবে পাঠানো হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্যে বর্তমান মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগারওয়াল রাজ্যের মুখ্য সচিব হিসেবে হয়েছেন। আইন অনুযায়ী তিনি আর মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পদে থাকতে পারেন না। সেই কারণেই পরবর্তী সিইও বেছে নিতে রাজ্যের তরফে সম্ভাব্য আধিকারিকদের এই তালিকা কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে। সূত্রের খবর, তিনজনই অভিজ্ঞ এবং নির্বাচন পরিচালনার প্রশাসনিক কাজে দক্ষ বলে তাঁদের নাম বিবেচনায় আনা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন এখন এই তিনজনের নাম খতিয়ে দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে। কমিশনের অনুমোদন মিললে রাজ্যের নতুন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের নাম শীঘ্রই ঘোষণা হতে পারে বলে প্রশাসনিক মহল মনে করছে।

জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিয়ে সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা শিবরাজের

পুরী, ১৯ মে ঃ পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পূজার্চনা করলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। প্রভু জগন্নাথের কাছে দেশবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেছেন তিনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ও তাঁর স্ত্রী মঙ্গলবার সকালে জগন্নাথ মন্দিরে আসেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্রও। সস্ত্রীক প্রভু জগন্নাথের পূজার্চনা করেন শিবরাজ সিং চৌহান।পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিবরাজ বলেন, আমি প্রার্থনা করেছি সবাই যেন সুখী, সুস্থ ও ভালো থাকেন। আমি চলমান বিশ্বব্যাপী সংঘাতের অবসানের জন্যও প্রার্থনা করেছি। আজ আমাদের একটি আঞ্চলিক কৃষি সম্মেলন রয়েছে, যেখানে ওড়িশা, ছত্তিশগড়, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ-এই পাঁচটি রাজ্য অংশগ্রহণ করছে। এর মূল লক্ষ্য হলো কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলির কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভারতের ১৪০ কোটি জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। এই সম্মেলনে ডাল ও তৈলবীজের উপাদন বৃদ্ধি এবং সমন্বিত চাষের মাধ্যমে ছোট খামারগুলিকে আরও লাভজনক করে তোলার মতো বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ভোজশালা প্রাঙ্গণে ধর্মীয় মর্যাদায় দেবী সরস্বতীর আরাধনা, ভজনেরও আয়োজন

ধার, ১৯ মেঃ মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায় ভোজশালা প্রাঙ্গণে যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় চলছে বাগদেবী সরস্বতীর আরাধনা। মঙ্গলবার ভজনেরও আয়োজন করা হয়। ১৭ মে ভোজশালা চত্বরে দেবী সরস্বতীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, তারপর থেকেই প্রতিদিন প্রার্থনা নিবেদন করা হচ্ছে। ভোজশালা মুক্তি যজ্ঞের আহ্বায়ক গোপাল শর্মা বলেন, আমরা সেই সমস্ত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই যাঁরা এই ভোজশালার জন্য নিজেদের জীবন উসর্গ করেছেন। আমরা তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি বাইরে তাঁদের প্রতিকৃতি প্রদর্শন করা হবে, যেখানে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের রায়ে ভোজশালা চত্বরকে মন্দির হিসেবে ঘোষণা করার পর, ধারের হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যরা ২০০৩ সালের ভোজশালা মুক্তি আন্দোলনে প্রাণ হারানো তিনজনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বলে জানা যায়।

নন্দা দেবী ইস্ট ট্রেকিং অভিযানে রওনা ২৬ জন পড়ুয়া

পিথোরাগড়, ১৯ মে ঃ নন্দা দেবী ইস্ট ট্রেকিং ও মিলাম গ্লেসিয়ার অভিযানের জন্য নির্বাচিত ২৬ জন পড়ুয়া রওনা হন। মঙ্গলবার সকালে তাঁদের এই যাত্রার সূচনা করেন জেলাশাসক আশিস কুমার ভাটগাই। এই অনুষ্ঠানে পর্যটন দফতর, জেলা প্রশাসন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।মঙ্গলবার জেলাশাসক ভাটগাই বলেন, পিথোরাগড় জেলায় অ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। নন্দা দেবী ইস্ট অঞ্চল তার বিশ্ববিখ্যাত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, হিমালয়-এর সংস্কৃতি এবং রোমাঞ্চকর ট্রেকিং পথের জন্য পরিচিত। তিনি বলেন, এই ধরনের অভিযান তরুণদের মধ্যে সাহস, শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস ও দলগত ঐক্যের মানসিকতার বিকাশ ঘটায়। জেলাশাসক আরও জানান, মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির নেতৃত্বে রাজ্য সরকার অ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের প্রসারে ধারাবাহিকভাবে কাজ

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

জগদলপুরে আঞ্চলিক সহযোগিতার নতুন দিশা, অমিত শাহের পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় আঞ্চলিক পরিষদের ২৬তম বৈঠক ঘিরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

জগদলপুর (সংবাদ সংস্থা)১৯মেঃ ছত্তিশগড়ের জগদলপুরে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হল কেন্দ্রীয় আঞ্চলিক পরিষদের ২৬তম বৈঠক, যেখানে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পারস্পরিক সহযোগিতা, উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রশাসনিক সমন্বয়ের এক বিস্তৃত রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কাঠামোকে আরও সুসংহত করার লক্ষ্যে আয়োজিত এই বৈঠককে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক মহলে বিশেষ গুরুত্ব দেখা গেছে। বৈঠকের পৌরহিত্য করেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী Amit Shah, যিনি দীর্ঘ সময় ধরে আঞ্চলিক পরিষদের মাধ্যমে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ককে আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার ওপর জোর দিয়ে আসছেন।জগদলপুরে আয়োজিত এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং উত্তরপ্রদেশ-এই চারটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন এবং গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর পরিচালক তপন ডেকাও বৈঠকে অংশ নেন। প্রশাসনিক স্তরে এই উপস্থিতি বৈঠকের গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে তোলে।বৈঠকের সূচনা পর্বেই আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তৃত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, সামাজিক উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির মধ্যে সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বিদ্যুৎ, নগর উন্নয়ন এবং সমবায় ব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে যদি রাজ্যগুলি একে অপরের সঙ্গে অভিজ্ঞতা ও সম্পদ ভাগ করে নেয়, তাহলে উন্নয়নের গতি অনেক বেশি ত্বরান্বিত হবে।বৈঠকে আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল আন্ত ঃরাজ্য সমন্বয়কে আরও কার্যকর করা। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হয়, তা কীভাবে সহজ করা যায়, সেই নিয়েও বিশদ আলোচনা হয়। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার বিস্তারে যৌথ উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা উঠে আসে।ছত্তিশগারে জঙ্গল অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়েও বিশেষ আলোচনা হয় বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। দীর্ঘদিন ধরেই এই অঞ্চলে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি নিরাপত্তা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সমন্বিত পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বৈঠকে মত বিনিময় হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানান, উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা-এই দুই দিককে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই সরকারের প্রধান লক্ষ্য।আলোচনায় উঠে আসে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রসঙ্গও। বিশেষ করে গ্রামীণ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির মধ্যে সমন্বিত কর্মসূচির কথা বলা হয়। শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, পুষ্টি সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলির কার্যকর বাস্তবায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বৈঠকে অংশগ্রহণকারী প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানান, অনেক ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রকল্প বিভিন্ন রাজ্যে আলাদা আলাদা ভাবে চলছে, যা একত্রিত করলে আরও কার্যকর ফল পাওয়া সম্ভব।শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়েও বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। বিশেষ করে ডিজিটাল শিক্ষা, স্কুল পর্যায়ে পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আধুনিক করার বিষয়ে রাজ্যগুলির মধ্যে সহযোগিতার ওপর জোর দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শিক্ষা ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং যৌথ পরিকল্পনা গ্রহণ করলে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য অনেকটাই কমানো সম্ভব।বিদ্যুৎ সরবরাহ ও শক্তি ব্যবস্থাপনার বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে। বিভিন্ন রাজ্যে বিদ্যুৎ উপাদন, বিতরণ এবং নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কীভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা করা যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত মতবিনিময় হয়। বিশেষ করে সৌরশক্তি এবং বায়ুশক্তির মতো পরিবেশবান্ধব শক্তি ব্যবহারের প্রসারে রাজ্যগুলির যৌথ উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়।নগর উন্নয়ন নিয়েও বৈঠকে গভীর আলোচনা হয়। দ্রুত নগরায়ণের ফলে শহরগুলির উপর যে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, তা মোকাবিলার জন্য পরিকল্পিত নগর উন্নয়ন এবং আধুনিক অবকাঠামো গঠনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মত প্রকাশ করা হয়। আবাসন, জল সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবহণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের মতো বিষয়গুলি বৈঠকে গুরুত্ব পায়।সমবায় ব্যবস্থার প্রসার নিয়েও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি শক্তিশালী করতে সমবায় ব্যবস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প এবং গ্রামীণ উদ্যোগগুলিকে সমবায়ের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করা গেলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে এবং অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত হবে।বৈঠকে অংশগ্রহণকারী মুখ্যমন্ত্রীরা নিজ নিজ রাজ্যের অভিজ্ঞতা ও সমস্যার কথা তুলে ধরেন। বিভিন্ন রাজ্যে চলমান উন্নয়ন প্রকল্প, প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে তারা কেন্দ্রের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। বিশেষ করে আন্ত ঃরাজ্য জল বণ্টন, সীমান্তবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।সূত্রের খবর অনুযায়ী, বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যগুলির মধ্যে তথ্য বিনিময় আরও দ্রুত ও কার্যকর করার বিষয়ে একাধিক প্রস্তাব উঠে আসে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রশাসনিক সমন্বয় বৃদ্ধির বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়। আধিকারিকরা মনে করছেন, এই ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতে প্রশাসনিক জটিলতা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, আঞ্চলিক পরিষদ শুধুমাত্র আলোচনা মঞ্চ নয়, এটি বাস্তব সমস্যার সমাধানের একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম। তিনি বলেন, দেশের প্রতিটি অঞ্চলের সমন্বিত উন্নয়নই সরকারের লক্ষ্য, এবং সেই লক্ষ্য পূরণে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির যৌথ উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি।পুরো বৈঠক জুড়ে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে সহযোগিতা যত বা।বে, ততই দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া আরও গতিশীল হবে। জগদলপুরের এই বৈঠক সেই দিকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।প্রশাসনিক মহলের মতে, এই বৈঠকের মাধ্যমে যে আলোচনা ও সিদ্ধান্তগুলি উঠে এসেছে, তা আগামী দিনে বিভিন্ন রাজ্যের উন্নয়ন পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অবকাঠামো খাতে যৌথ উদ্যোগ ভবিষ্যতের জন্য নতুন দিশা খুলে দিতে পারে।জগদলপুরের এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক শেষ হলেও এর প্রভাব এবং আলোচনা আগামী দিনে আরও বিস্তৃত আকার নেবে বলে মনে করা হচ্ছে। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সমন্বয়ের এই উদ্যোগ ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে-এমনটাই আশা প্রশাসনিক মহলের।

ফলতায় ২১ মে পুনর্নির্বাচন, ভাগ্যপরীক্ষা ৬ জন প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৯ মে ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে আগামী বৃহস্পতিবার, ২১ মে পুনর্নির্বাচন। তার আগে মঙ্গলবার প্রচারাভিযান শেষ হবে। ওই কেন্দ্রে ২,৩৬,৪৪৪ জন ভোটার মোট ৬ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। ২৪ টি অক্সিলিয়ারি বুথ সহ মোট ২৮৫টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে সকাল ৭টা থেকে ভোট নেওয়া হবে। চলবে সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত।তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির বনাম উত্তর প্রদেশের আইপিএস অজয়পাল শর্মার সংঘাতের জেরে ভোটপর্বে শিরোনামে উঠে এসেছিল ফলতা। ভোটের দিন ইভিএমে বিরোধী প্রার্থীর নামের পাশে সেলোটেপ মেরে রাখা-সহ একাধিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। একাধিক বুথে এই ধরনের অভিযোগ ওঠার পরই ফলতার নির্বাচন প্রক্রিয়া বেনজির ভাবে বাতিল করেছিল নির্বাচন কমিশন।

চাঙ্গা শেয়ার বাজার, সেনসেক্স লাফাল ২৯৫ পয়েন্ট

নয়াদিল্লি, ১৯ মে ঃ সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস মঙ্গলবারে দেশীয় শেয়ার বাজার সবুজ সঙ্কেতে খুলল। বাজারের প্রধান দুটি সূচক সেনসেক্স ২৯৫ পয়েন্ট এবং নিফটি ৮৩ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের (বিএসই) সেনসেক্স শুরুর বাণিজ্যেই ২৯৪.৭৯ পয়েন্ট অর্থাৎ ০.৩৯ শতাংশ লাফিয়ে ৭৫,৬০৯.৮৩ স্তরে ট্রেন্ড করছে। অন্যদিকে, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের (এনএসই) নিফটিও ৮২.৬০ পয়েন্ট অর্থাৎ ০.৩৫ শতাংশ বেড়ে ২৩,৭৬০ স্তরে লেনদেন করছে।সেনসেক্সের ৩০টি কোম্পানির মধ্যে ২০টি কোম্পানির শেয়ার বৃদ্ধির সাথে খুলেছে এবং বাকি ৯টি কোম্পানির শেয়ার পতনের সাথে লাল সঙ্কেতে খোলে। হিন্দুস্তান ইউনিলিভারের শেয়ার কোনো পরিবর্তন ছাড়াই লেনদেন করছে। পাশাপাশি, এনএসই নিফটির ৫০টি কোম্পানির মধ্যে ৩৩টি কোম্পানির শেয়ারে তেজি ভাব দেখা যাচ্ছে এবং বাকি ১৭টি কোম্পানির শেযারে পতন লক্ষ্য করা গেছে।আজকের বাণিজ্যে নিফটি আইটি-তে সবচেয়ে বেশি কেনাকাটা চলছে, যেখানে নিফটি প্রাইভেট ব্যাঙ্কের শেয়ারে সবচেয়ে বেশি বিক্রি দেখা যাচ্ছে। আমেরিকান ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় হার শুরুর বাণিজ্যে ১৮ পয়সা ভেঙে ৯৬.৩৮ প্রতি ডলারে ট্রেন্ড করছে।উল্লেখ্য, এর আগের দিন সোমবার সেনসেক্স এবং নিফটি সামান্য বৃদ্ধির সাথে বন্ধ হয়েছিল। সেনসেক্স ৭৭.০৫ পয়েন্ট বৃদ্ধির সাথে ৭৫,৩১৫.০৪ স্তরে বন্ধ হয়। অন্যদিকে, নিফটি ৬.৪৫ পয়েন্ট বেড়ে ২৩,৬৪৯.৯৫ স্তরে বন্ধ হয়েছিল।

আদানি ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা রাহুল গান্ধীর, নরওয়ে পেনশন ফান্ড প্রসঙ্গে প্রশ্ন

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৯ মে ঃ শিল্পপতি গৌতম আদানিকে ঘিরে ফের কেঃদ্র সরকারকে নিশানা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার সমাজমাধ্যম এক্স-এ করা এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী -কে উদ্দেশ্য করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, নরওযের পেনশন ফান্ডের কালো তালিকা থেকে আদানি গোষ্ঠীকে সরাতে ব্যক্তিগতভাবে কোনও অনুরোধ করা হয়েছিল কি না।রাহুল গান্ধী তাঁর পোস্টে লেখেন, আজকাল আমরা খুব ভালো তথ্য পাচ্ছি। মোদীজি, আদানিকে কি আপনার ব্যক্তিগত অনুরোধে নরওয়ে তাদের পেনশন ফান্ডের ব্ল্যাকলিস্ট থেকে সরাতে রাজি হয়েছিল?কংগ্রেস সূত্রে দাবি, আদানি গোষ্ঠীকে ঘিরে আন্তর্জাতিক স্তরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, সেই বিষয়েই ফের কেন্দ্রকে চাপে ফেলতে চাইছে বিরোধীরা। রাহুল গান্ধী অতীতেও একাধিকবার আদানি ইস্যুতে কেন্দ্র সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করেছেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, শিল্পগোষ্ঠীটির প্রতি কেন্দ্রের বিশেষ সুবিধা প্রদানের মনোভাব রয়েছে।প্রসঙ্গত, নরওয়ের সরকারি পেনশন ফান্ড বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সার্বভৌম সম্পদ তহবিল হিসেবে পরিচিত। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার বিনিয়োগ ও কর্পোরেট নীতির উপর নজরদারির ক্ষেত্রে এই তহবিলের সিদ্ধান্তকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। অতীতে পরিবেশ, শ্রমনীতি ও কর্পোরেট প্রশাসন সংক্রান্ত উদ্বেগের কারণে একাধিক সংস্থাকে পর্যবেক্ষণে রাখা বা কালো তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই তহবিল। রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

তীব্র গরমে পুড়ছে রাজস্থান, ৯টি শহরে তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রির ওপরে

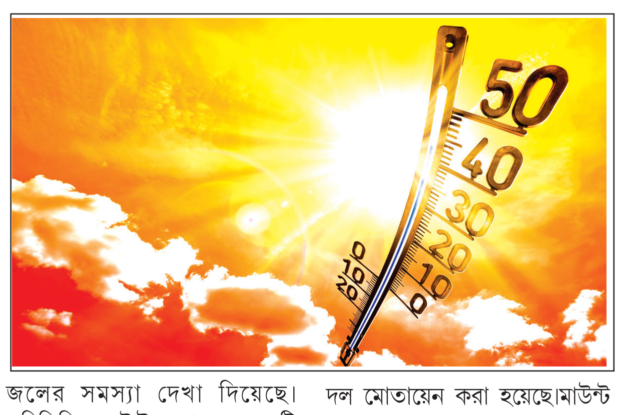

জয়পুর(সংবাদ সংস্থা), ১৯ মে ঃ রাজস্থানে ক্রমশ ভয়াবহ আকার নিচ্ছে গরম। দিনের পাশাপাশি রাতেও মিলছে না স্বস্তি। প্রবল তাপপ্রবাহে রাজ্যের অধিকাংশ জেলাই কার্যত অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মুখে পড়েছে। মঙ্গলবার পাঁচ জেলায় কমলা সতর্কতা এবং আরও পাঁচ জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। আগামী তিন থেকে চার দিন তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যের নযটি শহরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৫ থেকে ৪৭ ডিগ্রি সেলসিযাসের মধ্যে রেকর্ড হযেছে। চিতোরগড় ও পিলানিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অন্যদিকে, সিকার ও উদয়পুরে মরশুমের উষ্ণতম দিন রেকর্ড হয়েছে।প্রচণ্ড গরমের জেরে রাজ্যে পানীয় জলের সঙ্কটও ক্রমশ বাড়ছে। রাজ্যের ৩১৫টি শহর ও জনপদের মধ্যে ২০৫ জায়গায় জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে ৩০টি শহর ও জনপদে তিন দিন অন্তর এবং ২৪টি এলাকায় চার দিন অন্তর জল সরবরাহ করা হচ্ছে।জয়পুর ও আজমেরের মতো বড় শহরেও বহু এলাকায় পর্যাপ্ত জল পৌঁছচ্ছে না। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রতিটি জেলা প্রশাসককে এক কোটি টাকা করে জরুরি তহবিল বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। জলদায় দফতরের পক্ষ থেকে গোটা রাজ্যে ৫৭৫টি বিশেষ দল মোতায়েন করা হয়েছে।মাউন্ট আবু বাদে রাজস্থানের প্রায় সব শহরেই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির ওপরে পৌঁছেছে। পশ্চিম রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগর, বিকানের, ফলৌদি, যোধপুর, জয়সলমের ও বারমেরে তাপপ্রবাহের প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা গিয়েছে।রাজধানী জয়পুরে সোমবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই মরশুমে চতুর্থবার সেখানে পারদ ৪৩ ডিগ্রি ছাড়াল। রাতেও গরমের তীব্রতা কমেনি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।উদয়পুরেও এই মরশুমের উষ্ণতম দিন রেকর্ড হয়েছে। সেখানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছেছে ৪৩.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। তীব্র গরমের কারণে দুপুরের পর রাস্তাঘাট কার্যত ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। পর্যটন শিল্পেও তার প্রভাব পড়েছে।সিকার, কোটা, আলওয়ার-সহ একাধিক জেলায় দিনের বেলায় লু বইছে। কোটা শহরে তাপমাত্রা ছিল ৪৫.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত প্রায় ২০ দিন ধরে সেখানে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির ওপরে রয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।প্রবল গরমের জেরে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য ও পর্যটন ক্ষেত্রেও প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। দুপুরের পর বহু শহরের বাজার প্রায় ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। রাতে বাড়তে থাকা উষ্ণতা ও আর্দ্রতাও জনজীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তুলছে।

ফের বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম, দুশ্চিন্তায় মধ্যবিত্ত

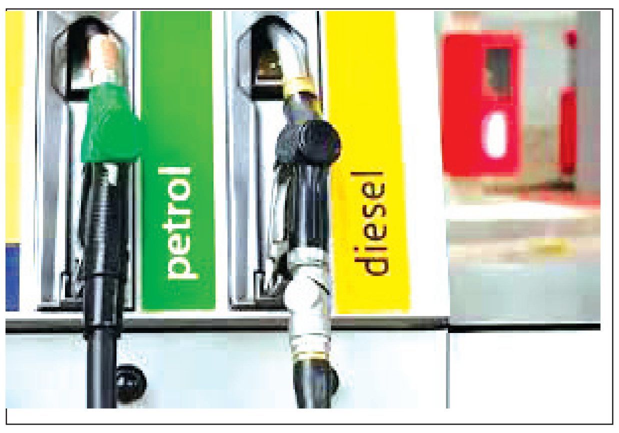

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৯ মে ঃ ফের বৃদ্ধি পেল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। মঙ্গলবার থেকেই কার্যকর হচ্ছে জ্বালানির বর্ধিত মূল্য। এই নিয়ে গত পাঁচ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় বার বাড়ল দুই জ্বালানির দাম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জ্বালানি সাশ্রয়ের বার্তা দেওয়ার পরে গত শুক্রবারই বৃদ্ধি পেয়েছিল জ্বালানির দাম। তার পাঁচ দিনের মাথায় মঙ্গলবার ফের একপ্রস্ত দাম বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের দাম।দিল্লিতে ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৯১ পয়সা এবং পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ৮৭ পয়সা বেড়েছে। দিল্লিতে ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে লিটার প্রতি ৯১.৫৮ টাকা এবং পেট্রোলের দাম বেড়ে হয়েছে লিটার প্রতি ৯৮.৬৪ টাকা হয়েছে। কলকাতায় লিটারপিছু পেট্রোলের দাম ৯৬ পয়সা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১০৯ টাকা ৭০ পয়সা। ডিজেলের দামও লিটারপিছু ৯৪ পয়সা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯৬ টাকা ৮ পয়সা। তেলেঙ্গানায় ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৯৯ পয়সা এবং পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ৯৯ পয়সা বেড়েছে। তেলেঙ্গানায় ডিজেলের দাম বেড়ে লিটার প্রতি ৯৯.৯৫ টাকা এবং পেট্রোলের দাম বেড়ে লিটার প্রতি ১১১.৮৮ টাকা হয়েছে। পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় দুশ্চিন্তায় মধ্যবিত্ত।১৯.০৫.২০২৬ তারিখে দেশের চারটি মেট্রো শহরের খুচরা বিক্রয় মূল্য নিম্নরূপঃপেট্রোলের দাম-দিল্লি ৯৮.৬৪ টাকা (০.৮৭)।কলকাতা ১০৯.৭০ টাকা (০.৯৬)।মুম্বই ১০৭.৫৯ টাকা (০.৯১)।চেন্নাই ১০৪.৪৯ টাকা (০.৮২)।হাই স্পিড ডিজেলের দাম-দিল্লি ৯১.৫৮ টাকা (০.৯১)।কলকাতা ৯৬.০৭ টাকা (০.৯৪)।মুম্বাই ৯৪.০৮ টাকা (০.৯৪)।চেন্নাই ৯৬.১১ টাকা (০.৮৬)

কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

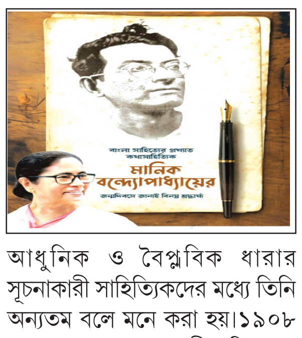

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৯ মে ঃ প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী । মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে এক পোস্টে তিনি লেখেন, বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিবসে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য।উল্লেখ্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃত নাম ছিল প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা কথাসাহিত্যে বাস্তববাদী ধারার অন্যতম প্রধান সাহিত্যিক হিসেবে তিনি বিশেষ পরিচিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে সমাজজীবনের টানাপোড়েন, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং মানবিক সংকট তাঁর লেখায় গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে আধুনিক ও বৈপ্লবিক ধারার সূচনাকারী সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি অন্যতম বলে মনে করা হয়।১৯০৮ সালের ১৯ মে তৎকালীন বিহারের সাঁওতাল পরগণার দুমকায় তাঁর জন্ম হয়। বর্তমানে অঞ্চলটি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অন্তর্গত। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে ‘ নদীর মাঝি’, ‘ পদ্ম পুতুল নাচের ইতিকথা’ সহ একাধিক উপন্যাস ও ছোটগল্প, যা বাংলা সাহিত্যে আজও সমানভাবে সমাদৃত।

আর জি করের সেমিনার রুম ফের সিল করে দিতে হবে, সিবিআই-কে নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৯ মে ঃ আর জি কর হাসপাতালের সেই সেমিনার রুম ফের সিল করে দিতে হবে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের উদ্দেশে মঙ্গলবার এমনটাই মন্তব্য করেছে হাইকোর্ট। বিচারপতি শম্পা সরকার এবং বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের ডিভিশন বেঞ্চের মন্তব্য, আরজি কর হাসপাতালের ওই ঘটনাস্থলকে ফের দ্রুত সিল করতে হবে।আর জি করের আগের ঘটনার তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে ফের আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে নির্যাতিতার পরিবার। এই অবস্থায় মঙ্গলবার হাইকোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ সিবিআইয়ের কাছে জানতে চান আরজি করের ঘটনাস্থল সিল খোলা হয়েছে কি না। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, দ্রুত ঘটনাস্থল সিল করুক সিবিআই।

প্রার্থনা সঙ্গীতে বন্দেমাতরম শুরু, খুশি শিক্ষক ও পড়ুয়ারা

আসানসোল, ১৯ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলে প্রার্থনা সঙ্গীতে শুরু হয়ে গেল জাতীয় স্ত্রোত্র বন্দেমাতরম গাওয়া। আর তাতে খুশি পড়ুয়াদের পাশাপাশি শিক্ষকরাও। পশ্চিমবঙ্গের স্কুলগুলিতে ‘ বন্দে মাতরম’ ধ্বনিত হওয়া প্রসঙ্গে আসানসোলের একটি সরকারি স্কুলের অধ্যক্ষ সরবজি সুরি বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই আদেশ দিয়েছেন, যা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও সমর্থন করেছেন, যে শিশুদের অবশ্যই ‘ বন্দে মাতরম’ শেখানো উচিত। এটি স্কুলে শেখানো উচিত, কারণ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এটি লিখেছিলেন আমাদের দেশে দেশপ্রেম বাড়াতে এবং মানুষের মধ্যে উৎসাহ জাগাতে।শিক্ষক নীলাংশু রায় বলেন, আমরা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেশপ্রেম ও ঐক্যের অনুভূতি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করি। আমরা চাই ছাত্রছাত্রীরা ভালো মূল্যবোধ শিখুক, ভালো জিনিস বুঝুক এবং দেশের সুনাগরিক হয়ে উঠুক। আজ আমরা অধ্যক্ষ এবং পরিচালকের প্রচেষ্টায় এই উদ্যোগটি শুরু করেছি। আগামী দিনগুলিতেও আমরা এটি চালিয়ে যাব। আমরা এটি শুরু করেছি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জারি করা আদেশের ভিত্তিতে। পশ্চিমবঙ্গের স্কুলগুলিতে ‘ বন্দে মাতরম’ ধ্বনিত হওয়ার প্রসঙ্গে এক ছাত্র বলে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এর বাস্তবায়নকে সমর্থন করার পর আমরা আজ থেকে এটি গাইতে শুরু করেছি। এটি গাইতে খুব ভালো লাগছে।

পথকুকুর নিয়ে আগের নির্দেশই বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট

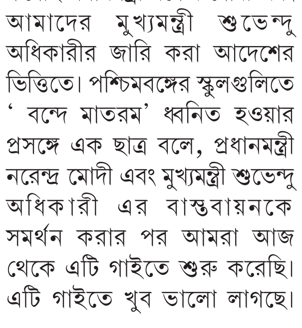

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৯ মে ঃ পথকুকুর সংক্রান্ত মামলায় নিজেদের আগের অবস্থানেই অনড় থাকল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার এই মামলা সংক্রান্ত এক শুনানিতে দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, গত নভেম্বরের রায় তারা পরিবর্তন করতে চায় না। এ দিন সুপ্রিম কোর্টের তিন সদস্যের বেঞ্চ জানিয়েছে, হাসপাতাল, স্কুল, রেল স্টেশন বা বাস স্টপেজের মতো এলাকা থেকে তুলে আশ্রয় শিবিরে পথকুকুরদের রাখার যে রায় গত বছরের ৭ নভেম্বর দেওয়া হয়েছিল, সেটিই বহাল থাকবে।ওই রায় পুনর্বিবেচনার জন্য শীর্ষ আদালতে আবেদন জমা পড়েছিল। কিন্তু তার প্রেক্ষিতে এ দিন সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, কুকুরের কামড়ের মতো বিষয়কে অবহেলা করা যায় না। এ দিন শীর্ষ আদালতে শুনানি চলাকালীন পথকুকুরদের নির্বীজকরণ এবং টিকাকরণের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে।

রাশিফল

মেষঃআজ মেষের জন্য দিনটা খুবই ভাল। পজিটিভ এনার্জি আপনার জীবনে আসবে, যার ফলে আপনি আপনার সম্পর্কগুলো আরও শক্তিঃশালী করতে পারবেন। আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে কথা বলা আর সহযোগিতা বাড়বে।
বৃষঃ আপনার ঈর্ষাপরায়ণ ব্যবহার আপনাকে দু ঃখিত এবং অবসাদগ্রস্থ করতে পারে। কোনও পুরানো বন্ধু আজ আপনাকে আর্থিক সাহায্য চাইতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে
মিথুনঃআজকের দিনটা মিথুনের জন্য একদম ভুলতে না পারা অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে। আপনি আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্কগুলোতে আরও গভীর সংযোগ তৈরি করতে পারবেন।
কর্কট রাশি ঃস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি অস্বস্তি বয়ে আনতে পারে। আপনার স্ত্রীর সাথে একসাথে, আপনি আর্থিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন এবং আপনার ভবিষ্যতের জন্য আপনার সম্পদের পরিকল্পনা করতে পারেন।
সিংহঃআজকের দিনটা সিংহ রাশির জন্য মোটামুটি চ্যালেঞ্জিং মনে হচ্ছে। আপনার মনে কিছু অস্থিরতা আর দুশ্চিন্তা থাকতে পারে। এই সময়টা আপনার জন্য মানসিকভাবে একটু কঠিন হতে পারে, কারণ সম্পর্কের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর দুশ্চিন্তা আসতে পারে। প্রেম আসতে পারে আজকে
কন্যাঃ একটি খুশির সংবাদ পাওয়া সম্ভবপর। কারও সাথে পরামর্শ না করে আজ আপনার অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত নয়। আপনার গোপনীয় তথ্যগুলি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাগ করে নেওয়ার আগে ভাবুন। যদি সম্ভব হয়, তাহলে বিরত থাকুন, যেহেতু তিনি এটি অন্য কারোর কাছে ফাঁস করে দিতে পারেন।
তুলাঃ আজকের দিনটা তুলার জন্য শান্তি আর ভারসাম্যের প্রতীক। আপনার সামাজিক দক্ষতা আজ খুব ভালো থাকবে, যা আপনাকে অন্যদের সঙ্গে আরও ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। ইতিবাচক ভাবনা আর এনার্জি আপনার মনে ভরবে, যার জন্য আপনি বন্ধু আর পরিবারের সঙ্গে ভাল সময় কাটাতে পারবে। শুভদিন
বৃশ্চিকঃ আপনার অসাধারণ প্রচেষ্টা এবং পরিবারের সদস্যদের সময়মত সমর্থনের ফলে আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে পারেন। কিন্তু বর্তমান মনোভাব বজায় রাখতে আপনাকে কঠিন কাজ করতে হবে।
ধনুঃ আজকের দিনটা ধনু রাশির মানুষের জন্য সামগ্রিকভাবে একটু আলাদা হবে। তবে, আপনার মনে কিছু চিন্তা থাকতে পারে, যেটা আপনাকে অস্থির করে তুলতে পারে।
মকরঃ যা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার দিন। চাঁদ বসানোর কারণে আপনার অর্থ অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে ব্যয় হতে পারে। আপনি যদি সম্পদ জমা করতে চান, তবে আপনার স্ত্রী বা পিতামাতার সাথে এটি সম্পর্কে কথা বলুন। আপনার রসিক স্বভাব আপনার চারপাশের পরিবেশকে আলোকিত করবে। সন্তান হতে পারে
কুম্ভঃ আজ কুম্ভ জাতকদের জন্য দিনটা খুবই ভাল যাবে। আপনার চিন্তার মধ্যে স্পষ্টতা আর ইতিবাচক মনোভাব আজ আপনাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। অর্থের ব্যয়।
মীনঃআপনি শরীরচর্চার মাধ্যমে আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। আপনি আজ অজানা উৎস থেকে অর্থ অর্জন করতে পারেন যা আপনার অনেক আর্থিক সমস্যার সমাধান করবে। সংসারে শান্তি হতে পারে আজকে। আর্থিক উন্নতিহবে

আবহাওয়া

গরমের দহনজ্বালায় রীতিমতো অতিষ্ঠ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। প্রতিদিনই একটু একটু করে তাপমাত্রার পারদ চড়ছে। রোদের তেজে অস্বস্তি আরও বাড়ছে। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৫ ডিগ্রি বেশি। দক্ষিণবঙ্গে চলতি সপ্তাহে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া আরও বাড়বে, এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। কলকাতায় তাপমাত্রা ৩৬ থেকে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে, পশ্চিমের জেলাগুলিতে পারদ ছুঁতে পারে ৪০ ডিগ্রি। তবে স্থানীয় বজ্রগর্ভ মেঘের জেরে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৭শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬০ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৪২মিনিট এবং রাত ১১ টা ৪৫মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০১টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১১টা ৫১ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৫মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০৮মিনিটে হতে পারে।

গরুকে জাতীয় পশু ঘোষণার দাবি ইমাম মোয়াজ্জেম ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্যর

দুরন্তবার্তা, দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট, ১৯ মে ঃ গরুকে জাতীয় পশু ঘোষণার দাবি ইমাম মোয়াজ্জেম ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্য তথা চামড়া গুদাম জুম্মা মসজিদের ইমাম সফিকুল ইসলাম। মঙ্গলবার সকাল ১২৩০ নাগাদ রামপুরহাট চামড়া গুদাম জুম্মা মসজিদে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। সেখান রামপুরহাট মহকুমা ইমাম ও মসজিদ সমন্বয় কমিটি এবং রামপুরহাট ইমাম ও মুয়াজ্জিন ওয়েল ফেয়ার সমিতি সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন আসন্ন কুরবানীর পশু হালাল নিয়ে সরকারের পক্ষ হতে জারি করা বিজ্ঞপ্তি, মসজিদের মাইকের শব্দ নিয়ন্ত্রণ, রাস্তা অবরোধ করে কোনো ধরনের ধর্মীয় আচরণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে কমিটির পক্ষে একটি সুস্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়। এদিন ইমাম সাহেব সফিকুল ইসলাম বলেন, গরুকে জাতীয় পশু ঘোষণা করুক কেন্দ্র সরকার। সেটাতে দেরি হলে গরুকে রাজ্যসরকার রাজ্যপশু ঘোষণা করুক। সেটা হলে, গরুকে কেউ হত্যা করবে না। এরপর তিনি বলেন, বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আন্দোলন শুরু হয়েছে। এরফলে সরকার বাহাদুর যদি ১৯৫০ সালের ১২ নম্বর ক্লজের এই আইন শিথিল করে এবার ছাড় ও দেন। আমরা সেটা গ্রহণ করবো না। সেক্ষেত্রে দেশের আইন সভায় আইনসিদ্ধ করেই আমাদের গরু মহিষ কুরবানীর অনুমতি দিতে হবে। নচেৎ নয়। অতীতেও আমরা বিভিন্ন জটিল সময়ে দেশের আইনকে শিরোধার্য করে চলেছি। আমরা ভারতবাসী হিসেবে ১৯৫০ সালের আইন মেনে চলবো। আইনে বলা আছে যে, অন্যতম পশু হিসেবে ১৪ বছর বয়স্ক গরু মহিষ বা অকেজো গরু ও মহিষ কুরবানী দেওয়া যাবে। সেটাতে আমাদের ধর্মীয় কারণে অসুবিধা আছে। কিন্তু আইন মান্যকারী নাগরিক হিসেবে আমি সকল ইসলামিক উম্মাহদের বলবো যে আমরা গরু ও মহিষ খাবো না। কুরবানী অবশ্যই করবো। সেক্ষেত্রে ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, উট যে যা পারবে, সেটা করবে। পাশাপাশি, মাইকের আযান ৬৫ ডেসিবেলে সীমাবদ্ধ রাখ তে বলা হয়েছে। সব কিছুই আইন মেনে চলবো। শুধু বলবো, এই আইন মানার ক্ষেত্রে যেন বৈষম্য না করা হয়। সবাইকে যেন আমাদের মতোই বুঝিয়ে আইন মানতে বাধ্য করা হয়। ওইমাময়াকফ বোর্ড প্রদত্ত মোয়াজ্জেম ভাতা প্রসঙ্গে আদালতে যাবেন বলে তাঁরা জানান। অন্যদিকে, নিজেদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে রামপুরহাট মহকুমা শাসকের দফতরে শান্তিপূর্ণভাবে কোন বিক্ষোভ সমাবেশ ছাড়াই একটা স্মারক লিপি জমা দেবেন। তাঁরা আশা করেন, সংখ্যা লঘু এন সি এম ও সংখ্যা লঘু কমিশন আছে। পাশাপাশি, দেশে ও রাজ্যে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব আছে। তারা নিশ্চয়ই একটা স্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দাবি, অভাব অভিযোগের কথা শুনবেন।

মিড ডে মিলে অনিয়ম, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর, ১৯ মে ঃ এবার মিড ডে মিলে অনিয়মের অভিযোগে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ গ্রাম বাসীদের বারুইপুরে। মিড ডে মিলে বরাদ্দ খাবার ঠিক মতো না দেওয়ার অভিযোগ। আর এরই প্রতিবাদে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ঝুলিয়ে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের একাংশের। মঙ্গলবার সকালে বারুইপুরের সাউথ গড়িয়া গ্রামের ওরঞ্চ প্রাইমারি স্কুল সংলগ্ন অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের ঘটনা। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরেই শিশুদের মিডডে মিল ঠিক মতো দেওয়া হয় না। সেই কারণেই এ দিন বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বারুইপুর থানার পুলিশ। তারাই গ্রাম বাসীদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।স্থানীয়দের অভিযোগ, কয়েক মাস আগে শান্তি কুন্ডু নামে এক মহিলা ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দায়িত্বে আসেন। তিনি নিয়ম মেনে খাবার পরিবেশনের উদ্যোগ নেন। কিন্তু হেল্পার তথা রান্নার দায়িত্বে থাকা রেবা নস্কর সেই কাজে বাধাদিতে থাকেন বলে অভিযোগ। গ্রাম বাসীদের দাবি, রেবা নস্কর তৃণমূলের সক্রীয় কর্মী ছিলেন। গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ, আগে যিনি ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন, তিনি অনিয়মে মদত দিতেন। বর্তমানে যিনি দায়িত্বে রয়েছেন তিনি অনিয়মের প্রতিবাদ করায় সমস্যা বাড়ে। অভিযোগ, ইচ্ছাকৃত ভাবে শিশুদের খাবার পরিবেশন বন্ধ রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের একাংশ রান্নার দায়িত্বে থাকা মহিলার পরিবর্তন চেয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, শিশুদের খাবার নিয়ে কোন ও রকম অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না। যদিও এই ঘটনায় প্রশাসনের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি।

‘গরুর পিঠে হাত বোলালেই কমবে রক্তচাপ’, ফের বিতর্কে দিলীপ ঘোষের মন্তব্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ মে ঃ কলকাতা বিতর্ক যেন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কখনও বিরোধীদের উদ্দেশে কড়া মন্তব্য, কখনও আবার গোমাতা নিয়ে বিস্ফোরক দাবি; বারবার শিরোনামে উঠে এসেছেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। বিজেপির রাজ্য সভাপতি থাকাকালীন তাঁর একাধিক মন্তব্য ঘিরে যেমন রাজনৈতিক চাপান উতোর তৈরি হয়েছিল, তেমনই মন্ত্রী হওয়ার পরেও সেই ধারা যে বদলায়নি, তা ফের একবার স্পষ্ট হল তাঁর সাম্প্রতিক মন্তব্যে। এবার গরুর উপকারিতা নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দাবি করলেন, গরুর পিঠে হাত বোলালে রক্তচাপ কমে যেতে পারে। মঙ্গলবার কাঁকুড়গাছিতে এক চা-চক্র অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত, প্রাণীসম্পদ ও কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে গোমাতার নানা উপকারিতার কথা তুলে ধরেন তিনি। মন্ত্রীর দাবি, ত্গারুকে আদর করলে ব্লাড প্রেসার কমে যেতে পারে।দ শুধু তাই নয়, তিনি আরও বলেন, ‘গরুর গলকম্বল বা পিঠের কুঁজে হাত বোলালে রক্তচাপ দ্রুত নেমে আসে।’ তাঁর এই মন্তব্য সামনে আসতেই নতুন করে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। দিলীপ ঘোষের এই বক্তব্য অবশ্য সম্পূর্ণ নতুন নয়। এর আগে উত্তর প্রদেশের এক মন্ত্রীও প্রায় একই দাবি করেছিলেন। দু’বছর আগে কানহা গৌশালার উদ্বো দ্বাধনী অনুষ্ঠানে গিয়ে উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী সঞ্জয় সিং গাঙ্গওয়ার বলেছিলেন, ত্দিনে দু’বার নিয়মিত গরুর পিঠে হাত বোলালে রক্তচাপ কমে।দএমনকী মাত্র ১০ দিনের মধ্যেই ওষুধের মাত্রা কমে যেতে পারে বলেও দাবি করেছিলেন তিনি। এবার কার্যত সেই একই সুর শোনা গেল দিলীপ ঘোষের গলায়। প্রসঙ্গত, অতীতেও গোমাতা নিয়ে তাঁর একাধিক মন্তব্য ঘিরে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ২০১৯ সালে তিনি দাবি করেছিলেন, দেশি গরুর দুধে সোনা থাকে। করোনাকালে গোমূত্র রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে বলেও মন্তব্য করেছিলেন তিনি। সেই সমস্ত মন্তব্য নিয়ে রাজনৈতিক বিরোধীদের তীব্র কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। তবে এবারও নিজের অবস্থান থেকে একচুলও সরলেন না দিলীপ ঘোষ। তাঁর নতুন মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চর্চা।

পালাবদলের পর সন্দেশখালিতে পুলিশের বড় অভিযান, গ্রেপ্তার শাহজাহান ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর চব্বিশ পরগনা, ১৯ মে ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর ফের শিরোনামে উঠে এল সন্দেশখালি। একসময় রেশন দুর্নীতি, জমি দখল এবং মহিলাদের উপর নির্যাতনের অভিযোগে উত্তাল হয়েছিল এই এলাকা। ২০২৪ সালে রেশন দুর্নীতি মামলায় সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানের নাম সামনে আসার পর থেকেই একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য উঠে এসেছিল তদন্তে। সেই সময় সিবিআই ও অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থার নজরে এসেছিল একাধিক প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার নাম। এবার সেই শাহজাহান ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত সন্দেশখালি ব্লক তৃণমূলের সহ-সভাপতি শ্রীদাম হাওলিকে গ্রেপ্তার করল সন্দেশখালি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৫ সালে বেআইন্ন নিভাবে জমি দখলকে কেন্দ্র করে শ্রীদাম হাওলির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। অভিযোগ ছিল, জমি দখলকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এবং মারধরের ঘটনাও ঘটে। সেই ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে আইনি মামলাও হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন কেটে গেলেও তাঁকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের প্রবল প্রভাবের কারণেই তাঁর ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারেনি পুলিশ প্রশাসন। অবশেষে সরকারের পালাবদলের পর সোমবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অন্যদিকে উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর থেকেও এক তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত নারায়ণ কর স্বরূপনগরের পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতা হিসেবে পরিচিত। অভিযোগ, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী হিংসার ঘটনায় তাঁর নাম জড়িয়েছিল। এতদিন সেই মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি বলেই অভিযোগ বিরোধীদের। রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর পুলিশ প্রশাসনকে আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। জেলার পর জেলা জুড়ে পুরনো অভিযোগ ও বকেয়া মামলাগুলিতে নতুন করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সেই আবহেই সন্দেশখালি ও স্বরূপনগরের এই দুই গ্রেপ্তারি ঘিরে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজ্য রাজনীতি।

ফলতা পুনর্নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুজনের কটাক্ষে তীব্র বিতর্ক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ মে ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে আগামী বৃহস্পতিবার পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তার আগে মঙ্গলবার শেষ হয়েছে নির্বাচনী প্রচার। শেষ মুহূর্তের এই রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে বিজেপি এবং বাম শিবিরকে বিভিন্ন এলাকায় সক্রিয়ভাবে প্রচারে নামতে দেখা গেলেও কার্যত তৃণমূলের প্রচার ময়দানে দৃশ্যমান উপস্থিতি খুবই সীমিত বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি। পুনর্নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই তাঁকে প্রকাশ্যে কোনও নির্বাচনী প্রচারে দেখা যায়নি, এমনকি সামাজিক মাধ্যমেও ফলতা নিয়ে তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া বা পোস্ট না থাকায় শুরু হয়েছে নানা জল্পনা। ফলতা কেন্দ্রটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত হওয়ায় রাজনৈতিকভাবে এই অঞ্চলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব দীর্ঘদিন ধরেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। গত লোকসভা নির্বাচনে বিপুল ব্যবধানে, প্রায় আট লক্ষ ভোটে জয়ী হয়ে তিনি রাজ্য রাজনীতিতে নিজের শক্ত অবস্থান আরও দৃঢ় করেছিলেন। সেই সময় থেকেই ‘ডায়মন্ড হারবার মডেল’ রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে এবং জেলা স্তরে তৃণমূলের সংগঠনেও তাঁর ভূমিকা নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক নির্বাচনী ফলাফলের পর রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের অবস্থান দুর্বল হয়েছে বলে বিরোধী শিবিরের দাবি, আর সেই প্রেক্ষাপটে ফলতার পুনর্নির্বাচনকে ঘিরে তৃণমূলের নীরবতা নতুন করে প্রশ্ন তুলছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিকে কেন্দ্র করে কটাক্ষ করেছেন। তাঁর বক্তব্যে তিনি অভিযোগ করেন যে, এত বড় ভোটে জয়ী একজন সাংসদকে পুনর্নির্বাচনের প্রচারে দেখা যাচ্ছে না এবং তিনি কার্যত আড়ালে রয়েছেন। সুজন তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘৮ লাখে জিতে পিসির বাড়িতে আশ্রয়’, যা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিরোধী শিবিরের দাবি, ফলতার মতো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে যখন বিজেপি ও বাম প্রার্থীরা সক্রিয়ভাবে প্রচারে ব্যস্ত, তখন শাসকদলের শীর্ষ নেতার অনুপস্থিতি রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যদিকে, এই নির্বাচনী আবহে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায় মঙ্গলবার। ফলতা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে পরিচিত ‘বাহুবলি’ জাহাঙ্গির খান এক সাংবাদিক বৈঠকে আচমকাই নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা করেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং জানান যে তিনি আর ভোটের ময়দানে থাকছেন না। রাজনৈতিক সূত্রের দাবি, এর কয়েকদিন আগেই ফলতায় একটি সভা থেকে তাঁর নির্বাচনী দায়িত্ব নিজের হাতে নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ফলে জাহাঙ্গির খানের এই আকস্মিক সরে দাঁড়ানোকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোড়ন তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে ফলতার পুনর্নির্বাচন ঘিরে একদিকে যেমন প্রচার ঘিরে রাজনৈতিক শূন্যতা এবং নেতৃত্বের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, অন্যদিকে বিরোধীদের আক্রমণ ও কটাক্ষে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে। শেষ মুহূর্তে এই কেন্দ্রের রাজনৈতিক সমীকরণ কোন দিকে মোড় নেয়, তা নিয়ে নজর রয়েছে রাজ্য রাজনীতির প্রতিটি শিবিরের।

হাসপাতালে আচমকাই পরিদর্শন বিধায়কের, সমস্যার পাহাড় দ্রুত সমাধানের আশ্বাস নবদ্বীপের বিধায়কের

দুরন্তবার্তা, ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ১৯ মে ঃ নদিয়ার নবদ্বীপ ব্লকের মহেশগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে আচমকা পরিদর্শনে গিয়ে কার্যত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল দশার চিত্র তুলে ধরলেন নবদ্বীপের বিধায়ক শ্রুতি শেখর গোস্বামী। মঙ্গলবার দুপুরে বিধায়কের এই আকস্মিক সফর ঘিরে হাসপাতাল চত্বরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ থাকলেও, এবার সরেজমিনে সেই সমস্যার বাস্তব চিত্র উঠে এল বিধায়কের নজরে। নির্বাচনের আগে গঙ্গার এপার-ওপারের কোনও এলাকাকে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। বিধায়ক হওয়ার পর সেই প্রতিশ্রুতিরই বাস্তব প্রতিফলন দেখা গেল এই হাসপাতাল পরিদর্শনে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছে হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন তিনি। চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং রোগীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে পরিষেবার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ নেন। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকেও একাধিক অভিযোগ ও সমস্যার কথা শোনেন বিধায়ক। পরিদর্শনের পর উঠে আসে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। হাসপাতালের ভবনের অবস্থা অত্যন্ত জরাজীর্ণ বলে জানান বিধায়ক। কোথাও ভাঙা দেওয়াল, কোথাও অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো; সব মিলিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বর্তমান অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে উঠে এসেছে জেনারেটরের অভাব। বিদ্যুৎ চলে গেলে রোগী পরিষেবা কার্যত থমকে যায় বলে অভিযোগ। গরমের মধ্যে রোগী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে প্রতিদিন। এছাড়াও হাসপাতাল ঘিরে নেই কোনও বাউন্ডারি ওয়াল। ফলে রাতের অন্ধকারে অসামাজিক কার্যকলাপ ও দুষ্কৃতীদের আনাগোনা বাড়ছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন রোগী থেকে শুরু করে হাসপাতালের কর্মীরাও। হাসপাতাল চত্বরে পর্যাপ্ত আলো না থাকা এবং নিরাপত্তার ঘাটতি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন বহু মানুষ। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেই পর্যাপ্ত আউটডোর পরিষেবার জায়গা, নেই আধুনিক জরুরি বিভাগের পরিকাঠামো। এমনকি অপারেশন থিয়েটারের সুবিধাও কার্যকর নয় বলে অভিযোগ। ফলে বহু রোগীকেই বাধ্য হয়ে দূরের হাসপাতালে ছুটতে হচ্ছে। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যাগুলি প্রশাসনের নজরে আনা হলেও কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। এদিন বিধায়ক শ্রুতি শেখর গোস্বামী বলেন, ত্হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তর ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দ্রুত আলোচনা করা হবে। এলাকার মানুষ যাতে উন্নত ও আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পান, তার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হবে।দ বিধায়কের এই সরেজমিন পরিদর্শনের পর নতুন করে আশার আলো দেখছেন মহেশগঞ্জ ও আশপাশ এলাকার বাসিন্দারা। উল্লেখ্য, মহেশগঞ্জ, স্বরূপগঞ্জ-সহ একাধিক পঞ্চায়েত এলাকার কয়েক হাজার মানুষ এই হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল। দীর্ঘদিনের অব্যবস্থা ও পরিকাঠামোগত সমস্যার জেরে ক্ষোভ বাড়লেও, এবার দ্রুত সমাধানের আশ্বাসে কিছুটা স্বস্তিতে এলাকাবাসী।

কুলতলিতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার দুই কুখ্যাত সমাজ বিরোধী

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ১৯ মে ঃ ভোটের ফলাফল বার হবার পর থেকে বদলে গেছে রাজ্যের চিত্র। ১৫ বছরের তৃনমূল কংগ্রেসের শাসন কাল কাটিয়ে বাংলায় এখন বিজেপির ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের রাজ্য শাসন করছে শুভেন্দু অধিকারী। আর বিজেপি ক্ষমতায় এসে পুলিশ প্রশাসনকে দলদাস মুক্ত করে তাদের কাজ তাদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আর এর পরেই পুলিশের তৎপরতায় একের পর এক জায়গায় তৃনমূল ঘনিষ্ঠ সমাজ বিরোধীদের গ্রেফতার করছে পুলিশ। আর এবার আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে কুলতলিথেকে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকেউদ্ধার হয়েছে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ। মঙ্গলবার ধৃতদের বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কুলতলি থানার মেরিগঞ্জ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা জাকির লস্কর স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রীয় কর্মী হিসেবে পরিচিত। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার দুপুরে তার বাড়িতে প্রথমে হানা দেয় কুলতলি থানার পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের পর তার কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়।এরপরই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্যদিকে, কুলতলি থানার ১৩ নম্বর রাধাবল্লভপুর এলাকার বাসিন্দা জাহাঙ্গীর খানের কাছ থেকেও উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ। পুলিশের দাবি, জাহাঙ্গীর এলাকার কুখ্যাত সমাজ বিরোধী। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে তার বাড়িতে ও অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদের সময় একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয় তার কাছ থেকে। তাকেও মঙ্গলবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে কুলতলি থানার পুলিশ। তাদের সাথে আর কে কে ছিলো, আর কোথায় কোথায় আগ্নেয়াস্ত্র আছে, কোথায় কোথায় তারা কিভাবে অপরেশন করতো সব কিছু জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। আর পুলিশের তৎপরতায় এই কাজ এখন ধারাবাহিক হবে। এলাকাকে সমাজ বিরোধী মুক্ত করাই এখন চ্যালেঞ্জ পুলিশের।

সল্টলেকে গেস্ট হাউসে তরুণীর রহস্যমৃত্যু, চাঞ্চল্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ মে ঃ সল্টলেকের একটি গেস্ট হাউসে তরুণীর রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, গেস্ট হাউস চত্বরে থাকা একটি আমগাছ থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উঠেছে গুরুতর অভিযোগও। মৃত তরুণীর পরিবারের দাবি, তাঁকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে এবং ঘটনাটিকে দুর্ঘটনার আড়ালে ঢাকার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ এবং ঘটনার তদন্তে এক মহিলা-সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে ওই তরুণী তাঁর এক বান্ধবী এবং দুই যুবকের সঙ্গে একটি অ্যাপ-ক্যাবের মাধ্যমে সল্টলেকের ওই গেস্ট হাউসে যান। সেখানে কিছু সময় কাটানোর পরই ঘটে যায় এই অস্বাভাবিক মৃত্যু। গেস্ট হাউসের ভেতরেই একটি বড় আমগাছ রয়েছে, এবং মৃতার সঙ্গে থাকা সঙ্গীদের দাবি অনুযায়ী, গভীর রাতে তরুণী সেই গাছে ওঠেন আম পাড়ার উদ্দেশ্যে। সেই সময় অসাবধানতাবশত তিনি নিচে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হন বলে দাবি করা হয়েছে। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎস্ক সকেরা মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার খ বর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। একই সঙ্গে সল্টলেক বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা শুরু করে। প্রাথমিক তদন্তে মৃতার সঙ্গে থাকা দুই যুবক ও এক মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। তবে আমগাছে উঠে পড়ে যাওয়ার তত্ত্ব মানতে নারাজ মৃতার পরিবার। তাঁদের অভিযোগ, মেয়েকে পরিকল্পিতভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং পরে গেস্ট হাউসের উপর থেকে ফেলে দিয়ে খুন করা হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে বিধাননগর উত্তর থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে।

ভয়ঙ্কর গরমের হাত থেকে রেহাই নেই ১৬৮ ঘণ্টা!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ মে ঃ বাতাসে যেন আগুনের হলকা। তীব্র দাবদহে পুড়ছে বাংলা। আর এই দাবদহের হাত থেকে এখনই রক্ষা নেই। সাফ জানিয়ে দিল আবহাওয়া দফতর। আগামী এক সপ্তাহ দক্ষিণবঙ্গে গরম এবং অস্বস্তিকর পরিবেশ বজায় থাকছেই। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হলেও তাতে তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন হবে না বলেই মত হাওয়া অফিসের। সোমবারই ৪৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যায় পানাগড়ের পারদ। ৪১.৭ ডিগ্রিতে চলে যায় কলাইকুণ্ডা-ব্যারাকপুরের গরম। বাঁকুড়ার তাপমাত্রা পৌঁছে যায় ৪১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। মঙ্গলবার ও বুধবার দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তাতে আংশিকভাবে তাপমাত্রার পারাপতন দেখা গেলেও তাতে দাবদহে খুব একটা হেরফের হবে না। তবে তুলনামূলকভাবে ঝড়-বৃষ্টির বেশি সম্ভাবনা রয়েছে নদিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরে। বাদবাকি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২০ তারিখের পরেও দক্ষিণবঙ্গে স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চার হতে পারে। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বিশেষ করে বীরভূম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং দুই বর্ধমানে। তবে এই বৃষ্টিতেও তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ৩৯ থেকে ৪০ ডিগ্রির আশেপাশে থাকার সম্ভবনা রয়েছে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আগামী সাতদিন তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে। আগামী সাতদিনের মধ্যে দু’দিন বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা এবং কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। অন্যদিকে বিগত কয়েকদিন উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হলেও ২০ তারিখ থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে কিছু জেলায়। বৃষ্টি বাড়তে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে। বাকি জেলাতে হতে পারে বিক্ষিপ্তভাবে।

কেরলের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের পর এক প্রবীণ মহিলার সঙ্গে আন্তরিক মুহূর্তে নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী ভি. ডি. সতীশান, লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। তিরুবনন্তপুরমে ধরা পড়ল মানবিকতার এক সুন্দর ছবি।

তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়িতে ‘মধুচক্রে’র অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর চব্বিশ পরগনা, ১৯ মে ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয় ফের চাঞ্চল্যকর অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর শোরগোল। ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক অভিযোগে নাম জড়াচ্ছে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের। কোথাও তোলাবাজি, কোথাও হুমকি কিংবা দখলদারির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন একাধিক নেতা। এবার খোদ এক তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে উঠল বাড়িতে মধুচক্র চালানোর গুরুতর অভিযোগ। ঘটনাকে ঘিরে মঙ্গলবার উত্তেজনা ছড়ায় বনগাঁ থানার কালোপুর এলাকায়। অভিযুক্তের নাম সুকুমার রায়। তিনি বনগাঁ পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর। স্থানীয়দের অভিযোগ, কালোপুরে তাঁর একটি বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরেই অসামাজিক কাজকর্ম চলত। দিনের পাশাপাশি রাতের অন্ধকারেও ওই বাড়িতে বিভিন্ন মহিলার যাতায়াত ছিল নিয়মিত। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, ভয় ও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে এতদিন কেউ মুখ খুলতে সাহস পাননি। যদিও পরিস্থিতির পরিবর্তনের পর ক্ষোভ জমতে শুরু করে স্থানীয়দের মধ্যে। এলাকার এক মহিলা অভিযোগ করেন, মঙ্গলবারও কয়েকজন মহিলাকে ওই বাড়িতে ঢুকতে দেখেন তাঁরা। এরপরেই সন্দেহ আরওঘনীভূতহয়।ক্ষুব্ধএলাকাবাসীআচমকাইবাড়িটিঘিরেফেলেন।অভিযোগ,সেখানেহাতেনাতেধরাপড়েনকাউন্সিলর।পরিস্থিতিক্রমশনিয়ন্ত্রণেরবাইরেচলেযাওয়ায় খবর দেওয়া হয় পুলিশে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বনগাঁ থানার পুলিশ। অভিযুক্ত কাউন্সিলরকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। আটক করা হয়েছে কয়েকজন মহিলাকেও। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একাধিক মদের বোতল ও কিছু আপত্তিকর সামগ্রী। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সুকুমার রায়। তাঁর দাবি, বাড়ি ভাড়া নেওয়ার বিষয়ে কথা বলতে কয়েকজন মহিলা এসেছিলেন। মধুচক্র চালানোর অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলেই দাবি তাঁর।

নকল ওষুধ ও অনলাইন বিক্রির প্রতিবাদে ১২ ঘণ্টার ধর্মঘট!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া, ১৯ মে ঃ নকল ওষুধের বাড়বাড়ন্ত, বিল ছাড়া ওষুধ বিক্রি এবং অনলাইনে ওষুধ কেনাবেচার বিরুদ্ধে সরব হয়ে ১২ ঘণ্টার ধর্মঘটের ডাক দিল বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের ঘোষণা অনুযায়ী মঙ্গলবার রাত ১২টা থেকে বুধবার বেলা ১২টা পর্যন্ত রাজ্যের সিংহভাগ ওষুধের দোকান বন্ধ থাকবে। এই ধর্মঘটের প্রভাব পড়তে চলেছে নদীয়া জেলার বিভিন্ন এলাকাতেও। সংগঠন সূত্রে খবর, নদীয়ার নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, শান্তিপুর, চাকদহ-সহ একাধিক এলাকায় অধিকাংশ ওষুধের দোকান ধর্মঘটে সামিল হবে। বিশেষ করে নবদ্বীপে সংগঠনের প্রায় ২০৭ জন সদস্যের মধ্যে অধিকাংশই দোকান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জরুরি পরিষেবার কথা মাথায় রেখে মাত্র কয়েকটি দোকান খোলা রাখা হবে বলে জানা গিয়েছে। বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের দাবি, বাজারে নকল ও ভেজাল ওষুধের সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে। সাধারণ মানুষ অনেক সময় না বুঝেই সেইসব ওষুধ কিনছেন ও ব্যবহার করছেন। এর ফলে গুরুতর শারীরিক সমস্যা থেকে প্রাণহানির আশঙ্কাও তৈরি হচ্ছে বলে দাবি সংগঠনের। শুধু তাই নয়, ওষুধ কেনার সময় বহু দোকানে এখনও বৈধ বিল দেওয়া হয় না বলেও অভিযোগ উঠেছে। সংগঠনের বক্তব্য, বিল ছাড়া ওষুধ বিক্রির সুযোগেই নকল ও নিম্নমানের ওষুধ বাজারে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই প্রতিটি ওষুধ বিক্রির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে বিল দেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে অনলাইনে ওষুধ বিক্রির বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সংগঠন। তাদের দাবি, বিভিন্ন ই-কমার্স ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ওষুধ বিক্রির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারির অভাব রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই ওষুধের গুণমান, সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সংগঠনের হুঁশিয়ারি, দ্রুত দাবিগুলি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামা হবে। যদিও সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমাতেই কিছু জরুরি পরিষেবা সচল রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে।

পুরসভাগুলিতে ফের প্রশাসক নিয়োগ, রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তি জারি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ মে ঃ কলকাতা, ১৯মে পুরভোটের অনিশ্চয়তা কাটেনি এখনও। তার মাঝেই রাজ্যের চারটি পুরসভায় ফের প্রশাসক নিয়োগ করল রাজ্য সরকার। পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের তরফে জারি হওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কয়েকটি পুর এলাকার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মহকুমাশাসকদের হাতে তুলে দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। নবান্ন সূত্রের খবর, নতুন বোর্ড গঠন না হওয়া পর্যন্ত কিংবা পরবর্তী নির্দেশ জারি না হওয়া অবধি এই প্রশাসকরাই সংশ্লিষ্ট পুরসভাগুলির সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন, ১৯৯৩,এর ১৪ নম্বর ধারার উপধারা (৪) অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, কার্শিয়াং পুরসভার প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পাচ্ছেন কার্শিয়াংয়ের মহকুমাশাসক। একইভাবে মিরিক নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মিরিকের এসডিওকে। কালিম্পং পুরসভার প্রশাসক হচ্ছেন কালিম্পংয়ের মহকুমাশাসক এবং বুনিয়াদপুর পুরসভার দায়িত্বে থাকবেন গঙ্গারামপুরের মহকুমাশাসক। প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরেই একাধিক পুরসভায় নির্বাচিত বোর্ডের পরিবর্তে প্রশাসক নিয়োগ করে কাজ চালানো হচ্ছে। বিরোধীদের অভিযোগ, পুরভোট এড়াতেই প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে দীর্ঘায়িত করছে রাজ্য। যদিও রাজ্য সরকারের দাবি, প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশিকা জারি হওয়ার পর রাজনৈতিক মহলে নতুন করে পুরভোট নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। বিশেষত পাহাড় এবং উত্তরবঙ্গের পুর এলাকাগুলিতে প্রশাসনিক রদবদলকে ঘিরে রাজনৈতিক তাৎপর্য খুঁজতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহল।

ব্রিটেনে ভারতীয় বংশোদ্ভূত সর্বকনিষ্ঠ মেয়র তুষার কুমার

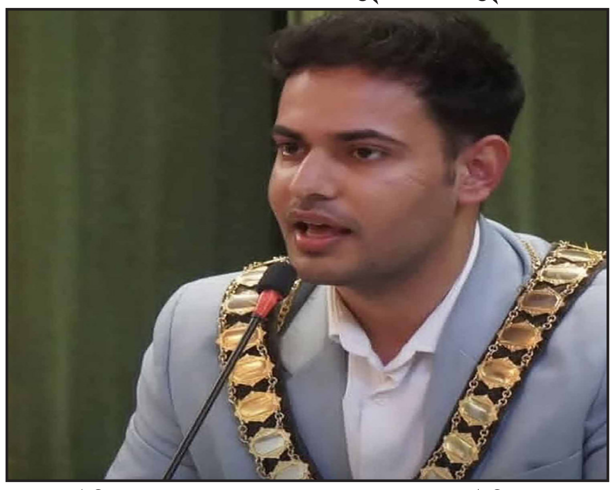

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ মে ঃ মাত্র ২৩ বছর বয়সে ইতিহাস গড়লেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত তুষার কুমার। যুক্তরাজ্যের এলস্ট্রি ও বোরহ্যামউড শহরের নতুন মেয়র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তিনি। গত ১৩ মে অনুষ্ঠিত ‘মেয়র মেকিং সেরিমনি’-তে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়। কিংস কলেজ লন্ডন থেকে পলিটিক্যাল সায়েন্সে স্নাতক তুষার কুমার এর আগে ডেপুটি মেয়রের দায়িত্ব সামলেছেন। মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি সকলের সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি সমাজের মানুষের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করা, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে সহায়তা করা এবং তরুণ প্রজন্মকে জনসেবায় অংশ নিতে উৎসাহিত করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। আগামী নাগরিক বর্ষের জন্য ডেপুটি মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন লিন্ডা স্মিথ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৬৮ সংখ্যা, বুধবার , ৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

শিল্পী অমিতা সেন

রবীন্দ্র সংগীতের অনন্য শিল্পী অমিতা সেন (খুকু)। অমিতা সেন ১৯৩০-এর দশকে শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর দেওয়া খুকু ডাকনামে সুপরিচিত রবীন্দ্র সংগীতের অনন্য শিল্পী ছিলেন। কন্যাসম সম্পর্কে ‘খুকু’ অত্যন্ত স্নেহধন্যা ছিলেন কবিগুরুর। অমিতা’র সুললিত ও ওজস্বিনী কণ্ঠের কুশলতায় মুগ্ধ ছিলেন কবি। অবিশ্বাস্য সঙ্গীত জীবনের অধিকারিণী ‘খুকু’ অমিতা’কে ঘিরেই কবি লেখেন; ‘আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ, সুরের বাঁধনে’ গানটি’। অমিতা সেনের জন্ম ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মে ব্রিটিশ ভারতের অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা-বিক্রমপুরের আউটসাহী গ্রামে। তার পিতা ক্ষিতীশচন্দ্র সেন ছিলেন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক এবং মাতা সুহাসিনী দেবী ছিলেন সুশিক্ষিতা ও সুগায়িকা। অমিতার গায়ের রঙ কালো হলেও মুখশ্রী ছিল সুন্দর। সুললিত কণ্ঠের অধিকারিণী পড়াশোনাতেও ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। চার বৎসর বয়সেই অন্যের পড়াশুনা দেখে ও শুনে তিনি নিজের চেষ্টায় শিখে ফেলেন। অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধী যখন প্রথম কারারুদ্ধ হন, ছয়-সাত বৎসর বয়ক্রমের অমিতা মহাত্মা গান্ধীর ত্যাগ, দেশভক্তি নিয়ে প্রশংসাসূচক গান রচনা করে নিজের সুরে গেয়েছেন; ধীর, স্থির, দেশহিতব্রতী স্বাধীনচেতা ওহে গান্ধী বীর পাটনার বাঁকিপুরের ‘রামমোহন রায় সেমিনারি’র ময়দানে। অমিতা’র পিসিমা হেমবালা সেন ছিলেন শান্তিনিকেতনে মেয়েদের হস্টেলের অধ্যক্ষা। তিনি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তার দুই নাবালিকা ভাইঝি অমিতা আর ললিতা’কে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। তখন অমিতা’র বয়স ছিল নয় বৎসর। রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের অত্যন্ত কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন বালিকা অমিতা। তার সুমিষ্ট দরদী কণ্ঠস্বর, সুরের দখল আর অনুভূতিপূর্ণ গায়কী তাকে বিশিষ্টতা দিয়েছিল। দিনেন্দ্রনাথ অমিতাকে এতটা স্নেহ করতেন যে, সঙ্গীতের ক্লাশে একদিন না এলে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। কন্যাসম গভীর স্নেহ-স্পর্শ তো ছিলই রবীন্দ্রনাথের। অমিতা শান্তিনিকেতন থেকে ব্যক্তিগত পরীক্ষার্থী হিসাবে বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের আই এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে আশি শতাংশ নম্বর ও বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর পান এবং নগেন্দ্র স্বর্ণপদক লাভ করেন। পরে কলকাতার সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে সর্বোচ্চ নম্বর নিয়ে প্রথম বিভাগের স্নাতক হন এবং ‘বেস্ট লেডি গ্র্যাজুয়েট’ হয়ে ‘পদ্মাবতী স্বর্ণপদক’ পান। স্নাতক হওয়ার পর আর্থিক কারণে বীণাপাণি পর্দা হাই স্কুলে শিক্ষকতা করতে থাকেন এবং পাশাপাশি সংস্কৃতে স্নাতকোত্তরের পড়াশোনা করেন। কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। জ্ঞানার্জন আর ডিগ্রি লাভের সঙ্গে অমিতার মনে সঙ্গীতের জন্য শান্তিনিকেতনের প্রতি আকর্ষণ ছিল। শান্তিনিকেতনের মাঠে ঘাটে সে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে খালি গলায় ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’ সহ বহু গান গেয়ে বেড়াত। রবীন্দ্রনাথের অনেক গানই প্রথম গলায় তুলে নেওয়ার জন্য ডাক পড়ত অমিতার। তার গায়কীতে অবিভূত কবি লেখেন বসন্ত ঋতুর এক গভীর অর্থপূর্ণ গান; ‘আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ, সুরের বাঁধনে’ রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন ‘খুকু’ শান্তিনিকেতনে সারা জীবন থেকে যাক। কেননা তার রচিত যত গান অমিতা কবির ও দিনেন্দ্রনাথের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছেন।

ধর্মীয় গোঁড়ামি

উনিশ শতকের শেষ দিক এবং বিশ শতকের প্রথম দিক বাংলার এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। উনিশ শতকের শেষ দিকে ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন বেশ প্রভাব বিস্তার করে। অন্যদিকে বিশ শতকের প্রথম দিকে ১৯০৫ সালে ঘটে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। একে রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থা তার উপর ধর্মীয় গোঁড়ামির সংকীর্ণতায় সামাজিক অবস্থাও একই ভাবে ভারাক্রান্ত হয়। এমনকি যে ব্রাহ্মসমাজ ছিল জাতপাতের বিভাজন মুক্ত এক সংকীর্ণতা বিরোধী আন্দোলন, সেখানেও উদারনৈতিক চিন্তা ভাবনার থেকে আচার অনুষ্ঠানের বেড়াজালই অন্যতম মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে। কট্টর হিন্দুত্ববাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্রাহ্মসমাজেও এই কট্টর আচারসর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এক পাল্লা উগ্র আবহাওয়ার জন্ম দেয়। ‘গোরা’ উপন্যাসে সেই আবহাওয়ার ছবি দেখা গেছে। জাতপাতের প্রাচীরে ঘেরা হিন্দুধর্মে সেসময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের একছত্র শাসন। ব্রাহ্মণ্যবাদের কট্টর নিয়মকানুন আচারের দিকটা গোরার প্রথম জীবনের দিকে ফুটে ওঠে। বিশেষ করে অস্পৃশ্যতার ধারণা রক্ষা করে চলা, ছোঁয়াছুঁয়ির হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা, নিজস্ব ধর্মভাবনায় নিজেকে আবদ্ধ রাখা, হিন্দুত্ববাদ এবং ভারতবর্ষকে এক ভাবা; উপন্যাসের প্রথম দিকে গোরার মধ্যে এগুলো দেখা গেছে। এমনকি বন্ধু বিনয়’কে তার নিজের মায়ের কাছে খাওয়াদাওয়া করতে নিষেধের মতো বিষয়গুলো লক্ষণীয়। গোরার মা আনন্দময়ী সেই সময়ে জাতপাতের ছোঁয়া থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন। গোরার পিতা জীবনের প্রথমদিকে এগুলো না মানলেও সেই সময়ে আচারনিষ্ঠ হয়ে পরিবারের মধ্যেও নিজেকে তিনি আলাদা করেছেন। অন্যদিকে গোরার মধ্যে ধর্মীয় ভাবনা চরমে। একই পরিবারের মধ্যে এই তিন চরিত্র তিন ধরনের ভাবনায় চলেছে। আবার অন্যদিকে ব্রাহ্ম পরেশ বাবুর চরিত্রটি অন্যরকম। সংস্কারের বেড়াজাল ডিঙিয়ে উদারনৈতিক ভাবনায় থাকা শান্ত স্বভাবের এই মানুষটিকে কী ভয়াবহ লড়াইই না করতে হয়েছে। নিজের ব্রাহ্মসমাজের শত অপমান, ক্রোধ উপেক্ষা করে গোরার বন্ধু বিনয়ের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন তিনি। মুসলমান সমাজ তো অনেক পরের কথা, ব্রাহ্মসমাজ এবং হিন্দু সমাজের ভেদাভেদ যে কী ভয়ংকর পর্যায়ে উঠেছিল, পরেশ বাবুর পরিবারের উপর ঘটা ঘটনাগুলো দেখলে বোঝা যায়। হিন্দুধর্মে বাইরে থেকে প্রবেশের পথ নেই। একমাত্র জন্মসূত্রে হিন্দুত্বের অধিকার পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বললেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে সুস্থ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দ থাকে। যে সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনওদিন কোথাও বিপদ হয় না। তিনি সব সময়ে বিজয়ের মুকুট পরে থাকেন। জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। সত্যের মধ্যে শক্তি নিহিত। যার কাছে সত্য রয়েছে তিনি সর্বশক্তির অধিকারী। তিনি সব সময়ে শক্তি ধারন করতে পারেন। মিথ্যাচারের কাছে কোনও শক্তি থাকে না।

সাধক রামপ্রসাদ

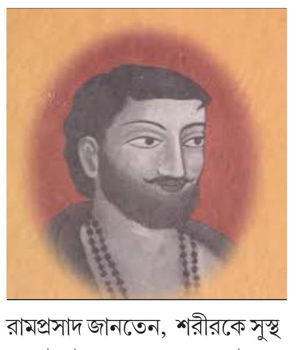

রামপ্রসাদ জানতেন, শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। যতদিন জীবন থাকতে ততদিন শক্তি ধরে থাকতে হবে। তার একটি মাত্র কারণ লড়াই করে বেঁচে থাকো।

পলাশি যুদ্ধের পরই বাংলায় নবজাগরণের হাওয়া

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতীয় পুরাণ, শাস্ত্র এবং মহাকাব্যগুলি নতুন দৃষ্টির আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করা হতে থাকলো। বাংলার কবি সাহিত্যেকেরা, ধর্মীয় নেতারা এই নতুন কর্মযজ্ঞে সামিল হলেন। প্রাচীন এবং মধ্য যুগের রীতিনীতি, ধর্ম এবং সাহিত্যকে বের করে নিয়ে আসতে সংগ্রাম করতে শুরু দিল নব্য শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়। সেই সংগ্রামে সামিল হলেন রাজা রামমোহন রায় এবং প্রিন্স দ্বরাকনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, ডেভিড হেয়ার সহ আরও

অনেকে। এদের সংগ্রামে দেবদেবী তুচ্ছ হয়ে গেল। প্রতিষ্ঠা পেল মানবতাবাদ এবং যুক্তিবাদ। মানবতাবাদকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল সেই সময়ে রামকৃষ্ণ এর মূল লক্ষ্য। রাজা রামমোহন রায় হিন্দু ধর্মের আধুনিক রূপকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করলেন। ব্রাহ্ম ধর্মকে অবলম্বন করেই বাংলার নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় নতুন যুগের ডাক দিলেন. বহু সংগ্রামের ফসল হচ্ছে হিন্দু মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার অধিকার অর্জন। ইংরেজ মিশনারীরা যখন ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইংরেজি স্কুল তৈরি করতে ব্যস্ত তখন বিদ্যাসাগর বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ওপরে জোর দিতে শুরু করেছেন।

জেলায় জেলায় বাংলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে শুরু করেছেন বিদ্যাসাগর। ঠিক সেই সময়েই মাইকেল বাংলায় আর্বিভূত হন। মাইকেল একেবারে বিপরীত দিকে পা চালাতে শুরু করে দিলেন। প্রাচ্য সভ্যতাকে ত্যাগ করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন। প্রাচীন ধর্মীয় খোলস থেকে বের হয়ে এসে নতুন ভাবে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তার জন্য তিনি বহু কষ্ট ভোগ করেছেন। রামায়ণের বহমান চিন্তার ধারাকে একেবারে নতুন দৃষ্টিকোন দিয়ে বিচার করলেন। ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্য রচনা করলেন। সেখানে তিনি দেখালেন যে রাম, রাবণ রাজা মহারাজ হয়েও প্রকৃত অর্থে তাঁরা কিন্তু বীর নন। প্রকৃত বীর এবং শক্তির আধার হলেন মেঘনাদ। তিনি শক্তিশালী ধনুধর। মহান রাম, রাবণ চরিত্র মাইকেলের মনে কোনও রেখাপাত করতে পারেনি। ‘মেঘনাদ’কেই তিনি রামায়ণের মহান বীর বলে উপস্থিত করলেন। প্রাচীন কাল থেকে রামায়ণ বা মহাভারতে এবং হিন্দু পুরাণ গ্রন্থে যে সব চরিত্রগুলি অবহেলিত হয়েছিল সেগুলিই মাইকেলের হাতে মহান হতে শুরু করলো। যুক্তি দিয়ে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের চরিত্রগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন। মাইকেল হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে সাহেব হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে সেই সময়ে হিন্দু বলে গ্রহণ করতে একেবারে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর গায়ে হিন্দুদের কোনও রক্ত প্রবাহিত হবে না বলে তিনি খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করে ঘাঁটি সাহেবে পরিণত হলেন। লিখে ফেলেন ‘ক্যাপটিভ লেডি’ মহাকাব্য। বাইরনের ‘দ্য লেডি অব স্যালোট’ মতো মহাকাব্য রচনা করলেন ইরেজি ভাষাতে। ইংরেজি প্রতিষ্ঠিত কবি বাইরনকে অতিক্রম করার প্রবল ইচ্ছা থেকেই তিনি ক্যাপটিভ লেডি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন যার পাঠককুল বাঙালি ছাড়া আর কোনও ইংরেজ ছিল না। ইংরেজরা কিন্তু মাইকেলকে ইংরেজ কবি বাইরনের আসনে বসায় নি। বিদেশে থাকাকালীনই মাইকেল তাঁর নিজস্ব কবি সত্ত্বা এবং নিজের অবস্থান দেখে তা অনুভব করতে পেরেছিলেন। হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে যে মাইকেল সাহেব ইংরেজি কবি হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন বিদেশে গিয়ে সেই মাইকেল আবার বাংলার কবি জগতে ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বিদ্যাসাগর এই সময়টার জন্যই অপেক্ষা কর ছিলেন। তিনি মাইকেল সাহায্য করলেন। বিদ্যাসাগর তখন মাতৃভাষায় শিক্ষা অন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন জোর কদমে।

ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা ভাষার চর্চার শ্রীবৃদ্ধির দিকে মনসংযোগ করতে শুরু করেছেন বিদ্যাসাগর। এবারে সেই আন্দোলনে সামীল হন মাইকেল। তিনি আবার বিদ্যাসাগরের নারী শিক্ষা আন্দোলনকে সমর্থন করে বীরাঙ্গনা কাব্য রচনা করলেন। বিদ্যাসাগরের নারী স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন দিলেন। বীরাঙ্গনা কাব্য এর পাশাপাশি লিখলেন ‘ব্রজাঙ্গনা কাব্য’। বিদ্যাসাগরে দেখানো পথ ধরে মাইকেল এবারে চলতে শুরু করলেন। ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’ প্রথম প্রকাশ অনুষ্ঠানে মাইকেল সম্বর্ধনা বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন না। তবুও বিদ্যাসাগর মাইকেল বন্ধুত্বের কোনও চিড় ধরে নি। মাইকেলের বন্ধু মহল তখন তৈরি হয়েছিল প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, গৌরদাস বসাক, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেশের তৎকালীন গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। কিন্তু এই সব বন্ধুরা তাঁর দুর্দিনের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। তাঁর একমাত্র বন্ধু গৌরদাস বসাক মাইকেলের পাশে ছিলেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মাইকেলের পরিচয় খুব বেশি হলে ছয় বছর মাত্র। দুই জনের সামাজিক ভিন্নতা থাকলেও কিন্তু নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হতে পেরেছিল। সেখানে কোনও স্বার্থ কাজ করেনি। শুধু বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন মাইকেল বাংলার চর্চায় বিশেষ মনোযোগী হোক। এই চাওয়াটা বিদ্যাসাগর নিজ স্বার্থে নয়, সমগ্র বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করতে চাওয়া। তিনি বাংলা ভাষা রত্ন ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে মাইকেলকে সহযোগিতা করেন। বাংলা ভাষার বৃহৎ স্বার্থের দিকে তাকিয়ে একের পর এক মাইকেলের আবদারকে নীরবে সহ্য করে নেন বিদ্যাসাগর। এখানেই বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের জয় হল বলা যেতে পারে। যে ঈশ্বরচন্দ্র ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র চর্চা করে ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি লাভ করেছিলেন সেই বিদ্যাসাগর ‘সীতার বনবাস’ বিধবা বিবাহ প্রচলন করে স্বাধীনতা তথা নারী মুক্তির কথাকে ব্যক্ত করলেন। আর মাইকেল ‘বীরঙ্গানা কাব্য’ এবং ‘ব্রজাঙ্গনা’ কাব্য রচনা করে প্রাচীন ভারতের নারী আত্মত্যাগকে স্বীকৃতি দিলেন। মাইকেল আধুনিক নাচক বাংলা ভাষায় সূচনা করলেন। মাইকেলের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। তিনি ‘নীলদর্পন’ নাটক লিখে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন।

বাংলার রেনেসাঁসের মূল তত্ত্বই ছিল প্রাচীনত্ব থেকে বের হয়ে নতুন পথ তৈরি করা। প্রাচীনত্বের খোলস থেকে বাংলাকে মুক্ত করে নতুন ভাবে তাকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা। বিলাতে শিল্প বিপ্লব হওয়ার ফলে কাচা মালের প্রয়োজনে উপনিবেশ স্থাপন করাটা জরুরী হয়ে পড়ে ইংরেজদের কাছে। ইংরেজদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইউরোপের ডাচ, পর্তুগিজ, ফরাসি দেশগুলি ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করার দিকে ঝুঁকতে থাকলো। ফরাসি, পর্তুগীজ, ডাচ এবং ইংরেজরা বহির্বিশ্বের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করাকে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে। তার ফলে ইউরোপীয় দেশগুলি ভারতের ওপরে প্রভাব বিস্তার সিদ্ধান্ত নিল। ভারতীয় সংস্কৃতি সঙ্গে ইউরোপীয় সংস্কৃতি মেলবন্ধন হতে থাকে। নতুন চেতনা শক্তি প্রসারিত হতে শুরু করলো বাংলায়। পাশ্চ্যত্য সংস্পর্শে বাংলায় নবজাগরণের পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকলো। বাংলা তখন প্রচলিত প্রাচীন সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছে। নবাবী আমল থেকে বের হয়ে এসে নতুন করে নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে। ঠিক সেই সময়ে বাংলার দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হয়েছে ইংরেজ শক্তি। বাংলা তাকেই আঁকড়ে ধরলো। তাকে অবলম্বন করেই বাংলা তখন জাগতে শুরু করেছে। ইংরেজ রাজশক্তি সেই চিত্রটা পরিস্কার করে ধরে ফেলেছে। বাংলার দুর্বল দিকটাকে বুঝতে সক্ষম হয়েছে। সেই দুর্বলকে অবলম্বন করেই ইংরেজ শক্তি বাংলায় প্রসার লাভ করতে থাকে। বাংলাকে রক্ষা করতে ইংরেজ সরকার তৎপর। তারা আগাম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল বাংলার হাত ধরে ভারত জয় করতে হবে। বাংলা তখন ইংরেজদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। মিশ্র সংস্কৃতির দেশ। তখন বাংলায় রাজনৈতিক চিন্তাটা শক্তিশালী ছিল না। ধর্ম তখন সারা বাংলাকে গ্রাস করে ফেলে রেখে দিয়েছে। একটি সময়ে সমাজে সতীদাহ প্রথা, বিধবা প্রথা এবং বহু বিবাহ প্রথা চালু ছিল। বহু বিবাহ এবং সতীদাহ প্রথার হাত থেকে বের হয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছিল বাংলা মানুষ। কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে শাস্ত্র তখন গোটা বাংলার শ্বাসরুদ্ধ করে রেখেছে। প্রতিবাদ করার কোনও ভাষা তখন ছিল না। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন শক্তিশালী জোব চার্নক। তিনি স্বয়ং একজন সতী মহিলাকে শশ্মান থেকে উদ্ধার করে নিজের স্ত্রী হিসাবে মর্যাদা দিলেন। তখন জোব চার্নকের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না সমাজ। পুরো ব্যাপারটাকে তারা তখন হজম করে নিয়েছিল। ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তার হওয়ার মধ্যে দিয়ে বাংলা নবাবী শাসন থেকে বের হয়ে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুরু করে বাংলা। তার ফলে পলাশির যুদ্ধ ১৭৫৭ সালে। বাংলা তখন ইংরেজদের পক্ষে।

বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের মেলবন্ধন হল

বুদ্ধদেব মিশ্র

কী এক বই লেইখা গেছেন ফেলুদারে লইয়া। এই গল্পের রোমাঞ্চের আড়ালে চাপা পইড়া গেছে সত্যি সত্যি ঘটে যাওয়া করুণ এক বিয়োগ গাঁথা। জটায়ু বা লালমোহন বাবুর ‘বোরখা পরা ভূত’-রে চিনে সবাই, রোজ আইলমার -রে চিনে না। খবর ও লয় না কেউ। এই সেমেট্রি আর এই ‘মর্মর সমাধি’ লইয়া ক্লিক করলেই আইয়ে কেবল ফেলুদা, জটায়ু, তোপসে আর ‘গোরস্থানে সাবধান’।

১৯৭৭ এ ‘সন্দেশ’ এ ছাপা এই ‘গোরস্থানে সাবধান’। গল্পের ফেলুদা যখন পা রাখেন এতো বছর পর আমাদের পা ফেলা গোরস্থানের গেট টতে, মুখে খৈনিটা পুরে এগিয়ে এসেছিল বিরামদেও। ভুতুড়ে এই সিমেট্রির বিহারী দারোয়ান যে সিমেট্রিতে ফেলু দাকেও পা ফেলতে হয়েছিল সাপের ভয়ে কার্বোলিক এসিড ছিটিয়ে। তখনই এর সোয়াশো বছরেও সমাধিস্থ হয়নি কেউ এই গোরস্তানে।

কি আশ্চর্য্য! এ তো দেখি এস. ওয়াজেদ আলী সাহেবের ‘ভারতবর্ষ’ গল্পের সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে । আমরাও পাই যে বিহারী দারোয়ান, টুলে বসে নিবিষ্ট মনে খৈনি টিপছে বাম হাতের তালুতে। আশ্বস্ত করলো আমাদের, ‘ঘাবড়াইয়ে মৎ। ইধার গাইড কা কাম ভি হামই করতে হে।’

আমরাও দেখতে আইছি ডা কেবল। হিন্দু স্টুয়ার্ট, ডিরোজিও আর জুনিয়র ডিকেন্স। খড়ের গাঁদা থেকে সুঁই খোঁজে বের করার মতো অনেক কষ্টে খোঁজে বের করে ফেরার সময় এই সমাধি। এক তরুণীর সমাধি। কালচে হয়ে আসা প্লেটে লেখা ইংরেজী সাহিত্যের সেরা এপিটাফ। বালিকার জন্যই লেখা এপিটাফ লেখক কবির। এই কবিতাই আলাদা মর্যাদা দান করেছে এই সমাধিকে। আমি তো দেখি, মরে নাই মেয়েডা;মিথ্যে জাত্যাভিমান, বংশমর্যাদা আর অভিজাত অহংকার মিলিয়াই ধীরে ধীরে ঠেইলা দিছে মৃত্যুর দিকে। সবকিছুর মিলিয়েই মাত্র ২০ বছর বয়সে করুণ পরিণতি নেমে আসে ফুলের মতো নিষ্পাপ মেয়েটির জীবনে। আমার মন ছুঁয়েছে নানান কারণে। ওয়েলশে কখনো যাই নাই, যাওয়া হবেও না জানি। অথচ এর ছবি গাঁইথা আছে মনের মাঝে সেই বই একখানা পড়ার পর থাইকা; How Green Was My Valley। গাছপালা, সবুজ, ফুল কিস্যুর কথা কোথাও নাই পুরা বইয়ে, নামগন্ধ নাই সবুজের, তাও নাম তার ‘হাও গ্রীন...’! প্রকৃতি নয়, এক খনিশ্রমিক পরিবারের ভাইবোন, বাবা-মা আর তাদের ভালোবাসার বন্ধনের স্মৃতিটাই ‘How Green Was’ হয়ে রয়ে গেছে বাড়ি ছেড়ে যাওয়া এক ভাইয়ের মনে।

তেমনি ওয়েলশের না হলেও রোজের জীবনটাও সবুজে সবুজে উঠলি উঠেছিল ওয়েলশে যেয়ে। সময়টা ছিল ফরাসি বিপ্লব তথা বাস্তিলের পতনের পর পর। গিলোটিনে রাজা ষোড়শ লুইয়ের শিরশ্ছেদের পর একে একে ধরা শুরু করছে ফরাসি ব্যারনদের। গিলোটিনের নিচে বয়ে চলছে রক্তগঙ্গা। সীমান্ত পেরিয়ে রোমহর্ষক খবর সব চলে আসছে হাওয়ায় ভেসে আর ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠছে রাজারাজরা অভিজাতরা। সীমান্ত পেরিয়ে বিপ্লব ভাবনা ছড়িয়ে পড়ছিল দেশে দেশে। ঢেউ লেগেছিল সুদূর ভারতবর্ষেও। মহীসূরের টিপু সুলতানেরও সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ফরাসি বিপ্লবপন্থী জ্যাকোবাইনদের সাথে। সেই সূত্রে যোগাযোগ হচ্ছিল স্বয়ং নেপোলিয়নের সাথে। এই ফরাসি বিপ্লব আতঙ্কই বড় কারণ ছিল নিজাম মারাঠা সবাইকে সাথে নিয়ে ইংরেজদের কোমর বেঁধে টিপুর পেছনে লাগার। তেমনি জ্যাকোবাইন ছিল ইংলিশ এক তরুণ যে অধ্যয়ন করছিল অক্সফোর্ডে। তাঁর চোখেও স্বপ্ন ছিল ইংল্যান্ডে বিপ্লবের। আর সেই বিপ্লব মানেই রাজা-রাজড়া, ব্যারন, ভিসকাউন্ট, নাইটদের কোতল।

এতোটাই সে বিভোর ছিল সেই বিপ্লবের স্বপ্নে যে, নিজেকে জ্যাকোবাইন ভেবে নিজের চুলটা পর্যন্ত কাটতো জ্যাকোবাইন স্টাইলে। অক্সফোর্ডে সে পরিচিতি পেয়ে গিয়েছিল উগ্র জ্যাকোবাইন হিসাবে। রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে একদিন বন্দুক দিয়ে গুলিও করে আরেক ছাত্রের জানালা লক্ষ্য করে।

এই ঘটনাই পাল্টে দেয় ল্যান্ডোরের জীবনকে। বিপ্লবের বাইরে আরেক স্বর্গীয় সম্পর্কে জড়ানোর দ্বার উন্মোচিত হয় এই ঘটনা থেকে। তখন তাঁর বয়স ছিল উনিশ।

এই ঘটনায় অক্সফোর্ড রাস্টিকেট করে ল্যান্ডোরকে। ল্যান্ডোরের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয় এই রাস্টিকেট। বাবার সাথে ঝগড়া করে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় ল্যান্ডোর। বিপ্লব ভাবধারার উগ্রতা ছাড়াও আরেকটি অসাধারণ গুণ ক্রমে দানা বাঁধছিল ল্যান্ডোরের মাঝে। ল্যান্ডোর কবিতা লিখতো ভাল। সত্যি বলতে কী, ইংরেজি ভাষায় প্রথম শ্রেণীর একজন কবি হিসাবে পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠা করেন নিজেকে। চার্লস ডিকেন্সের মতো কথা সাহিত্যিক এরো শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন ল্যান্ডর। এই ভালোবাসা থেকে ডিকেন্সের চতুর্থ পুত্রের Godfather করেন কবি ওয়াল্টার সেভেজ ল্যান্ডোরকে। তাঁর নামানুসারে এই পুত্রে নাম রেখেছিলেন ওয়াল্টার ল্যান্ডোর ডিকেন্স। যাক, নির্জনে কবিতা লেখার মানসে ল্যান্ডোর চলে আসেন।

‘জনগণমন অধিনায়ক’ সঙ্গীতে আকৃষ্ট হন এক আইরিশ

চিত্তজিৎ দত্ত

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত ‘জনগণ মনঅধিনায়ক’ গানটি নিয়ে আজও তর্ক বিতর্ক হয়। কিন্তু সেই সব তর্কবিতর্ককে একেবারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন একজন আইরিশ। তিনি জনগণ মনঅধিনায়ক গানের মধ্যে যে গণতন্ত্রের চিন্তাধারা এবং উদারনীতির ধারার পরিচয় পেয়েছিলেন তাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে তিনি দিয়েছিলেন। তিনি পরিস্কার করে বলেছিলেন এই বকম গান এর আগে কোনও রচিত হয়নি। একটি গানের মধ্যে দিয়ে ভারতের ভৌগলিক তত্ত্বের প্রকাশ ঘটে। শুধু তাই নয়, কবিগুর সব জাতির মধ্যে ভারতীয় সত্ত্বাকে মেলে ধরে ছিলেন তাঁর এই বিখ্যাত গানের মাধ্যমে। এই গানটি একটি জাতীয় সম্পদ বলেও তিনি উল্লেখ করেছিলেন। গান কখন জাতীয় সম্পদ হয়ে দেখা দিতে পারে? সেই গানটির মধ্যে যখন দেখতে পাওয়া যায় যে ভারতের একটি সম্পূর্ণ চিত্র ধরা পড়ে এবং তা দেশবাসীর মনে গভীর রেখাপাত করে। জনগণ গানটি ভারতবাসীর মনে গভীর ভাবে রেখা পাত করেছে বলেই আজকে সেই গান জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। ব্রিটিশ রাজ পঞ্চম জর্জ ভারতে আসে উপস্থিত হলে তখন কবিগুরু এই গানটি লিখে নিবেদন করেছিলেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে যে ভৌগলিক তত্ত্ব রয়েছে তা কিন্তু প্রাচীন সভ্যতার দিকদর্শন। এই দিকদর্শন হঠাৎ করে তৈরি হয়নি। এই দিক দর্শন বহু হাজার বছর ধরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ভারতবর্ষে যে কৃষ্টি এবং ঐতিহ্য রয়েছে তা কিন্তু সকলের কাছে গ্রহণীয়। ভারতবাসী সবাইকে আহ্বান করে বিশেষ করে অভারতীয়দের। কেউ ভারতের কাছে অপর নয়। সবাই আপন। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ এর দর্শন ভারতে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। বিশ্ব দর্শন এর অবস্থান ভারতেই।

তত্ত্ববোধনী পত্রিকাতে ১৯১১ সালের মাঘ সংখ্যায় প্রথম পাতায় একটি গান ছাপা হয়। নাম ‘ভারত বিধাতা’। এটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল দেশের জন্য প্রার্থনার ব্রহ্মসঙ্গীত হিসেবে। রচয়িতার নাম একেবারে শেষে। শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সেই বছরই ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের ২৬ থেকে ২৮ তারিখে কংগ্রেসের ২৬ তম অধিবেশন বসে কলকাতায়। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন, বুধবার, দুপুর বারোটায় অধিবেশন শুরু হল সরলাদেবী চৌধুরী, অমলা দাশ, দিনেন্দ্রনাথ, অমল হোম প্রমুখের সমবেত কণ্ঠে ‘জন-গণ-মন- অধিনায়ক’ গানটি দিয়ে। ঘটনাচক্রে এই সময়ই পঞ্চম জর্জ ভারতে এসে বঙ্গভঙ্গ রদ করেন। তাই ওইদিন উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনের পর কংগ্রেস নেতারা পঞ্চম জর্জ ও তাঁর স্ত্রীকে সৌজন্যবশত স্বাগত জানান, এবং বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণার কারণে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করেন।

মুশকিল শুরু হল যখন পর দিন ‘দ্য স্টেটসম্যান’ পত্রিকায় এই সংবাদকে একটু ঘুরিয়ে ছাপা হয়। লেখা হয়, সম্রাটকে স্বাগত জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ ওই গান রচনা করেছেন। শুধু তাই না, সেদিন সেই ইংরেজি পত্রিকা টিতে লেখা হয়েছিল ‘কয়েক জন বাঙালি ছেলেমেয়ে সমবেত কণ্ঠে হিন্দিতে পঞ্চম জর্জের প্রশস্তিতে জয়গান গেয়েছে।’ ব্যস আগুনে যেন ঘি পড়ল! রবীন্দ্র-বিরোধী দল এই বিভ্রান্তিমূলক সংবাদকে হাতিয়ার করে কবির বিরুদ্ধে মিথ্যে প্রচারে কোমর বেঁধে নেমে পড় লেন। প্রচার করা হল কবি ইংরেজের কাছে শিরদাঁড়া বেঁচে দিয়েছেন।

বহুদিন এই আলোচনা চলার পরে সাহস করে পুলিনবিহারী সেন কবিকে একটা চিঠি লিখে সরাসরি এর সত্যাসত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ২০ নভেম্বর, ১৯৩৭ সালে লেখা এক চিঠিতে। কবি তাঁকে উত্তরে লেখেন-‘শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন; জনগণমনঅধিনায়ক গানটি কোনও উপলক্ষ্য-নিরপেক্ষ ভাবে আমি লিখেছি কিনা তুমি জিজ্ঞাসা করেছ। বুঝতে পারছি এই গানটি নিয়ে দেশের কোনও কোনও মহলে যে দুর্বাক্যের উদ্ভব হয়েছে তারই প্রসঙ্গে প্রশ্নটি তোমার মনে জেগে উঠল। সে বৎসর ভারতসম্রাটের আগমনের আয়োজন চলছিল। রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপের সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ায়র ধাক্কায় আমি জনগণমনঅধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয়ঘোষণা করেছি, পতন অভ্যুদয়বন্ধুর পন্থার যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথী, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক, সেই যুগযুগান্তরের মানবভাগ্য পরিচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জই কোনোক্রমেই হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। এই বন্ধুটিকে তা নিয়ে নানারকম কথা প্রচলিত। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে লেখা হয়েছিল ‘...in December 1911 Rabindranath composes– at the request of Asutosh Chaudhuri– for the twenty sixth session of the Indian National Congress in Calcutta– his famous national song.' রবীন্দ্র গবেষক প্রশান্তকুমার পাল প্রমাণ করেছেন ইনি আসলে পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বাড়ির স্যর মহারাজা উপাধিপ্রাপ্ত প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর। তারপর বহু বছর কেটে যায়। ১৯১৪ সালে অ্যানি বেসান্তের ‘নিউ ইন্ডিয়া’ পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের সম্পাদনার কাজ নিয়ে জেমস কাজিনস নামে এক আইরিশ নাট্যকার, শিক্ষাবিদ এবং সাংবাদিক ডাবলিন শহর থেকে ভারতবর্ষে আসেন। এর আগে প্যারিসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠে গীতাঞ্জলির কবিতা শুনে তাঁর অনুরাগী হয়ে যান। পরে ১৯১৬ সালের ১৫ জানুয়ারি জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখাও করেন তিনি।

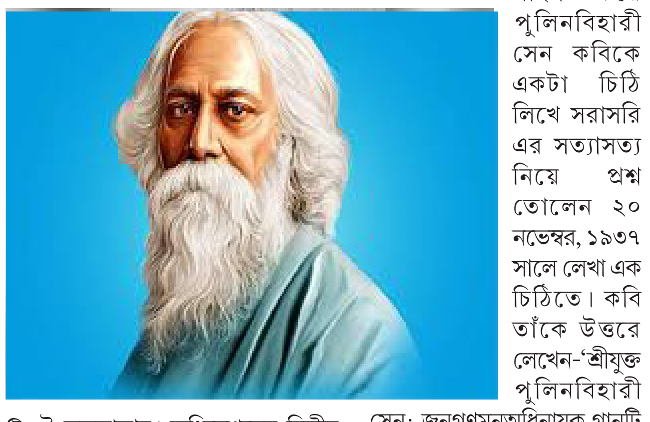

১৯৩৭ সালে কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত কি হতে পারে, তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। বিতর্ক শেষ অবধি আকচা আকচির পর্যায়ে চলে যায়। কবির অনুরাগী এই আইরিশ সাহিত্য সেবী ১৯৩৭ সালের ৩ নভেম্বর ‘ম্যাড্রাস মেল’ পত্রিকার সম্পাদক সমীপেষু বিভাগে এই নিয়ে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন। চিঠির বিষয় ছিল, ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে কেন ‘জনগণমন অধিনায়ক’ গানটি নির্বাচিত হওয়া উচিত। কাজিনস এই নিয়ে রীতি মত জোরালো সওয়াল করলেন। কাজিনস লেখেন, "... It has a tune and rhythm that make it singable with definiteness– unity and vigour– whereas the Vandemataram tune can never be given a satisfactory mass rendering as its twist and turns are only possible in individual singing.—Janagana specially recognises the diversity of human life in India– and gives it its true unification– not an impossible uniformity of externals– but the real unity that comes of mutual aspirations towards the universal life in which all share..."

জন গন- র সপক্ষে বেশ কিছু মত ছিলই। কিন্তু কাজিনসের এই চিঠি যুক্তি দিয়ে গানটিকে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে এস্ট্যাবলিস করে। চূড়ান্ত শিলমোহর মারা হয় এই গানে। যা শুরু হয়েছিল এক ব্রহ্ম সঙ্গীত হিসেবে, আজ তা একশো দশ কোটি মানুষের গান। আর ভাবতে অবাক লাগে, এই সব কিছুর পিছনে সেই আইরিশ মানুষটাকে আমরা কেমন ভুলে মেরে দিয়েছি।

সঙ্গে রইল কবির নিজের হাতে অনুবাদ করা গানটির ছবি। এটি নিয়ে বলা হয় "In February 1919 Dr. Rabindranath Tagore visited the College at Madanapalle. During his fiveéôédaysó stay he joined the residential students in the weekly social gathering organized by the Principal and Mrs. Cousins. Dr. Tagore contributed a song whose energising refrain was immediately caught up by the students. By general request the great poet taught them the Bengali original. He also– at Dr. Cousins request– made the first English translation of the song in his own handwriting. Above is a photographic facsimile of what will become one of the world most precious documents. The words "Translated at Madanapalle" were added by Dr. Cousins at the time. From Madanapalle "Janagana" has spread all over India– and is admired in Europe and America. The first two stanzas in Bengali– as given below in Roman script transliteration– are sung at the joint "daily dedication" of The Theosophical College and High School– Madanapalle."

সূত্র-১। ইন্ডিয়া’জ ন্যাশনাল অ্যানথেম প্রবোধচন্দ্র সেন
২। ভোরের পাখি ও অন্যান্য প্রবন্ধ প্রবোধচন্দ্র সেন, আনন্দ
৩। জাতীয় সঙ্গীত বিতর্ক এবং কবির চিঠি- পীতম সেনগুপ্ত ।

জাঁকজমকপূর্ণ সাংস্কৃতিক সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ডিএইচআর সাহিত্য উৎসব ২০২৬-এর সফল সমাপ্তি

মালিগাঁও, ১৯ মে ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে গর্বের সাথে

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) সাহিত্য উৎসব ২০২৬'-এর সফল সমাপ্তি ঘোষণা করেছে এই উৎসবটির আয়োজন ডিএইচ দ্বারা সৃজনশীল গোষ্ঠী 'পোয়েটস অফ কমিউনিটি'-এর সহযোগিতায় করা হয়েছিল। ১৫ থেকে ১৭ মে ২০২৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উৎসবটি ১৮ মে, ২০২৬ তারিখে এক আড়ম্বরপূর্ণ সমাপনী ও প্রমাণ-পত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাপ্ত হয় এই অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী, তরুণসমাজ এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে উদ্‌যাপন করা হয়। এই উৎসবটি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের শিল্প-ঐতিহ্যের সাথে হিমালয় অঞ্চলের সমৃদ্ধ মৌখিক ও সাহিত্যিক ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ঘটানোর লক্ষ্যটি সফলভাবে পূরণ করেছে। সাহিত্য, সঙ্গীত, গল্পবলা এবং সামাজিক মত-বিনিময়ের এক প্রাণবন্ত সংমিশ্রণের মাধ্যমে উৎসবটি এমন একটি অর্থবহ সাংস্কৃতিক মঞ্চ তৈরি করেছিল, যা এই অঞ্চলের বৈচিত্র্যময় শৈল্পিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছে। উৎসবের অনুষ্ঠানগুলি কার্শিয়ং ও দার্জিলিং-এ আয়োজিত হয়, যেখানে লেখক, শিল্পী, শিক্ষার্থী ও সাহিত্যপ্রেমীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। কার্শিয়ংয়ের ভিক্টোরিয়া বয়েজ স্কুলের উদ্বোধনী দিনে, বিশিষ্ট লেখিকা এবং আইআইটি রুরকির প্রাক্তন ছাত্রী মেঘা মিত্তল 'হোয়াই পয়েট্রি ইজ বোরিং?' শীর্ষক একটি আকর্ষণীয় কর্মশালার আয়োজন করেন যেখানে তিনি শিক্ষার্থীদের কবিতা-কে একটি সমসাময়িক ও ভাবপ্রকাশক শিল্পমাধ্যম হিসেবে অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করেন। দ্বিতীয় দিন একটি অনন্য আয়োজন পরিবেশিত হয়-'রেল অ্যান্ড রিদমঃ দ্য ওপেন-ডেক এক্সপেরিয়েন্স'-যেখানে ঐতিহ্যবাহী 'টয় ট্রেন'-এর উন্মুক্ত ডেকে চড়ে বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের এক মনোরম যাত্রার সাথে স্থানীয় শিল্পীদের সরাসরি সঙ্গীত পরিবেশন অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনুষ্ঠানটির পরপরই কার্শিয়ং-এর 'ক্যাফে দি সেন্ট্রাল'-এ লোককথা ও গল্প বলার উপর একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে হিমালয় অঞ্চলের জনসমষ্টির মৌখিক ঐতিহ্যকে উদ্‌যাপন করা হয়। দার্জিলিংয়ের 'ক্যাফে হাউস'-এ সমাপনী দিনে নেপালি, ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় বহুভাষিক সাহিত্য পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে লেখক ও শিল্পীরা কবিতা, গল্পকথন এবং 'স্পোকেন ওয়ার্ড' পরিবেশনার মাধ্যমে হিমালয় অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, আত্মপরিচয় এবং সমসাময়িক বাস্তবতাকে তুলে ধরেন। উৎসবটির সফল সমাপ্তি উপলক্ষ্যে, ১৮ মে ২০২৬ তারিখে একটি বিশেষ প্রমাণ-পত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেসব শিশু, শিক্ষার্থী, পরিবেশনকারী এবং কমিউনিটির সদস্য কর্মশালা, গল্প বলার আসর ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় সক্রিয়ভাবে অবদান রেখেছেন, তাঁদের হাতে প্রশংসা ও অংশগ্রহণের প্রমাণ-পত্র তুলে দেওয়া হয়। এই পদক্ষেপ দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, পাহাড়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রতি ধারাবাহিক অঙ্গীকারকেই প্রতিফলিত করে পাশাপাশি তরুণ প্রজন্ম ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৃজনশীল সম্পৃক্ততাকে উৎসাহিত করে।

ডিভিসিতে রাজ্যের প্রতিনিধি পাঠানোর সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ১৯ মে ঃ রাজ্য সরকার দামোদর ভ্যালি রিভার রেগুলেশনস কমিটিতে পুনরায় রাজ্যের প্রতিনিধি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আসন্ন বর্ষার মরসুমের আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী গতকাল নবান্নে ডিভিসি এবং সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। ভরা বর্ষার মরসুমে ডিভিসি বিদ্যুৎ দপ্তর এবং সেচ দপ্তরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে জল ছাড়ার সঙ্গে সমন্বয় করেই জল ছাড়বে বলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য - এর আগে ডিভিসি বারংবার রাজ্যকে না জানিয়ে জল ছাড়ে বলে অভিযোগ তুলে রাজ্য সরকার এই কমিটি থেকে নিজেদের প্রতিনিধি প্রত্যাহার করে নিয়েছিল।

গোলাবাড়ির ঘটনায় গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১৯ মে ঃ পুলিশের গায়ে হাত পড়লে সরকার আইনের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করে যতদূর যাওয়ার প্রয়োজন ততদূর যাবে বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার হাওড়ায় গত ফেব্রুয়ারি মাসের একটি ঘটনায় মহঃ আরশাদ আনসারি নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি উত্তর হাওড়ার পিলখানা এলাকায় শেখ সৌফিক নামে এক ব্যক্তিকে গুলি করে খুন করা হয়। হারুন খান ও তার দলবলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল ওই ঘটনায়। এরপর দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বাইকে আগুন ধরিয়ে দেয় উন্মত্ত জনতা। ভাঙচুর করা হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. ঃ এলআরসি-৩_সিটি_আরএসপি_২৫০_এনএমজিএইচএস-আর, তারিখঃ ১৪.০৫.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (এলএইচবি), ক্যারেজ এবং ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** ''এনএমজি কোচসমূহের এনএমজিএইচএস কোচে রূপান্তর।'' **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৪০,১০,৬৬,৭১১.৫০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৮০,২১,৩০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ যে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in** টেন্ডারদাতাদের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের পরও যদি কোনো সংশোধনী প্রকাশিত হয় তার জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল মাঝে মাঝে দেখতে বলা হচ্ছে। MISC-42/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EastemRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

e-NIT No – WBIW/EE/KMD/e-NIT-1/2026-27

On behalf of the Governor of W.B., the Executive Engineer, Kangsabati Mechanical Division,Khatra, Bankura invites tender for the Electrical works :- 1) **Amount Put to Tender Rs :** 13,17,986.00 (Electrical). Last date of application of tender 03.06.2026 till 17.00 **Hrs.** Detailed information is available from the office of the undersigned and departmental website www.wbiwd.gov.in and https://wbtenders.gov.in

Sd/- M.Kundu, Executive Engineer, Kangsabati Mechanical Division, Khatra, Bankura. ICA- T8061(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

e-TENDER NOTICE

N.I.e.T. No. 01 of AE/HMSD of 2026-27

Assistant Engineer, Howrah Mechanical Sub-Division, P.H.E. Dte. has invited open e-Tender for different works under Electrical Division, PHE Dte. (i) **Tender Reference No. WBPHED/AE/HMSD/01/2026-27.** (ii) Bid Submission End Date - **29/05/2026.** (iii) Details of NIET available in website: **www.wbetenders.gov.in** and **www.wbphed.gov.in** Sd/- Assistant Engineer HMSD, P.H.E. Dte. ICA- T8079(1)/2026

তোলাবাজি ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে একাধিক তৃণমূল নেতা গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১৯ মে ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলায় তোলাবাজি, মারধর এবং প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে একের পর এক তৃণমূল কংগ্রেস নেতার গ্রেফতারিকে ঘিরে ব্যাপক রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জেলার বর্ধমান-২ এবং রায়না এলাকার পৃথক দুটি ঘটনায় মোট চারজন তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক ফৌজদারি ধারায় মামলা রুজু করে বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন বর্ধমান-২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কোনার এবং কুড়মুন-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাসুদেব দে। অভিযোগ, কুড়মুন এলাকার বাসিন্দা উত্তম রায়চৌধুরীর কাছ থেকে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে গত তিন থেকে চার মাস ধরে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করা হচ্ছিল। অভিযোগকারীর দাবি, অভিযুক্তদের চাপে পড়ে তিনি কিছু টাকা দিলেও পরবর্তীতে আরও টাকার জন্য লাগাতার হুমকি দেওয়া হয়। অভিযোগ আরও, সম্প্রতি উত্তম রায়চৌধুরীকে ডেকে নিয়ে মারধর করা হয় এবং টাকা না দিলে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। এরপর সোমবার তিনি শক্তিগড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। পরে অভিযান চালিয়ে দুই অভিযুক্তকে তাঁদের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার ধৃতদের বর্ধমান জেলা আদালতে তোলা হলে তদন্তের স্বার্থে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানায় পুলিশ। যদিও বিচারক তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। অন্যদিকে, পৃথক আরেক ঘটনায় আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে তোলা আদায় এবং প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন রায়না-১ ব্লকের তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি মহম্মদ ইসমাইল শেখ ওরফে সান্ত এবং তৃণমূল নেতা খন্দেকর সফিকুল আলম ওরফে আনন্দ। অভিযোগকারী সোমনাথ সাম গত ১৫ মে রায়না থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি দাবি করেন, তাকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখানো হয় এবং মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করা হয়। টাকা না দিলে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ তদন্তে নেমে সোমবার দেওয়ানদিঘী থানার তালিত এলাকার একটি রেস্টুরেন্ট থেকে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার তাঁদের বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করা হলে পুলিশ সাত দিনের হেফাজতের আবেদন জানায়। আদালত চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়। একাধিক তৃণমূল নেতার গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই জেলার রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর। বিজেপির অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের উপর রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তোলাবাজি চালানো হচ্ছিল। টাকা না দিলে মারধর ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হত বলেও অভিযোগ বিজেপির। যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। দলের দাবি, বিরোধীদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চক্রান্তের ফলেই এই ধরনের অভিযোগ সামনে আনা হচ্ছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আইন আইনের পথেই চলবে এবং তদন্তে সত্য প্রকাশ পাবে। পুলিশ জানিয়েছে, দুটি ঘটনারই তদন্ত চলছে। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রোগী পরিষেবা ও পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে বর্ধমান মেডিক্যালে নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়কের পরিদর্শন

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৯ মে ঃ রোগী পরিষেবা, হাসপাতালের পরিকাঠামো এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার মান খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার বর্ধমান মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতাল এ পরিদর্শনে এলেন বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভার নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। হাসপাতালের জরুরি বিভাগ-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ঘুরে দেখেন তিনি। পরে হাসপাতালের সুপার তাপস ঘোষ-এর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন বিধায়ক। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈঠকে বর্তমান চিকিৎসা পরিষেবা, রোগীদের সমস্যা এবং ভবিষ্যত উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষভাবে উঠে আসে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, নতুন বিভাগ চালুর সম্ভাবনা, চিকিৎসা পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং রোগী ও চিকিৎসকদের নিরাপত্তা আরও জোরদার করার বিষয়। বিধায়ক বৈঠকে হাসপাতাল চত্বরে সক্রিয় দালালচক্র রুখতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন। পাশাপাশি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা, রোগীদের দ্রুত পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আরও ভালো সমন্বয় গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়। পরিদর্শনের সময় মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র হাসপাতালের স্ত্রী ও প্রসূতি বিভাগ, শিশু বিভাগ এবং ব্লাড ব্যাঙ্ক ঘুরে দেখেন। বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও হাসপাতালের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে পরিষেবার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন তিনি। এছাড়াও চিকিৎসাধীন রোগী ও তাদের পরিজনদের সঙ্গে কথা বলে তাদের অভিজ্ঞতা, অভিযোগ এবং পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যার বিষয়েও অবগত হন নবনির্বাচিত বিধায়ক। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, রোগীর চাপ সামাল দিতে পরিকাঠামো সম্প্রসারণ, শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, জরুরি বিভাগে আধুনিক সরঞ্জাম সংযোজন এবং বিভিন্ন বিভাগে পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে। হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা এবং রোগীদের হয়রানি বন্ধে নজরদারি বাড়ানোর বিষয়েও মতবিনিময়

হয়। পরিদর্শন শেষে মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র বলেন, সাধারণ মানুষের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্য দফতর এবং জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। তিনি জানান, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিষেবা ও পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম সহযোগিতা করার চেষ্টা করবেন। হাসপাতালের সুপার তাপস ঘোষও উন্নয়নমূলক উদ্যোগে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সহমত পোষণ করেছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। এই পরিদর্শনকে ঘিরে হাসপাতাল মহল, রোগী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। অনেকের মতে, জনপ্রতিনিধিদের সরাসরি হাসপাতাল পরিদর্শন এবং পরিষেবার খোঁজখবর নেওয়ার ফলে স্বাস্থ্যব্যবস্থার নানা সমস্যা দ্রুত সামনে আসবে এবং সমাধানের পথও সুগম হতে পারে।

দেশ স্বাধীন হয়নি, তখন থেকেই চলা পান্ডুয়ার গবাদি পশুর হাট বন্ধের মুখে

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৯ মে ঃ পান্ডুয়া হাসপাতাল থেকে কিছুটা দূরে জিটি রোডের পাশেই রয়েছে কয়েক বিঘা জায়গার উপর এই গবাদি পশুর হাট । দেশ স্বাধীন হয়নি, তখন থেকেই পান্ডুয়ার গবাদি পশুর হাট চালু হয়। আর তারপর থেকে একটানা চলে আসছে এই হাট। বর্তমানে এই হাট প্রায় বন্ধের মুখে। হাতে গোনা কয়েকটা গরু রয়েছে হাটে, কিন্তু তাও কেনার জন্য কোনও ক্রেতার দেখা নেই। এই হাটে উপর নির্ভর করেই চলত বহু পরিবার। কেউ গোবর থেকে ঘুঁটে তৈরি করে, আবার কেউ গরুকে জল খাইয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু এই হাটে গরু না আসায় কর্মহীন হয়ে পড়ছেন তাঁরা। ফলে আগামী দিনে কীভাবে তাঁদের সংসার চলবে সেটাই বুঝে উঠতে পারছেন না অনেকে। ঠিক তেমনি এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ। কেউ লোন নিয়ে গরু কিনেছেন, কেউ আবার গাড়ির ব্যবসা সঙ্গে যুক্ত ফলে তাঁরাও কর্মহীন হচ্ছেন। বিহার সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গরু আসত এই হাটে। হুগলি সহ জেলার বাইরের ক্রেতারা এই হাটে গরু নিতে আসতেন। বর্তমানে হাট খোলা থাকলেও ক্রেতার দেখা নেই। তবে, বিজেপি নেতাদের আশ্বাস সঠিক কাগজ পত্র থাকলে কোনও সমস্যাই হওয়ার কথা নয়। ব্যবসায়ীরা বলেন, কয়েক হাজার মানুষ এই হাটের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। হাট প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে। বাইরে থেকে কোনও গরু আসছে না। কোনও ক্রেতারও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে আমরা চরম সমস্যার মধ্যে পড়েছি। ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে চরম আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়েছি। কীভাবে পরিবার সামলাবো সেটাই এখন বুঝে উঠতে পারছি না। লোন নিয়ে গরু কিনেছিলাম কিন্তু তা এখন কিভাবে শোধ করব সেটাও বুঝতে পারছি না। সরকারের কাছে আবেদন আমাদের রুজি-রুটির উপরে যেন আর আঘাত না আসে। গরু হাট মালিক বলেন, হাট খোলা, কিন্তু কোনও ক্রেতা না আসায় প্রায় বন্ধের মুখে দাঁড়িয়েছে। এই হাট আমাদের সরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত। সরকারি নির্দেশ রয়েছে হাট খোলা রাখতে কিন্তু হাট খোলা রাখলে পরেও গরু আসা যাওয়া হচ্ছে না। প্রশাসন থেকে আটকে দেওয়া হচ্ছে। ১৯৪৫ সালে থেকে চলছে এই হাট। এই হাটের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে ১০ থেকে ১৫ হাজার মানুষ যুক্ত আছে। পান্ডুয়ার অর্থনীতি অনেকটা নির্ভর করে এই হাটের ওপরে কিন্তু সেই হাট বন্ধ হওয়ার ফলে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সমস্যায় পড়েছে। তবে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব তারা আশ্বাস দিয়েছেন হাট চালাতে। আমরা সব সময় সরকারের পাশে আছি, তারা যেমন নির্দেশ দেবেন আমরা সেই রকম পালন করব। তবে আমরা সবসময় চেষ্টা করব সরকারকে সহযোগিতা করতে। পান্ডুয়ার বিজেপি বিধায়ক তুষার মজুমদার বলেন, সরকার যে গাইড লাইন বেধে দিয়েছে, তা যদি মেনে চলা হয় তাহলে বন্ধ হওয়ার কথা নয়। অনেক ব্যবসায়ী আছেন তাঁরা যদি সরকারি নিয়ম মেনে চলেন তাহলে আশা করি অসুবিধা হবে না। আইনের বাইরে কেউ নয়, তাই সরকারি নিয়ম আমাদের সকলকেই মানতে হবে। যাঁরা ভয় পাচ্ছেন তাঁরা ভয় না পেয়ে নির্দিষ্ট জায়গা যোগাযোগ করলে সমস্যার সমাধান হবে।

বাড়ির সামনেই যুবক খুন, তদন্তে পুলিশ

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১৯ মে ঃ বাঁকড়া রসিকল এলাকায় বাড়ির সামনেই যুবক খুন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু, ঘটনার তদন্তে পুলিশ। হাওড়ার বাঁকড়ায় 'খুন' যুবক। মৃতের নাম সাদাব কুরেশি (২৬) বলে জানা গেছে। তিনি বাঁকড়া ফাঁড়ির অন্তর্গত রসিকল এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। মঙ্গলবার সাতসকালে এই ঘটনার জেরে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খুনের মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে রসিকল এলাকারই বাড়ির সামনের রাস্তায় সাদাবকে রক্তাক্ত অবস্থায় পশে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সেখান থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয় বাসিন্দা শেখ শরিফ আলি বলেন, 'প্রথমে ভাবা হয়েছিল উনি অসুস্থ। তাই মাথায় জল দিয়ে তাঁকে তুলে বসানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সোজা করতেই দেখা যায় তাঁর ঘাড়ে গভীর ও ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। এছাড়া হাতে ও পায়েও ভারী বস্তু দিয়ে আঘাতের স্পষ্ট চিহ্ন ছিল। সেই সময় তাঁর গলা দিয়ে কেবল গোঙানির শব্দ বেরোচ্ছিল।' গুরুতর জখম অবস্থায় সাদাবকে উদ্ধার করে প্রথমে একটি স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। হাসপাতলে আনা হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মৃতের আত্মীয় মমতাজ কুরেশি জানান, স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়ও সাদ্দামের শরীরে প্রাণ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে পৌঁছালে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭৫৮, তারিখ ঃ ১৮.০৫.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৬২৫। কাজের নাম** ঃ হাওড়া ডিভিসনের হাওড়া, ডানকুনি, তারকেশ্বর এবং সাঁইথিয়া-তে প্যাসেঞ্জার লিফ্ট-এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৪১,৪৯,৬১২.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৪,৮৩,০০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬২৬। কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসনের অম্বিকা কালনা, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া আজিমগঞ্জ ও খাগড়াঘাট রোড-এ এফওবি-র সঙ্গে সংযোগকারী প্যাসেঞ্জার লিফ্ট-এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৮০,৯৫,৫১৩.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৭,৬১,৯০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৩। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৪৬-এসএ৫। কাজের নাম ঃ** ৬০ মাসের জন্য সদর দপ্তর, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতাতে অবস্থিত জিএম ব্লকের জিএম প্যাসেঞ্জার লিফ্ট (থিসেনক্রুপ নির্মিত)-এর আনুপূর্বিক রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭,৭৭,১৭২.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১৫,৬০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৬০ মাস। **ক্র. নং. ঃ ৪। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৪২-আর। কাজের নাম ঃ** ''এইএন/নবদ্বীপ ধাম-এর অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ১৮-র পরিবর্তে নতুন এলএইচএস (সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে)নির্মাণ''-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,২৫,৬১৪.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১৮,৫০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৫। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৫৯২-আর। কাজের নাম ঃ** ''এইএন/আজিমগঞ্জ-এর অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ২৪এ(টি)-র পরিবর্তে নতুন এলএইচএস (সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে)নির্মাণ''-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,২৫,৬১৪.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১৮,৫০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৬। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৬০৬। কাজের নাম ঃ** ওয়াশিং/সিক লাইনে এলএইচবি কোচসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লিলুয়া সর্টিং ইয়ার্ড কোচিং কমপ্লেক্সের বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত বিদ্যমান ৭৫০ ভোল্ট এক্সটার্নাল বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৪১,৪০,১৩৫.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২,৮২,৮০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৭। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৫৩৮-আর। কাজের নাম ঃ** ''এইএন/নবদ্বীপ ধাম-এর অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ১৭/এ/৬-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস (সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে) নির্মাণ''-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,২৫,৬১৪.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১৮,৫০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৮। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫ -২১-৩৬২২। কাজের নাম ঃ** টিকিয়াপাড়া কোচিং ইয়ার্ড এবং সর্টিং ইয়ার্ড কমপ্লেক্স-এ ওয়্যারিং এবং কেবেলিং কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত পিট লাইটসমূহ এবং ইয়ার্ড আলোকিতকরণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৭৪,৯১,১৩৮.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৩,৪৯,৮০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৯। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৬৭। কাজের নাম ঃ** ''এইএন/কাটোয়া-এর অধীনে বি.কে শাখায় এলসি গেট নং ১৭/সি/ই-র পরিবর্তে নতুন এলএইচএস (সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে)নির্মাণ''-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,২৫,৬১৪.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১৮,৫০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ১০। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৫৮৩। কাজের নাম ঃ** এসএসই/জি/ব্যান্ডেল-এর অধিক্ষেত্রের অধীনে এইচটি/এলটি সুইচ গিয়ার প্যানেল, কেবেলস, ট্রান্সফরমার, আর্থিং এবং অন্যান্য সুরক্ষা সামগ্রী সহ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন, সুইচ রুমের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,২৯,৫৩,৮৭৪.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২,৫৯,১০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ১১। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬২৪। কাজের নাম ঃ** ''তালিত স্টেশনে পুরোনো ও বয়ঃভারে জীর্ণ প্যানেল ইন্টারলকিং স্টেশন প্রতিস্থাপন''-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪১,৭১,১৫১.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৮৩,৪০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ১২। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৭৩। কাজের নাম ঃ** ''এইএন/নবদ্বীপ ধাম-এর অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ১৮/০২-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস (সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে) নির্মাণ''-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,২৫,৬১৪.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১৮,৫০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ১৩। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৫৭২। কাজের নাম ঃ** ''এইএন/নবদ্বীপ ধাম-এর অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ১২এ-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস (সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে) নির্মাণ''-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,২৫,৬১৪.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১৮,৫০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ১৪। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৫৮৭। কাজের নাম ঃ** ''এইএন/নবদ্বীপ ধাম-এর অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ১২এ/৩-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস (সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে) নির্মাণ''-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,২৫,৬১৪.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১৮,৫০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ১৪-এর জন্য ০৮.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। HWH-82/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

লি অ্যান্ড নি সফটওয়্যারস (এক্সপোর্টস) লিমিটেড

CIN: L70102WB1988PLC045587

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ১৪বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭

ইমেইল আইডিঃ info@lnsel.com ওয়েবসাইটঃ www.lnsel.com ফোনঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৪ ফ্যাক্সঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৮

৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক একক এবং সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির সারাংশ

(অন্যথা উল্লেখ না থাকলে, সমস্ত অঙ্ক লাখে)

ক্রম নং	বিবরণ	স্বতন্ত্র				অস্বতন্ত্র			
		৩ মাস শেষে		বর্ষ শেষে		৩ মাস শেষে		বর্ষ শেষে	
		৩১।৩।২৬	৩১।৩।২৫	৩১।৩।২৬	৩১।৩।২৫	৩১।৩।২৬	৩১।৩।২৫	৩১।৩।২৬	৩১।৩।২৫
		পরীক্ষিত	পরীক্ষিত	পরীক্ষিত	পরীক্ষিত	পরীক্ষিত	পরীক্ষিত	পরীক্ষিত	পরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	৩৮২.৭৮	৩০০.৪৭	১১৯৫.৮০	১১৩৯.৫৯	৩১৯.৮১	১২৭৪.১৯	১২২০.৬৮	৪০১.২৪
২.	এই সময়ের নিট লাভ / (ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমসমূহ বাদ দেওয়ার পূর্বে)	২৩.৭৭	১০.৮৪	৬৭.১০	৫৬.৫৫	১৮.৯০	৮.০০	৫৪.৮১	৫০.৩৭
৩.	কর-পূর্ববর্তী সময়ের নিট লাভ /(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমসমূহ বিবেচনার পর)	২৩.৭৭	১০.৮৪	৬৭.১০	৫৬.৫৫	১৮.৯০	৮.০০	৫৪.৮১	৫০.৩৭
৪.	কর-পরবর্তী সময়ের নিট লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমসমূহ বাদ দেওয়ার পর)	১০.৪৬	৫.৩০	৪২.১৫	৩৮.৫৬	৮.৫৩	২.৬৮	৩১.২৬	৩১.১৪
৫.	এই সময়ের মোট সামগ্রিক আয় [যা এই সময়ের লাভ / (ক্ষতি) (কর-পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর-পরবর্তী) নিয়ে গঠিত]	১১.২৯	(১৯.১১)	৪৬.৫৬	১৮.৪৬	৫৫.৪৬	২২.১৪	১.৯৫	(৩৫.৫৬)
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০
৭.	সংরক্ষিত গত বছরের নিরীক্ষিত উদ্বৃত্তপত্রে প্রদর্শিত সঞ্চিতি (পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি ব্যতীত)			(২৭.১৮)	(৮২.৬৬)			১৪৩.৭৬	৯৭.২০
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের) (চলমান ও বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যক্রমের জন্য)								
	মূল (টাকা)	০.০২	০.০১	০.০৮	০.০৭	০.০২	০.০০	০.০৬	০.০৬
	মিশ্র (টাকা)	০.০২	০.০১	০.০৮	০.০৭	০.০২	০.০০	০.০৬	০.০৬

দ্রষ্টব্যঃ

১ উপরে প্রদত্ত অংশটি হলো SEBI Regulations, 2015-এর Regulation ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে দাখিলকৃত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ। ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাসটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট-অর্থাৎ www.lnsel.com-এ পাওয়া যাবে।

২ উপরে উল্লিখিত ফলাফলসমূহ নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হয়েছে এবং ১৯ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

৩ পরিচালনা পর্ষদ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ সুপারিশ করেনি।

৪ পূর্ববর্তী সময়কালের পরিসংখ্যানসমূহ যেখানে যেখানে প্রয়োজন, সেখানে পুনর্গঠিত, পুনঃশ্রেণীবদ্ধ এবং পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৯।০৫।২০২৬

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে
স্বাক্ষরিত /-(মহেশ গুপ্ত)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 01606647

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Mousumi Golder,** Father's Name - **Buddhadeb Golder**, of Vill - Lakshmiganj, PO- Bongao, PS - Bongaonn, Dist - North 24 Parganas, who has been missing Since 28.04.2026, Under Habra PS, Description of this missing person is: **Age -** 18 Years, **Complexion** - Sallow, **Height** - 5 Feet 2 Inch, **Wearing** - Yellow churidar, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph.No.-033-2450-6120.

ICA- D716(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Irrigation & Waterways Directorate

ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER

(WBIW/EE/e-NIT-05/EE/M.D.D-II of 2026-27)(2nd Call)

Electronic submission of Bid is invited by the Executive Engineer, Metropolitan Drainage Division No.-II, Jalasampad Bhawan, 7th floor, Salt Lake City, Kolkata-91, I. & W. Dte. on behalf of the Govt. of West Bengal from eligible and resourceful contractors having sufficient credential of execution of similar nature of works at least 25% SL No. 1 of Amount put to Tender for WBIW/EE/e-NIT-05/EE/M.D.D.-II of 2026-27(2nd Call). Details of WBIW/EE/e-NIT-05/EE/M.D.D.-II of 2026-2027(2nd Call) may be seen from www.wbiwd.gov.in or https://wbtenders.gov.in at Office Notice Board on and from 20.05.2026 at 10.30 hours. The date of download start date on and from 20.05.2026 at 11:00 Hrs. and the last date of Bid submission on 03.06.2026 at 11:30 Hrs. Sd/-EE/MDD-II, I & W Dte. ICA- T8063(3)/2026

WBEIDC

Webel Bhavan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.

Notice Inviting e-Tender No : WEBEL/EOT/W/26-27 /000019, Dated : 13-05-2026

Nature of work : Selection of vendor for "Civil maintenance work at Kalyani IT Park (Phase – I)

Due date of Submission : 7 days from publication

Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in

email – sankha.biswas@webel-india.com

For details or contact : 9619898448

ICA- T8067(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Male dead body,** found on 24.03.2026, Under bANDEL GRPS, Description of this Dead body is: **Age-** 70 Years (approx), **Sex:** Male, **Height**-5 Feet 2 Inch (approx), **Complexion**-Sallow, **Build**-Medium, **Hair**- Black & White, **Wearing**-Sky Blue Tshirt, Blue check lungi and Blue half pant. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D723(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer-I, Burdwan Division, P.W. Directorate invites online e-Bid for 1 (One) No. work vide N.I.e.B No.: 10 of 2026-2027, Tender ID : 2026_WBPWD_5014144_1. Bid Submission Start Date (Online) : 22.05.2026 from 3:00 P.M. Bid Submission Closing Date (Online) : 15.06.2026 upto 6:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.e.B and Bid Documents may be downloaded from : https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer-I, Burdwan Division, P.W.Dte.

ICA- T8094(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Beauty Khatun,** Husband's Name - **Eantaj Ali Sekh**, of RA-2/2 B.D Colony, Sector IV, Salt Lake, PS - Bidhannagar South, Kol- 700105, who has been missing Since 20.03.2026, at about 09.00 hrs, Bidhannagar South PS area, Description of this missing person is: **Age -** 27 Years, **Complexion** - Fair, **Height** - 4 Feet 8 Inch, **Wearing** - Red Churidar and Red Pant, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph.No.-033-2450-6120.

ICA- D718(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

PWD TENDER NOTICE

EE/NH Division no. VII, P.W.(Roads) Directorate invites e-NIQ for the work of "Providing round the clock security services by deploying 11 (Eleven) nos. of security guards (without Arms) for guarding office buildings of N.H. Division No.-VII, Chanchal N.H. Sub-Division, Malda N.H. Sub-Division and the office complex under N.H. Division No.-VII in the district of Malda for one year during 2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5014162_1. Bid Submission closing date 03.06.2026 at 11.00 a.m. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from on website: https://www.tender.wb.gov.in Sd/- EE/NH Divn. VII ICA- T8091(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

PWD e-TENDER NOTICE

Executive Engineer, PWD, Kolkata South Division invites e-Quotation for the work of "West Bengal Board For Technician's Studio--- Supplying and installation of Fire extinguisher at Rituparno Ghosh Building, Floor no-- 1, 2, 4, Pump Room and Sub-Station Building". NOTICE INVITING E- QUOTATION No: - EE/KSD/PWD/ e-NIQ-01/2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5014184_1. Technical & financial bid proposal submission start date (Online) 21.05.2026 from 6.00 P.M. Technical & financial bid proposal submission end date (Online): 29.05.2026 up to 2:30 P.M.Details of e-NIQ and other documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.D. Kolkata South Division.

ICA- T8115(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown New born baby (Female) ,** found on 24.04.2026, at about 20.50 hrs, lying on PF No. 08 beside the urinal (In HWHend) at KM 106/18 H, Description of this dead body is: **Age-** 1 Day (Approx), **Sex:** Female, **Complexion**-Sallow, **Height**- 1 Feet(Approx), **Build**-Thin. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D721(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

TENDER NOTICE

Assistant Engineer, PWD, Alipore Elec. Sub-Division,Bhabani Bhawan, Kolkata-27 invites online e-NIT No.03 of 2026-2027 Tender ID: 2026_WBPWD_5014187_1. Bid submission start date 21.05.2026. Bid submission end date 29.05.2026. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in Sd/- AE/AESD.

ICA- T8116(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

TENDER NOTICE

Assistant Engineer, PWD,Alipore Elec. Sub-Division,Bhabani Bhawan, Kolkata-27 invites online e-NIT No.02 of 2026-2027 Tender ID: 2026_WBPWD_5014173_1. Bid submission start date 21.05.2026. Bid submission end date 29.05.2026. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in Sd/- AE/AESD

ICA- T8117(1)/2026

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY LIMITED

(A Govt. of West Bengal Enterprise)

Regd. Office: Vidyut Bhavan, Block-DJ, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-700091

CIN: U40109WB2007SGC113473, www.wbsedcl.in

WBSEDCL

WBSEDCL invites e-Tender(s) as follows:

NIT No.: TCFHP/e-Tender/26-27/03, **Dt.:** 13.05.2026 of the **Project Manager**, **Teesta Canal Fall Hydel Project**. **Estimated Cost:** ₹ 1,74,63,249/- for 'Annual maintenance contract for daily, periodical and annual inspection & round-the-clock maintenance of bulb-type T-G sets (3×7.5 MW), 132 kV & 33 kV switchyards, gates (intake, draft tube, stop log & radial fall) & electrical installations for illumination, along with other electro-mechanical equipment and accessories both inside & outside of Power House at Power Station-III of TCFHP'. ICA- T8070(3)/2026

For details, visit **https://wbtenders.gov.in** & **www.wbsedcl.in**

WBPDCL

Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154

SERVICE CONTRACT FOR MISCELLANEOUS JOBS UNDER C&I DEPARTMENT, SGTPP DURING UNIT-2 OVERHAULING

Notice Inviting E-Tender

Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/SGTPP/CC-5391, Dtd: 16/05/26

NIT No: WBPDCL/SGTPP/NIT/E3986/26-27 Dtd: 14-04-2026

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, SGTPP, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 3 Part bid system for the job **"Service Contract for Miscellaneous jobs under C&I department, SgTPP during Unit-2 Overhauling." Tender Document Download Start Date:** 19-05-2026 at 10:00 Hrs. **Bid Submission End Date:** 02-06-2026 at 15:00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Jaydeep Kundu [Dy. General Manager (Contracts)]. **Contact No.:** 8336903930. **E-mail:** jkundu@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**

ICA- T8104(2)/2026

অফবিট

মুখ রক্ষায় ভাড়ার আত্মীয়, পিঁড়ি ধরার লোকও 'অন ডিমান্ড'! বাঙালি বিয়েতে এখন 'রেন্টাল কালচার'-এর রমরমা

এ. দাশগুপ্ত

বিয়ের দিন মানেই আনন্দ, আবেগ আর বহু মানুষের উপস্থিতি- এমনই ছিল এক সময়ের চেনা ছবি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই দৃশ্যপট বদলেছে অনেকটাই। পরিবারের সদস্য সংখ্যা কমে যাওয়া, আত্মীয়দের দূরে থাকা কিংবা ব্যস্ত জীবনের কারণে এখন অনেক বিয়েতেই লোকজনের অভাব দেখা দিচ্ছে। সেই অভাব পূরণ করতেই গড়ে উঠেছে নতুন এক পরিষেবা, ভাড়ায় পাওয়া যাচ্ছে আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে বিয়ের নানা সরঞ্জাম ও পরিষেবা। কলকাতার এক ইভেন্ট প্ল্যানার বলেন, এখন অনেক পরিবারই চান যেন বিয়েতে লোকের ঘাটতি না বোঝা যায়। এমনও হয়েছে, এক কনের বাবার ইচ্ছা ছিল যেন বিয়েতে আত্মীয়দের উপস্থিতি দেখে পাত্রপক্ষ কোনও প্রশ্ন করতে না পারেন, এবং মেয়ের মনও খারাপ না হয়। সেই চাহিদা পূরণ করতেই বন্ধুবান্ধবদের একটি দলকে 'ভাড়ায় আত্মীয়' হিসেবে হাজির করা হয় এক বিয়েতে। ধুমধাম করে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, অতিথিরাও মিশে যান স্বাভাবিক আনন্দে। শুধু আত্মীয় নয়, বাঙালি বিয়ের নানা প্রথাও এখন ভিন্নভাবে পরিচালিত হচ্ছে। বিয়ের নানা আচার পালনের জন্য প্রয়োজনীয় 'এয়োস্ত্রী' বা বিবাহিত মহিলাদেরও এখন প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়। আবার কনের পিঁড়ি ধরার জন্য ভাই বা জামাইবাবুর অভাব হলে সেই দায়িত্বও পালন করার লোক ভাড়া পাওয়া যায়। কলকাতার এক বিয়ের পরিকল্পনা সংস্থার প্রতিনিধি রেহান ইমাম ওয়ারিস জানান, কেউ চাইলে নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক, এমনকি সাজানো সহকারীও তারা ব্যবস্থা করে দেন। একইভাবে বিয়ের কেনাকাটি, ফোন ধরা, বর-কনের ছোটখাটো কাজে সাহায্য- সব কিছুর জন্যই এখন পাওয়া যায় 'ছায়াসঙ্গী' পরিষেবা। ফলে বিয়ের প্রস্তুতি অনেকটাই সহজ হয়ে গেছে, বিশেষ করে যেসব পরিবার দূরে থাকেন বা যাদের আত্মীয়স্বজন কম।

অন্যদিকে, বিয়ের পরিকল্পনা এখন আর শুধু আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, তা হয়ে উঠেছে এক ধরনের 'চিত্রনাট্য'। অনেকেই আবার বলছেন, এখন বিয়েতে ভিনটেজ গাড়ি, পালকি এমনকি হাতি পর্যন্ত ভাড়া করা যায়। বিয়ের জন্য বিশেষ বসার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে অতিথি আপ্যায়নের প্রতিটি ধাপে থাকে নতুনত্বের ছোঁয়া। একটি বিয়েতে বরযাত্রার জন্য হাতির ব্যবস্থাও করা হয়েছিল বলে জানা যায়। বিয়ের সাজসজ্জাতেও এসেছে থিমের ছোঁয়া। কোথাও আধ্যাত্মিক ভাবনা, কোথাও আবার রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে বিশেষ আয়োজন। এমনকি 'আদি যোগী' থিমে একাধিক পুরোহিত একসঙ্গে মন্ত্রপাঠও করেছেন। মণ্ডপ সাজানো থেকে শুরু করে খাবারের পরিবেশন- সবেতেই এখন থিমভিত্তিক ভাবনা জনপ্রিয়। এক সময়ের সাদামাটা বাঙালি বিয়ে এখন অনেকটাই বদলে গেছে। বর আসে ভিনটেজ কারে, বউয়ের বরণ হয় রাজকীয় সাজে, আলো-আতশবাজিতে ভরে ওঠে পুরো অনুষ্ঠান। বিশেষজ্ঞদের মতে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি ও সামাজিক বাস্তবতা বদলানোর ফলেই বিয়ের এই নতুন রূপ তৈরি হয়েছে।

কলকাতায় অনুবাদ কর্মশালার আয়োজন

কলকাতা, ১৯ মেঃ কলকাতা মেট্রো রেলের দাপ্তরিক ভাষা বিভাগ আজ, ১৯ মে, ২০২৬ তারিখে মেট্রো রেল, পূর্ব রেল এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলের দাপ্তরিক ভাষা ক্যাডারের কর্মীদের জন্য একটি বিশেষ অনুবাদ কর্মশালার আয়োজন করে। মেট্রো রেলের সিনিয়র দাপ্তরিক ভাষা কর্মকর্তা শ্রীমতী কিরণ বোস উপস্থিত কর্মকর্তা এবং অংশগ্রহণকারী অনুবাদকদের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান। পূর্ব রেলের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (সরকারি ভাষা) শ্রী বিক্রম সিং অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সরকারি ভাষা কর্মকর্তা শ্রীমতী রিতা কায়াম এবং পূর্ব রেলের সিনিয়র সরকারি ভাষা কর্মকর্তা ড. মধুসূদন দত্তও উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় কুড়িজন সরকারি ভাষা কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

দুষ্কৃতী দমনে অজয় পাল'দের দিনে গড়ে ৫ অভিযান!

যোগী রাজ্যে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত ২৮৯ অপরাধী

সংবাদ সংস্থা, লখনউ, ১৯ মেঃ পশ্চিমবঙ্গের সদ্য সমাপ্ত বিধানসভার নির্বাচনে বারে বারে এসেছে উত্তর প্রদেশ পুলিশের অপরাধ দমন অভিযানের কথা। সেই প্রসঙ্গ উঠে আসে মূলত দক্ষিণ ২৪ পরগণায় নির্বাচন কমিশনের তরফে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মার ভূমিকায়। উত্তর প্রদেশ ক্যাডারের ২০১১ ব্যাচের এই আইপিএস অফিসার এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট হিসাবে পরিচিত। সেই উত্তরপ্রদেশে অপরাধীদের দমনে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে যোগী আদিত্যনাথের সরকার বিস্তারিত খতিয়ান প্রকাশ করেছে। সেই খতিয়ান অনুযায়ী, ২০১৭-র মার্চ থেকে ২০২৬-এর মে, এই নয় বছরে উত্তর প্রদেশে যোগী আদিত্যনাথের জামানায় দুষ্কৃতী দমনে ১৭ হাজার ৪৩টি অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে ২৮৯ কুখ্যাত দুষ্কৃতী। আহতের সংখ্যা ১১ হাজার ৮৩৪। চলতি বছরের পাঁচ মাসে পুলিশের অভিযানে নিহত হয়েছে ২৩ দুষ্কৃতী। উত্তর প্রদেশ সরকারের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দুষ্কৃতী দমন নিয়ে এই পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। ২০১৭-র মার্চে দেশের বৃহত্তম ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হন যোগী। গেরুয়া বসনধারী মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নিয়েই অপরাধীদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স বা শূন্য সহিষ্ণুতার বার্তা দিয়েছিলেন। সেই থেকে একদিকে যেমন পুলিশের অভিযান জোরদার হয়েছে, অন্যদিকে বিতর্কে জড়িয়েছে যোগী প্রশাসন। বুলডোজার দিয়ে বেআইনি বাড়ি ভাঙা থেকে শুরু করে পুলিশি অভিযানে দুষ্কৃতী নিহতের ঘটনা নিয়ে আইনি ও সাংবিধানিক প্রশ্ন গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। শীর্ষ আদালত বেশ কিছু অভিযান নিয়ে প্রশ্ন তুললেও যোগী আদিত্যনাথের সরকার এই ব্যাপারে পিছু হটেনি। নিহতদের পরিবারের অনেকেরই দাবি, সংঘর্ষ নয়, পুলিশ ধৃতদের ঠান্ডা মাথায় খুন করছে। এই প্রসঙ্গেই আলোচনায় আসে গত

শতকের সাতের দশকে পশ্চিমবঙ্গে নকশালপন্থী এবং নয়ের দশক পর্যন্ত খলিস্তানিদের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রসঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে যোগী আদিত্যনাথ বারে বারে তার সরকারের দুষ্কৃতী দমন অভিযানের সাফল্য তুলে ধরেন। উত্তর প্রদেশ প্রশাসন জানিয়েছে, যোগী আদিত্যনাথ মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর বিগত ৯ বছরে লাগাতার অভিযানে ৩৪ হাজার ২৫৩ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যোগী সরকার জানিয়েছে, দুষ্কৃতী দমন অভিযানে 'শহিদ' হয়েছেন ১৮ জন পুলিশ কর্মী। আহত হয়েছেন বাহিনীর ১৮৫২ জন। যোগী সরকার জানিয়েছে, সবচেয়ে বেশি অভিযান সংঘটিত হয়েছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের মিরাট জোনে। রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তের এই বিভাগীয় শহরের পুলিশ ৪,৮১৩টি অভিযান পরিচালনা করে। গ্রেফতার করেছে ৮,৯২১ জন অপরাধীকে। আহতের সংখ্যা ৩,৫১৩ জন। মিরাট পুলিশের দাবি ৯৭ জন কুখ্যাত অপরাধী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। উত্তর প্রদেশ পুলিশ জানিয়েছে, অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযানে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পুলিশের বারাণসী জোন। এই জনের অধীনে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সংসদীয় কেন্দ্র বারাণসী। ওই জোনে মোট ১,২৯২টি এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটে। তাতে ২,৪২৬ জন অপরাধী গ্রেপ্তার হয়। এনকাউন্টারে নিহত হয় ২৯ জন অপরাধী। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে, এই সময়ের মধ্যে ৯০৭ জন অপরাধী এবং ১০৪ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। এনকাউন্টার অভিযানের ক্ষেত্রে সমগ্র রাজ্যে আগ্রা জোনের অবস্থান তৃতীয়। এখানে ২,৪৯৪টি এনকাউন্টার অভিযান চালানো হয়েছে। সেখানে গ্রেফতার করা হয় ৫,৮৪৫ জন অপরাধীকে। এই সময়ের মধ্যে ৯৬৮ জন অপরাধী আহত হয় এবং ২৪ জন নিহত হয়েছে। এনকাউন্টার চলাকালীন মোট ৬২ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন।

দাম বাড়ল ৫ টাকা পর্যন্ত!

দুধের পর কি আর পাউরুটিও রাখা যাবে না ব্রেকফাস্ট টেবিলে?

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৯ মেঃ মধ্যবিত্তের নিত্যদিনের জলখাবারের থালায় এবার সরাসরি আছড়ে পড়ল আন্তর্জাতিক যুদ্ধের আঁচ। বিশ্ববাজারে জ্বালানির অস্থিরতার ধাক্কায় সাধারণ মানুষের দৈনিক খাদ্যতালিকায় টান পড়তে শুরু করেছে। আমজনতার পকেটে বড়সড় কোপ মেরে দু-দিন আগেই দেশজুড়ে দুধের দাম বাড়ানো হয়েছিল। আর সেই রেশ কাটতে না কাটতেই এবার বাড়ল পাউরুটির দামও। ভারতের বাণিজ্য নগরী মুম্বই এবং তার সংলগ্ন এলাকাগুলিতে আপাতত পাউরুটির দাম এক ধাক্কায় প্যাকেট পিছু সর্বোচ্চ ৫ টাকা পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক মহলে চলতে থাকা ইরান যুদ্ধ এবং তার জেরে মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম লিটার পিছু প্রায় ৩ টাকা ৯০ পয়সা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেই এই চরম মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে বলে বাজার বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। এটাও আশঙ্কা, দেশজুড়ে বিভিন্ন রাজ্যেই এই দাম-বৃদ্ধি হতে চলেছে খুব শিগগির। পাউরুটি প্রস্তুতকারক সংস্থা ও বেকারি মালিকদের বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার। তাঁরা জানাচ্ছেন, পাউরুটি তৈরি করা থেকে শুরু করে তা উপভোক্তার দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া - প্রতিটি স্তরের খরচ এখন আকাশছোঁয়া। গত ১৬ মে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ব্র্যান্ড 'মর্ডন ব্রেড' তাদের সাধারণ পাউরুটির ভ্যারিয়েন্ট বা প্রকারগুলির দাম সংশোধন করে বাড়িয়েছে। আশঙ্কা, মডার্ন ব্রেডের এই পদক্ষেপের পর 'ব্রিটানিয়া' এবং 'উইবস'-এর মতো অন্য বড় বড় নামী ব্র্যান্ডগুলিও খুব দ্রুত পাউরুটির দাম বাড়ানোর পথে হাঁটতে চলেছে। যেহেতু দুধ বা পাউরুটির মতো সামগ্রীগুলি সাধারণ মানুষ প্রতিদিন সকালে কেনেন, তাই দাম সামান্য বাড়লেও মাসের শেষে পারিবারিক বাজেটে তার এক বিশাল ও প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে জ্বালানি তেলের দাম দু-দুবার বৃদ্ধি পাওয়া। এর ফলে পণ্য পরিবহন এবং সরবরাহের গাড়িভাড়া অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, পাউরুটি সেঁকার জন্য বেকারিতে যে গ্যাস ব্যবহার করা হয়, তার খরচ এক ধাক্কায় ঊর্ধ্বমুখী। পাউরুটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় লবণ এবং প্রিজারভেটিভ বা পচনরোধক রাসায়নিকের দাম বেড়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ায় এবং মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় টাকার মূল্য হ্রাস পাওয়ায় প্লাস্টিক আমদানির খরচ বিপুল বেড়েছে। ফলে পাউরুটি প্যাক করার প্লাস্টিকের প্যাকেটের দামও অনেক বেশি দিতে হচ্ছে। আসলে, ভারতে পাউরুটি প্যাকিংয়ের জন্য ব্যবহৃত প্লাস্টিকের কাঁচামালের একটা বড় অংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক সংকটের কারণে টাকার দাম পড়ে যাওয়ায় প্যাকেজিংয়ের খরচ এক লাফে অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে চড়া ফ্রেট বিল বা জাহাজ ভাড়া যুক্ত হওয়ায় প্রস্তুতকারকদের লাভের গুড় কার্যত পিঁপড়েয় খাচ্ছে। এর ঠিক কয়েক দিন আগেই 'গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন' বা আমুল সমগ্র ভারতজুড়ে দুধের দাম লিটার পিছু ২ টাকা বাড়িয়েছিল। তার ওপর প্রথম দফায় ৩ টাকা বাড়ার পর, দ্বিতীয় দফায় পেট্রোল-ডিজেলের দাম লিটারে আরও ৯০ পয়সা বাড়ানো হয়েছে। দিল্লি ও মুম্বইয়ের মতো মেগাসিটিগুলিতে সিএনজি-র দামও বেড়েছে। ফলস্বরূপ, পাউরুটি প্রস্তুতকারকদের একই সঙ্গে উৎপাদন খরচ এবং সরবরাহ খরচ-দুই দিক থেকেই চড়া মার খেতে হচ্ছে। গবেষকদের দাবি, জ্বালানি তেল এবং প্যাকেজিংয়ের খরচ যদি এইভাবেই দিনের পর দিন চড়া থাকে, তবে খুব শীঘ্রই বিস্কুট এবং অন্যান্য প্যাকেটজাত খাবারের দামও সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাবে। পাউরুটির ব্যবসায় লাভের পরিমাণ বা মার্জিন অত্যন্ত কম থাকে এবং এর দৈনিক চাহিদা ব্যাপক, তাই বাজারে যে কোনও ধরনের অর্থনৈতিক চাপ এলে সবার আগে পাউরুটির দামই বাড়ে। মুম্বইয়ের পর খুব দ্রুত দেশের অন্যান্য বড় বড় শহরেও পাউরুটির দাম সংশোধন বা বৃদ্ধি করা হতে পারে বলে আভাস মিলছে। পাউরুটি, দুধ এবং জ্বালানি তেল - এই তিনটিই মানুষের অতি প্রয়োজনীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী। যখন কয়েক দিনের ব্যবধানে এই তিনটিরই দাম একসঙ্গে বেড়ে যায়, তখন মধ্যবিত্তের সংসার চালানো দায় হয়ে পড়ে। এবার এই মূল্যবৃদ্ধির পেছনে গম বা ময়দার ঘাটতি দায়ী নয়, বরং খাবার তৈরি করা, প্যাক করা এবং তা বাজারে নিয়ে যাওয়ার খরচ বেড়ে যাওয়াটাই আসল কারণ।

জ্বালানি সংকট, দিনে বাতিল ১০০-র বেশি ফ্লাইট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৯ মেঃ পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বেড়েছে। ফলে দাম বেড়েছে পেট্রোল-ডিজেলেরও। এদিকে, জ্বালানির খরচ বাড়ার দুধ, পাউরুটির মতো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দামও বাড়তে শুরু করেছে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে একেবারে শিয়রে সংক্রান্তি। শুধু পেট্রোল-ডিজেল নয়। জেট ফুয়েলের দামও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। ফলে প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে উড়ান সংস্থাগুলিকে। বাতিল হয়ে যাচ্ছে একাধিক ফ্লাইট। এয়ার ইন্ডিয়া গত সপ্তাহে জুন থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত একাধিক ফ্লাইট বাতিলের ঘোষণা করেছে। আন্তর্জাতিক রুটে প্রতি সপ্তাহে ১০০টিরও বেশি ফ্লাইট বাতিল করা হচ্ছে। কিছু নেটওয়ার্ক বিমানবন্দরের সংযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে মালে, শিকাগো এবং সাংহাইয়ের মতো জায়গাগুলো অন্তর্ভুক্ত। চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন এয়ার ইন্ডিয়ার যাত্রীরা। এয়ার ইন্ডিয়া আসন সংখ্যা কমানোর ঘোষণা করেছে।

রাশিয়ার তেলে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বড় ঘোষণা আমেরিকার, আরও একমাস স্বস্তি ভারতের

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ১৯ মেঃ রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা নিয়ে বিশ্ব রাজনীতিতে বড় পদক্ষেপ করল ওয়াশিংটন। সমুদ্রে ট্রানজিটে থাকা রুশ তেলের ওপর নিষেধাজ্ঞার বন্ধ রাখার মেয়াদ আরও এক মাস বাড়িয়ে দিল মার্কিন প্রশাসন। সোমবার মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের তরফে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। আমেরিকার এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারত সহ বেশ কয়েকটি আমদানিকরা দেশ সাময়িকভাবে বড়সড় স্বস্তি পেল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের অধীনে থাকা 'অফিস অফ ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল' জানিয়েছে, যে সমস্ত রুশ তেলবাহী জাহাজ গত ১৭ এপ্রিল বা তার আগে থেকে সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে, তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিলের মেয়াদ বাড়িয়ে আগামী ১৭ জুন পর্যন্ত করা হল। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, '১৮ মে, ২০২৬ থেকে

কার্যকর হওয়া 'জেনারেল লাইসেন্স নম্বর ১৩৪সি'-র মাধ্যমে পূর্ববর্তী লাইসেন্স, যা ১৬ মে শেষ হয়ে গিয়েছিল, তার মেয়াদ বাড়ানো হল। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, আগামী ১৭ জুন পর্যন্ত এই ছাড় বহাল থাকবে।'' ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে রাশিয়ার ওপর একাধিক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছিল আমেরিকা ও পশ্চিমী দুনিয়া। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের জোগান স্বাভাবিক রাখতে এবং মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বারবার সাময়িক ছাড় দিতে বাধ্য হয়েছে ওয়াশিংটন। এর আগে গত ৫ মার্চ থেকে এক মাসের জন্য ভারতকে রুশ তেল আমদানিতে বিশেষ ছাড় দিয়েছিল আমেরিকা। তার কিছুদিন পর অন্য কয়েকটি দেশকেও ১১ এপ্রিল পর্যন্ত একই ছাড় দেওয়া হয়। এরপর ১৭ এপ্রিল ফের এক মাসের জন্য এই মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল। এবার সেই মেয়াদ আরও এক মাস বাড়ানো হল। নিষেধাজ্ঞা থেকে ছাড় দেওয়া হলেও আমেরিকার নজরদারি কিন্তু কমছে না। মার্কিন প্রশাসন স্পষ্ট করে দিয়েছে, এই সাধারণ লাইসেন্সের সুবিধা নিয়ে ইরান, উত্তর কোরিয়া, কিউবা বা ইউক্রেনের রুশ অধিকৃত অঞ্চলের কোনও ব্যক্তি, সংস্থা বা যৌথ উদ্যোগের সঙ্গে কোনও রকম আর্থিক লেনদেন করা যাবে না। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ভূ-রাজনীতির জটিল অঙ্কে রাশিয়ার ওপর চাপ বজায় রাখলেও, ভারতের মতো বন্ধু রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরীণ জ্বালানি চাহিদার কথা মাথায় রেখেই বারবার এই 'ওয়েভার' বা ছাড়ের মেয়াদ বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা যেমন সম্ভব হবে, তেমনই ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলিও বড়সড় অর্থনৈতিক ধাক্কার হাত থেকে রক্ষা পাবে।

CHANGE OF NAME

I, DIPANKAR MAJUMDAR, S/O BIPLAB MAJUMDAR, RESIDING AT VILL BANDHAB PALLY, P.O. HARIPUR, P.S. ASHOKNAGAR, DIST. NORTH 24 PGS. DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIPANKAR MAJUMDER, S/O BIPLAB MAJUMDER AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC COURT AT BARASAT VIDE AFFIDAVIT NO.1051 DT.18/5/2026. DIPANKAR MAJUMDAR, S/O BIPLAB MAJUMDAR AND DIPANKAR MAJUMDER, S/O BIPLAB MAJUMDER BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

CHANGE OF NAME

I, Nabo Kumar Ghosh, S/o- Gurupada Ghosh, resident of Vill. Chapra, P.o-Bangaljhi, P.s- Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin-741123 do hereby declare that I have changed my name from Nabo Kumar Ghosh to Nabakumar Ghosh in all purpose, vide affidavit No. 83 sworn in the Court of Notary Public at Krishnagar, Nadia on 15.05.2026. Nabakumar Ghosh and Nabo Kumar Ghosh both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I. Matiyar Shaikh, S/o - Alai Shaikh, resident of Vill, Bramhanagar, Po Hridaypur, P.s- Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin- 741123 do hereby declare that I have changed my name from Matiyar Shaikh to Matiyar Sekh, in all purpose, vide affidavit No. 85 sworn in the Court of Notary Public at Krishnagar, Nadia on 15.05.2026. Matiyar Sekh and Matiyar Shaikh both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, CHAINA SARDAR W/O. DHIMAN SARDAR D/O BISWANATH ROY RESIDING AT VILL+P.O. SONADANGA PS - NAKASHIPARA DIST- NADIA, WEST BENGAL PIN 741126, DO HEREBY DECLARE THAT CHAINA SARDAR AND CHAINA ROY SAME AND ONE IDENTI CAL PERSON IN All OFFICIAL PERPOSE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD. JUDICIAL MAGISTRATE (1st CLASS) AT ALIPOR COURT. ON 13 TH MAY 2026. THAT CHAINA SARDAR AND CHAINA ROY BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

CHANGE OF NAME

I, SABORNI GANGULY, W/o-Bikash Pal, D/o-Gour Gopal Ganguly, DOB-25/04/1983, Residing at 16/5/3A, A.C.Road,By Lane 9, P.O. Khagra, P.S-Berhampore, Dist- Murshidabad, West Bengal,Pin-742103,That my actual name is SABORNI GANGULY which is properly recorded in my Aadhaar card, Passport and other papers, That when my elder son ABHIDEEP PAL's birth certificate being regi. No. WB_BR_2015/20021/1/1756 and my younger son DIPTANGSHU PAL's birth certificate being regi. no. WB_BR_2018/20021/1/3970 were issued to me by the competent authority where my inadvertently name recorded as SABORNI GANGULY PAL in place of my correct name SABORNI GANGULY. That SABORNI GANGULY and SABORNI GANGULY PAL is the same and one identical person.Vide affidavit In the court of the Ld. Judicial Magistrate 1st Class Berhampore at Murshidabad, Date-16/04/2026

CHANGE OF NAME

I, ISHITA GANGULY, W/o-Amitava Mukherjee, 59/6 A.C.Road, P.O.Khagra ,P.S- Berhampore, Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin-742103, That AGNIVA MUKHERJEE is my beloved son & his date of birth 01/08/2013,That my actual name is ISHITA GANGULY as recorded in my Aadhaar card and voter ID card and other papers.That when my said son's birth certificate being registration No.WB_BR_2013/20023/1/3237 date 01/10/2013 was issued to me by the competent authority where my inadvertently name recorded as ISHITA MUKHERJEE in place of my correct name is ISHITA GANGULY.That ISHITA GANGULY and ISHITA MUKHERJEE is the same and one identical person.Vide affidavit In the court of Sub-Divisional Executive Magistrate 1st Class at Berhampore, Murshidabad,Date-07/05/2026

CHANGE OF NAME

I, SAHERA BANU (Old Name) W/o.JAKIR HOSSAIN R/o. Bara Chowdhury Para, P.O. Paharpur, P.S. Kotwali, Dist. Jalpaiguri, WB, that have change my name & shall henceforth be known as SAHERA KHATUN (New Name), vide an Affidavit No. 484 dtd. 16.04.2026, before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Jalpaiguri. That, SAHERA BANU (Old Name) and SAHERA KHATUN (New Name) all are same & one identical person.

CHANGE OF NAME

I, JAKIR HOSEN S/o LATE MAJAMEL HAQUE Residing at Bara Chowdhury Para, P.O. Paharpur, P.S. Kotwali, Dist. Jalpaiguri, WB do hereby solemnly affirm and declare my father's actual name MAJAMEL HAQUE(New Name) instead of MAJAMEL HAK(Old Name), vide an affidavit No. 485 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Jalpaiguri on 16/04/2026. That MAJAMEL HAK(Old Name) and MAJAMEL HAQUE(New Name) both are same one and identical person.

CHANGE OF NAME

I, RAHIMA KHATUN (Old Name) W/o. Jahangir SK R/o. Vill-Nichubandhgora, P.O & P.S. Bolpur, Dist-Birbhum, WB, that have change my name & shall henceforth be known as RAHIMA BIBI (New Name), vide an Affidavit No. 4029 dtd. 19.05.2026, before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Bolpur, Birbhum-731204. That, RAHIMA KHATUN (Old Name) and RAHIMA BIBI (New Name) both are same & one identical person.

CHANGE OF NAME

I, PARVEZ ALAM S/o Late Sk Panna Residing at 12/4, Chamru Singh Lane, P.S. Narkeldanga, Kolkata-700011, WB do hereby solemnly affirm and declare my father's actual name SK PANNA(New Name) instead of SHAIKH PANNA(Old Name), vide an affidavit No. 7416 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on 05/03/2026. That SHAIKH PANNA(Old Name) and SK PANNA(New Name) both are same one and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rasik Mondal (old name) S/o- Rajjak Mondal residing at Rangpur, Dighalkandi, Murutia, Dist-Nadia, Pin-741152 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from RASIK MONDAL to RASHIK MONDAL and henceforth I shall be known as RASHIK MONDAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 19/05/2026. RASIK MONDAL (old name) and RASHIK MONDAL (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sahabuddin Halsona (old name) S/o- Nahur Halsana residing at Bangaljhi, Bangaljhi, Chapra, Dist-Nadia, Pin-741123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SAHABUDDIN HALSONA to SAHABUDDIN HALSANA and henceforth I shall be known as SAHABUDDIN HALSANA (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 19/05/2026. SAHABUDDIN HALSONA (old name) and SAHABUDDIN HALSANA (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Saddam Halsona (old name) S/o- Sahabuddin Halsana residing at Bangaljhi, Bangaljhi, Chapra, Dist-Nadia, Pin-741123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SADDAM HALSONA to SADDAM HALSANA and henceforth I shall be known as SADDAM HALSANA (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 19/05/2026. SADDAM HALSONA (old name) and SADDAM HALSANA (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Hridaytul Haqe Khalifa (old name) S/o- Ramjan Haque residing at Kazipara, Bamanpukur Bazar, Sreemayapur, Nabadwip, Dist-Nadia, Pin-741313 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from HRIDAYTUL HAQE KHALIFA to HIDAYTULLA HAQUE and henceforth I shall be known as HIDAYTULLA HAQUE (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 19/05/2026. HRIDAYTUL HAQE KHALIFA (old name) and HIDAYTULLA HAQUE (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Fazai Sk (Old Name) S/O–Malabox Sk resident of Vill –Panchthupi Anchoyapara , Po- Panchthupi, Ps-Burwan, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742161 do hereby declared that I have changed my name from Fazai Sk to Fajai Sk and henceforth I shall be known as Fajai Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/05/ 2026. My name Fajai Sk & Fazai Sk both are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Ranesh Khatun (Old Name) W/O–Md Mahbubul Haque resident of Vill -Nalkunda, Po-Rameswarpur, Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Ranesh Khatun to Ramesha Khatun and henceforth I shall be known as Ramesha Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld Judicial Magistrate affidavit Berhampore court on 08/05/ 2026. My name Ramesha Khatun & Ranesh Khatun both are same and one identical person,

CHANGE OF NAME

I, Sujit Saha (Old Name) S/O–Nanda Dulal Saha resident of Jajan, Ps- Bharatpur, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742140 do hereby declared that I have changed my name from Sujit Saha to Sujit Kumar Saha and henceforth I shall be known as Sujit Kumar Saha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/05/ 2026. My name Sujit Kumar Saha & Sujit Saha both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Ikram Shaikh (Old Name) S/O–Niyamat Sekh resident of Vill & Po-Patikabari, Ps-Nakashipara, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741126 do hereby declared that I have changed my name from Md Ikram Shaikh to Ekram Sekh and henceforth I shall be known as Ekram Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/05/ 2026. My name Ekram Sekh & Md Ikram Shaikh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rasid Sk (Old Name) S/O– Baytulla Sekh resident of Vill & Po-Matchpota, Ps-Nakashipara, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741124 do hereby declared that I have changed my name from Rasid Sk to Rashidali Sekh and henceforth I shall be known as Rashidali Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/05/ 2026. My name Rashidali Sekh & Rasid Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abdul Aziz Sk (Old Name) S/O–Rashidali Sekh resident of Vill & Po-Matchpota, Ps-Nakashipara, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741124 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Aziz Sk to Abdul Aziz Sekh and henceforth I shall be known as Abdul Aziz Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/05/ 2026. My name Abdul Aziz Sekh & Abdul Aziz Sk both are same and one identical person.

গরম পড়তেই খাটিয়ার চাহিদা বেড়ে হয় দ্বিগুণ, ৭০০-৮০০ টাকা দরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৯ মে ঃ প্রত্যন্ত জঙ্গলমহলে রয়েছে একাধিক মৌলিক জীবিকা। খাট তৈরি তার অন্যতম। চোখের সামনে খাট তৈরি করে চলছে বিক্রি। কাঠের তৈরি চার পায়া খাটিয়া। প্রতিটি পরিবারে একসময় কদর ছিল। তবে বর্তমান দিনে সেই খাটিয়া আর সেভাবে দেখা যায় না। গরম পড়তেই সেই খাটিয়ার চাহিদা বেড়ে হয় দ্বিগুণ। ৪০০ টাকার খাটিয়া বিক্রি হচ্ছে ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা দরে। রানিবাঁধের ঘোড়াধরা হাটে দূরদূরান্ত থেকে বিক্রেতারা কাঠের খাটিয়ার পসরা সাজিয়ে বসেন। বিক্রেতারা জানান, এসময় বিক্রিও হচ্ছে ভাল। দূরদূরান্ত থেকে নিয়ে আসেন খাটিয়ার কাঠামো। বাঁকুড়ার ঝিলিমিলি, পুরুলিয়ার মানবাজার থেকে খাটিয়া বিক্রি করেন ব্যবসায়ীরা। তাঁরা জানান, গ্রীষ্মকালেই মূলতঃ খাটিয়া বিক্রি হয়। এই সময় প্রচুর চাহিদা থাকে। দামও বেশ ভাল পাওয়া যায়। এক একটি খাটিয়া ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। আরেক বিক্রেতা জানান যে তাঁরা নিজেরাই বাড়িতে খাটিয়ার কাঠামো তৈরি করেন। তারপর গরমের সময় বিভিন্ন হাটে এসে সেটা বিক্রি করে বেড়ান। আগেকার দিনে নিজের বাড়িতেই মিস্ত্রি দিয়ে খাট তৈরি করাতেন অনেকেই। তবে সেই ঝুট ঝামেলায় আর যাননা। হাটে বাজারে গিয়ে কিনে নেন খাটিয়া। নিজের চোখের সামনে তৈরি হতে দেখেন খাটিয়াটি। তারপর সেই খাটিয়াটি দড়ি দিয়ে বিছিয়ে নিতে খরচ হয় মোটামুটি হাজার টাকা। এই খাটিয়া ব্যবহার করা হয়, দাওয়া থেকে বারান্দা পর্যন্ত। মাটির বাড়ি, কাঠের খাট! একটি বড় উঠোন। এটাই হচ্ছে গরমের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রত্যন্ত জঙ্গলমহলের একমাত্র দাওয়াই। এই কারণে এই খাটগুলি একটি ঐতিহ্য বহন করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। সেই ঐতিহ্যের সাক্ষী ঘোড়াধরা হাট। কাঠের খাট তৈরি হচ্ছে এবং বিক্রি হচ্ছে নিমেষে। শুধু গরমে আরাম নয়, গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে এই খাটিয়া। সন্ধ্যা নামলে উঠোনে বসে গল্প, দুপুরে বিশ্রাম কিংবা অতিথি আপ্যায়ন, সবক্ষেত্রেই এই খাটিয়ার ব্যবহার আজও চোখে পড়ে। আধুনিকতার ভিড়েও জঙ্গলমহলের বহু পরিবার এখনও ধরে রেখেছে এই পুরনো ঐতিহ্যকে।

গাছে গাছে লিচুর ছড়াছড়ি, ভাল ফলনে খুশি জেলার কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৯ মে ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকায় লিচু চাষে সফলতা এনে দিয়েছে জয়নগর দক্ষিণ বারাসাত বিস্তীর্ণ এলাকায়। মূলতঃ প্রাকৃতিকভাবে লবণাক্ত মাটির জন্য সুন্দরবন অঞ্চল ফল চাষের জন্য খুব একটা উপযুক্ত নয় বলেই ধারণা ছিল বহুদিন। কিন্তু সেই ধারণা ভেঙে দিয়েছেন এলাকার কিছু উদ্যমী কৃষক। তারা প্রমাণ করে দিয়েছেন উপযুক্ত যত্ন, সঠিক বীজ এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করলে এই প্রতিকূল মাটিতেও ফল চাষ সম্ভব। বিশেষ করে লিচুর মতো বিদেশি ফল এখানে সফলভাবে চাষ হচ্ছে। লিচু গাছ ঘিরে কৌতূহল ও আনন্দে মেতে উঠেছেন স্থানীয় মানুষ। বারুইপুর থেকে জয়নগর এলাকার রাস্তার দুই ধারে থোকা থোকা, গাছে গাছে ঝুলে থাকা লিচু দেখে যেন মনে হয় বিদেশে নয়, বরং দক্ষিণ ২৪ পরগনাই হয়ে উঠেছে ফলের এক নতুন উপত্যকা। তবে সমস্যা একটাই সুন্দরবনের প্রতি বছর কখনও ঘূর্ণিঝড়, কখনও অতিবৃষ্টি, আবার কখনও কীটপতঙ্গের আক্রমণে প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন কৃষকরা। অনেক সময় বাগানে কুইন্টাল কুইন্টাল লিচু পড়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এতে চাষিরা আর্থিকভাবে বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়েছেন। তবে এই জেলাতে বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে লিচু চাষ হচ্ছে এবং সহজেই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। এর ফলে কৃষকদের একদিকে যেমন আয় বাড়ছে, তেমনই ফলপ্রেমী মানুষরাও পাচ্ছেন নতুন স্বাদ। আর এই লিচু শুধুমাত্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা নয় চলে যাচ্ছে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুরু করে এমনকি কলকাতা-সহ কলকাতার বিভিন্ন রাজ্যে পৌঁছে যাচ্ছে।

চলন্ত প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৯ মে ঃ চলন্ত প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আগুন, অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা এড়াল বিহার। বিহারের সাসারাম-পাটনা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের একটি কোচে আচমকাই আগুন লেগে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনী। দমকলকর্মীদের তৎপরতায় অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর মেলেনি বলে জানিয়েছে প্রশাসন। কী কারণে ট্রেনের কোচে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখছে রেল কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং.ঃ ২২২-এস/১/তদু-II, তারিখ ১৮.০৫.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-২৪-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ অফিসার্স কলোনি-এ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/১/শিয়ালদহ-এর আওতাধীন এসএসই (ওয়ার্কস)/শিয়ালদহ-এর অধীনে অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ অফিসারদের কোলোনিতে বিভিন্ন ব্লকের ত্রুটিযুক্ত ছাদের ও পাইপলাইনের মেরামতি সহ মেরামতি ও সংস্কার, ক্ষতিগ্রস্ত দরজা ও জানালার প্রতিস্থাপন, স্যানিটারি ফিটিংস সহ আধুনিক শৌচাগারের ব্যবস্থা, মডিউলার কিচেনের ব্যবস্থা এবং কলোনির নর্দমার ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮২,০৯,২৯০.৯৭ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৬৪,২০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। **ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং.ঃ টিএন- ২৫-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/শিয়ালদহ-র আওতাধীনে সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ বরাহনগর রোড, দক্ষিণেশ্বর, বালিঘাট, বালি হল্ট, শ্যামনগর-এর প্ল্যাটফর্ম সিমেন্ট কংক্রীট দ্বারা উত্তোলিত করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৭১,২৯,০৯৭.৭৪ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৭,৪২,৬০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। **ক্র. নং. ঃ ৩। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-২৬-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/শিয়ালদহ-র আওতাধীনে বালি হল্ট, বিধাননগর রোড স্টেশন, পালপাড়া, পলতা, পায়রাডাঙ্গা, শ্যামনগর, শিমুরালি-তে প্ল্যাটফর্ম শেড-এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,৯০,৬৬,৭৫১.৬৪ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১৯,৮১,৩০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। **ক্র. নং. ঃ ৪। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-২৭-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** দমদম/ইআই-এর এমএসডিএসি ট্র্যাক সেকশন-এর সমান্তরালে ডিসি ট্র্যাক সার্কিট ব্যবস্থার দ্বারা ট্রেন ডিটেকশন সিস্টেমের সম্প্রসারণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩৪,০৬,৭৯৭.৭৩ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৬৮,১০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৮ (আট) মাস। **ক্র. নং. ঃ ৫। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-২৮-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/শিয়ালদহের আওতাধীনে (০১ বছরের জন্য) সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (পি.ওয়ে)/শিয়ালদহ-এর অধীনে সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ বিভিন্ন ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,০৩,২৪,০০০.৭৩ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,০৬,৫০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। **ক্র. নং. ঃ ৬। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-২৯-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/শিয়ালদহের আওতাধীনে (০১ বছরের জন্য) সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (পি.ওয়ে)/ব্যারাকপুর-এর অধীনে সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ বিভিন্ন ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩৮,১০,৬৯৪.০২ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৭৬,২০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps. gov.in** -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। SDAH-48/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways. gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway

@easternrailwayheadquarter

কাটতে চলেছে ২৫ হাজার কোটির প্রকল্পের জট? বাণিজ্যে ভোলবদলাতে খুলবে তাজপুর? কী হতে চলেছে নতুন সরকারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৯ মে ঃ দীর্ঘ প্রশাসনিক জটিলতা কাটিয়ে অবশেষে আলোর মুখ দেখতে চলেছে তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর প্রকল্প। রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে এই ২৫ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আসায় দীর্ঘদিনের তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর প্রকল্পকে ঘিরে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে। শিল্পমহলের মতে, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে বছরের পর বছর আটকে থাকা ২৫ হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের পথে এগোতে পারে। দীর্ঘ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে প্রকল্পের কাজ থমকে থাকলেও নতুন পরিস্থিতিতে বদলাতে পারে তাজপুরের ভবিষ্যত। তাজপুর বন্দর নিয়ে নতুন করে আশাবাদী হয়ে উঠেছেন এলাকাবাসী। তাজপুর বন্দর চালু হলে পূর্ব ভারতের বাণিজ্যে বড় পরিবর্তন আসতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বড় জাহাজ সরাসরি প্রবেশ করতে পারায় ট্রান্সশিপমেন্ট হাবের উপর নির্ভরতা কমবে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের খরচও অনেকটাই হ্রাস পাবে। পাশাপাশি কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের উপর চাপ কমে যাওয়ায় পণ্য পরিবহণ আরও দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য হতে পারে। এর ফলে শিল্প ও রফতানি ক্ষেত্রেও

ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। বন্দরকে ঘিরে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হবে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তাজপুরে গভীর সমুদ্র বন্দর তৈরির প্রস্তাব প্রথম সামনে আসে এক দশকেরও বেশি আগে। মূল উদ্দেশ্য ছিল কলকাতা ডক ব্যবস্থার উপর অতিরিক্ত চাপ কমানো এবং রাজ্যের সামুদ্রিক পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করা। শুরুতে এই প্রকল্পে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের, যা বর্তমানে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী পোর্ট নামে পরিচিত, সহযোগিতার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে তাজপুর বন্দর ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। পরবর্তীতে রাজ্য সরকার পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ বা পিপিপি মডেলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। ২০২১ সালে ডিজাইন, বিল্ড, ফাইন্যান্স, অপারেট অ্যান্ড ট্রান্সফার বা ডিবিএফওটি কাঠামোর অধীনে দরপত্র আহ্বান করা হয়। সেই সময় জেএসডব্লিউ ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে পিছনে ফেলে আদানি পোর্টস অ্যান্ড স্পেশাল ইকোনমিক জোন সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল। তবে বিভিন্ন প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কারণে প্রকল্পের অগ্রগতি দীর্ঘদিন থমকে ছিল। ফলে বন্দর তৈরির স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পায়নি এতদিনেও। প্রথমবার দরপত্র আহ্বানের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা আদানি গোষ্ঠী এই প্রকল্প থেকে সরে দাঁড়ায়। এরপর রাজ্য সরকার নতুন করে দরপত্র আহ্বান করে এবং চলতি বছরের ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন জমা নেওয়া হয়। ৩ মার্চ দরপত্র খোলার পর প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, এবার তাজপুর বন্দরের কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে সজ্জন জিন্দাল গোষ্ঠীর সংস্থা জেএসডব্লিউ। নতুন বিনিয়োগকারী সংস্থা এগিয়ে আসায় বহুদিনের আটকে থাকা এই প্রকল্প বাস্তবায়নের আশা আরও জোরালো হয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। নতুন বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর তাজপুর বন্দরের কাজ দ্রুত শুরু করার দাবি আরও জোরালো হয়েছে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করে রামনগরের নবনির্বাচিত বিধায়ক চন্দ্রশেখর মণ্ডল বলেছেন, 'বিজেপির নতুন সরকার গঠন হওয়ার পর কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে বন্দর তৈরির জন্য সকলে আমরা একসঙ্গে চেষ্টা করব। বিশেষজ্ঞদের মতে, এখন প্রকল্পটির ভবিষ্য অনেকটাই নির্ভর করছে নতুন সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং বড় বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ ধরে রাখার উপর। দ্রুত কাজ শুরু হলে পূর্ব মেদিনীপুরের অর্থনীতিতেও বড় পরিবর্তন আসতে পারে।

যাত্রীদের আরও নিরাপদ, মসৃণ এবং সময়ানুবর্তী ভ্রমণ উপহার দিতে কঠিন ভূপ্রকৃতির বাধা পেরিয়ে হাওড়া ডিভিশনের বিশাল পরিকাঠামো উন্নয়ন

কলকাতা, ১৯ মে ঃ যাত্রী নিরাপত্তা, ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা এবং ভ্রমণ স্বাচ্ছন্দ্যকে এক বিশাল বড় বুস্ট (উন্নতি) দিতে, পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশন ব্যান্ডেল - কাটোয়া সেকশনে একটি অত্যন্ত জটিল মেগা ব্লক পরিকাঠামো আপগ্রেডের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের দূরদর্শী নেতৃত্বে এই স্মারক অপারেশনটি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং হাওড়া ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার বিশাল কাপুরের নির্দেশনায় মাঠপর্যায়ে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। বহুমুখী বিভাগের এই অপারেশনটি প্রায় ৪৫০ মিনিটের একটি সম্মিলিত ব্লক উইন্ডোর মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। নির্মাণস্থলে কাজ করার সময় ফ্রন্টলাইন রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার এবং টেকনিশিয়ানদের কঠিন ভূপ্রকৃতি এবং ক্রমাগত মাটি ধসের কারণে এক বিশাল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। শিথিল মাটি বারবার সরে যাওয়া এবং ধসে পড়া সত্ত্বেও, টিমগুলি ব্লকের জন্য বরাদ্দকৃত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সীমিত সময়ের মধ্যে অত্যন্ত চমকারভাবে পুরো অপারেশনটি পরিচালনা করেছে, যা অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব ছাড়াই যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা নিরাপদে পুনরায় শুরু করা নিশ্চিত করেছে। এই মেগা ব্লকটি সফলভাবে দুটি বড় ধরনের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ সম্পন্ন করেছে, যার মূল লক্ষ্য ছিল ট্রেনের গতি বাড়াতে বাধা সৃষ্টিকারী সমস্যাগুলি দূর করা এবং রেললাইনকে আধুনিকীকরণ করা। প্রথমত, ব্যান্ডেল - কাটোয়া সেকশনের ২৬১৩-১৫ কিলোমিটারে জিরেট স্টেশনের কাছে একটি নতুন লিমিটেড হাইট সাবওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। হাওড়ার স্পেশাল ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার আলোকের নেতৃত্বে, টিমগুলি একটি পুরোনো ও ব্যস্ত সড়ক লেভেল-ক্রসিং গেট প্রতিস্থাপনের জন্য রেললাইনের নিচে বিশাল কংক্রিট বক্স সফলভাবে পুশ (স্থাপন) করেছে। যাত্রীদের জন্য এর সুবিধা হলো, রাস্তার গেট খোলা থাকার কারণে ট্রেন চলাচলের দীর্ঘদিনের বিলম্বের স্থায়ী অবসান ঘটল এবং এটি ক্রসিংয়ে দুর্ঘটনার ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে দূর করে ট্রেনগুলিকে এই এলাকায় নিরাপদে দ্রুত গতিতে চলার সুবিধা দেবে। দ্বিতীয়ত, সমুদ্রগড় এবং নবদ্বীপ ধাম স্টেশনের মধ্যবর্তী ৯২ নম্বর ব্রিজে গুরুত্বপূর্ণ নতুন স্টিল ব্রিজ স্ট্রাকচার, যা 'গার্ডার' নামে পরিচিত, সফলভাবে লঞ্চ এবং নোঙর করা হয়েছে। হাওড়ার সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার - III, শ্রী দেবের নেতৃত্বে পরিচালিত এই কাজটি ব্রিজের পুরোনো অংশগুলিকে পাথরের মতো শক্ত নতুন স্টিল দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছে, যা স্থানীয় স্তরের গতি সংক্রান্ত বিধিনিষেধ সম্পূর্ণ দূর করবে। যাত্রীদের আর ব্রিজের ওপর ট্রেনের গতি কমে যাওয়ার ধীর ভাব অনুভব করতে হবে না, এবং কোনো প্রকার ঝাঁকুনি বা কম্পন ছাড়াই যাত্রা অনেক বেশি মসৃণ, শান্ত ও স্থিতিশীল মনে হবে। ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকার এই সময়টিকে সম্পূর্ণ ও সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগাতে, হাওড়া ডিভিশন শ্যাডো ব্লক নামক একটি চতুর কৌশল ব্যবহার করেছিল, যেখানে শত শত অন্যান্য টেকনিশিয়ান কর্মী সেকেন্ডারি রক্ষণাবেক্ষণের এক বিশাল তালিকা সম্পন্ন করতে ফাঁকা রেললাইনে নেমে পড়েন। এই চমকার সমন্বয়ের ফলে কয়েক সপ্তাহের রুটিন মেরামতের কাজ মাত্র কয়েক ঘণ্টায় সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে, যা ভবিষ্যতে ট্রেন বাতিলের প্রয়োজনীয়তা রোধ করবে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং আপগ্রেডের জন্য, হাই-টেক ট্র্যাক-

প্যাকিং মেশিনগুলি অ্যাপ্রোচ পয়েন্ট ট্যাম্পিং সম্পন্ন করেছে এবং নিখুঁতভাবে ৫৬০ মিটার ট্র্যাক সোজা করেছে ও ২টি সুইচ (যা ট্রেনের দিক পরিবর্তন করার ট্র্যাক জয়েন্ট) সমন্বয় করেছে। বর্ষাকালে ঋতুভিত্তিক কাদা ধস বা মাটির স্থানচ্যুতি থেকে রেললাইনকে রক্ষা করতে ধাত্রীগ্রাম, সমুদ্রগড়, জিরাট, গুপ্তিপাড়া, পাটুলি এবং পূর্বস্থলী জুড়ে ৬২টি ভারী স্টিলের পিলার মাটির গভীরে পোঁতা হয়েছে, যা মোট ৩৩৩ মিটারের রেল পাইলিংয়ের সমান। এছাড়া, খামারগাছি ও ত্রিবেণী স্টেশনে দ্রুত ট্র্যাক পরিবর্তনের সুবিধার্থে পুরোনো ট্র্যাক জয়েন্টগুলিকে আধুনিক 'থিক ওয়েব সুইচ' দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং সমুদ্রগড়ে নিখুঁত ট্র্যাক ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করা হয়েছে, অন্যদিকে পূর্বস্থলীতে ডিপ-লরির মাধ্যমে উপকরণ স্থানান্তরের কাজ পরিচালনা করা হয়েছে। একই সময়ে, বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে ট্র্যাকশন ডিস্ট্রিবিউশন বিভাগ নবদ্বীপ ধাম ডিপো থেকে কাজ করে হাই-ভোল্টেজ ওভারহেড বৈদ্যুতিক লাইনে ৯৬টিরও বেশি পৃথক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পন্ন করেছে। এই ব্যাপক বৈদ্যুতিক ওভারহলিংয়ের মধ্যে ছিল ৪ টি ট্র্যাক ক্রসওভার, ৪ টি সেকশন ইনসুলেটর এবং ওভারহেড লাইনের ২৭টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের বার্ষিক ওভারহলিং। দলগুলি ৯টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইনসুলেটেড গ্লুড ট্র্যাক জয়েন্ট পরীক্ষা ও রিফিট করেছে, ১৯টি ওয়্যার প্যাকিং স্যাডল প্রদান করেছে এবং ১৫ টি বিশেষ প্রযুক্তিগত সমন্বয় সম্পন্ন করেছে। বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা আপগ্রেড সম্পূর্ণ করতে কর্মীরা ৩টি বিশেষ রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন বার্ষিক ওভারহল শেষ করেছে, ১৩টি ক্ষয়প্রাপ্ত বিদ্যুৎ-পরিবাহী ড্রপার ও সেফটি ডিসচার্জ রড প্রতিস্থাপন করেছে এবং ওভারহেড তারের উচ্চতায় ২টি নিখুঁত সমন্বয় সম্পন্ন করেছে। এই মেগা ব্লকের সময় সম্পন্ন হওয়া প্রতিটি প্রযুক্তিগত কাজ সরাসরি সাধারণ নিত্যযাত্রীদের জন্য একটি আরও ভালো এবং নির্ভরযোগ্য দৈনিক ভ্রমণের সুবিধা এনে দেয়। মাটির গভীর পাইলিং এবং মেকানিক্যাল ট্র্যাক ট্যাম্পিং নিশ্চিত করে যে ট্রেনের নিচের মাটি সমতল ও শক্তিশালী থাকে, যা ভারী বৃষ্টির সময় ট্রেনকে দুলতে বা দেবে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। ওভারহেড বৈদ্যুতিক তারের ব্যাপক ওভারহলিং হঠাৎ বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা তার ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে, যা যাত্রার মাঝপথে ট্রেন আটকে থাকার প্রাথমিক কারণ। এদিকে, আধুনিক থিক ওয়েব সুইচগুলি নিশ্চিত করে যে ট্রেনগুলি উচ্চ গতিতে অত্যন্ত মসৃণভাবে এক ট্র্যাক থেকে অন্য ট্র্যাকে যেতে পারে, যা হঠাৎ ব্রেক কষার প্রবণতা কমায়, ট্রেনের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করে এবং একটি চাপমুক্ত ভ্রমণের অভিজ্ঞতার জন্য সঠিক সময়ানুবর্তিতা গ্যারান্টি দেয়। এই মাইলফলক অর্জন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন, একটি মাত্র চ্যালেঞ্জিং ব্লকের মধ্যে ৯৬ টি বৈদ্যুতিক আপগ্রেডের পাশাপাশি এই বিশাল ব্রিজ এবং সাবওয়ের কাজ নিরাপদে সম্পন্ন করে, আমরা আমাদের নেটওয়ার্ককে সরাসরি শক্তিশালী করেছি যাতে ব্যান্ডেল - কাটোয়া সেকশনের যাত্রীদের একটি অনেক বেশি নিরাপদ, সময়ানুবর্তী এবং উল্লেখযোগ্যভাবে মসৃণ ভ্রমণ গ্যারান্টি দেওয়া যায়।

স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মাণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসসিএল-ইএনজিজি-৩৩-২০২৬ তারিখঃ ১৬-০৫-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- **ক্রম নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এসএসই/ডব্লিউ/শিলচরের অধিনের শিলচরে পুরোণো জীর্ণ এমজি কোয়ার্টারসমূহের প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মাণ (টাইপ-II, মোট ১৫+১৫ = ৩০ ইউনিট)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৮,৭৫,৪৮,৪৬৪.১৩/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১৭,৫১,০০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হবে ১৫-০৬-২০২৬** তারিখের **১৫.০০ ঘন্টায়** এবং **খোলা যাবে ১৬-০৬-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **১৫-০৬-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps. gov.in** এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), লামডিং, শিলচর
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি

আমি আমার মক্কেল সেখ মোসাওয়ার আলী পিতা- মাকসুদ আলি, সাকিম তালডাঙ্গা, ওয়ার্ড নং ৮, পুরুলিয়া, পোঃ, থানা ও জেলা পুরুলিয়া। এই মর্মে জ্ঞাত করিতেছি যে, তিনি গত ২১.০১.২০২৬ তারিখের ৩১১ / ২০২৬ নং বিক্রয় কোবালা দলিলের মাধ্যমে কেতিকা মৌজাস্থিত আর.এস. খতিয়ান নং ৭০৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৮০ ভুক্ত আর.এস./ এল. আর. প্লট নং ৬৫৮ এর অংশ ০১ কাঠ ০৮ ছটাক বা ২.৪৭৫ ডেসিমেল জায়গা সেখ মজিদ পিতা সেখ হুসেনী সাকিম ভাটবাঁধ ওয়ার্ড নং ৪, পোঃ, থানা ও জেলা পুরুলিয়া এর নিকট হইতে খরিদ করিয়াছি এবং দখল করিয়া আসিতেছি। এখানে উল্লেখিত সেখ মজিদ দুর্গাদাস ঘোষ -এর ওয়ারিশানদের দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার সেখ ফিরোজ এর নিকট ২৯.০৫.২০১৮ তারিখের ২৮৮৬ নং কোবালা দলিল মূলে খরিদ করিয়াছিলেন। উক্ত সেখ ফিরোজ আমমোক্তার নিযুক্ত আমমোক্তারনামা দলিল নম্বরগুলি হইল IV-53, IV-54 তারিখ ১৯.০২.২০১৮ এবং IV-60 তারিখ ২২.০২.২০১৮। উপরোক্ত জমি আমার উক্ত মক্কেল তাহার নামে মিউটেশন করার জন্য বি,এল ও এল, আর, ও অফিসে আবেদন করিয়াছেন।

তাই যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী এক মাসের মধ্যে বি. এল. এন্ড, এল.ও পুরুলিয়া-১ অফিসে আপত্তি দিতে পারেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য গৃহীত হইবে।

Krishna Pada Mahato
Advocate
District Judge Court, Purulia
Enrolment No: F-209/210 of 2006

বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ১৯ মে ঃ বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণে জখম হলেন চারজন। তাদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, পরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মাড়গ্রামের হাসপাতাল পাড়ায়। সোমবার রাতে বাড়ির ছাদে বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। বাড়ির মালিকের নাম হাসিবুদ্দিন সরকার ওরফে ডালু শেখ। পেশায় তিনি বিদ্যুৎ দপ্তরের ঠিকাদার কর্মী। পুলিশ তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ঘটনার পর মাড়গ্রাম থানার পুলিশ বাড়িটি ঘিরে রেখেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আমমোক্তার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে (১) আব্দুস সাত্তার পিতা- মৃত আব্দুস রউফ সাং + পোঃ- ভিটাসিন, থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১৪৯ ও (২) আফসানা সুলতানা স্বামী- সেখ কুতুবউদ্দিন সাং- বালিহাট্টা, পোঃ + থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২১৪৯ মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইংরাজির ২৮.১১.২০১৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর আরামবাগ, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00080/2014 নং আমমোক্তার দলিল মূলে সেখ আসিফউদ্দিন পিতা- মৃত সেখ নজরুল ইসলাম, সাং- কেশবপুর পূর্ব, পোঃ- পূর্ব কৃষ্ণপুর, থানা- আরামবাগ, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১৪৫ মহাশয়কে আমমোর নিয়োগ করেন। উক্ত আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেলগণ যথা (১) মির্জা মহম্মদ সামসিনুল আরাফিন পিতা- মির্জা মহম্মদ মহসীন (২) সাকিলা বেগম স্বামী- মির্জা ইপ্তিকার (৩) আরিফা বেগম স্বামী- মির্জা আপ্তাদ (৪) রিজিয়া বেগম স্বামী- মির্জা ইপ্তিকার সর্বসাং- কেশবপুর পূর্ব, পোঃ- পূর্ব কৃষ্ণপুর, থানা- আরামবাগ, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪১৫, নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইংরাজির ১২.০৭.২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর আরামবাগ হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I/4888/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদ করেন। আমার মক্কেলগণ তাহাদের নিম্ন তফশীল বর্ণিত খরিতকৃত অংশ / সম্পত্তি নিজেদের নাম বরাবর নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. অ্যান্ড এল.আরও আরামবাগ অফিসে আবেদন করিয়াছেন / করিবেন। ইহাতে কারাও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার পর হইতে আগামী এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য করা হইবে।

তপশীল

জেলা- হুগলী, থানা-আরামবাগ, মৌজা- কেশবপুর, জে.এল. নং-৭৭, এল.আর. ১৪১৬ নং খতিয়ান রায়ত স্বত্ব আর.এস. ৩৮৬০ নং দাগে এল.আর ৫২০০ দাগে শালি ১ আনায় ৪ শতক।

প্রসেনজিৎ রানা
(অ্যাডভোকেট)

Notice

এতদ্বারা বিশেষ ভাবে জানানো যাইতেছে যে জাহাঙ্গীর কবীর মন্ডল পিতা- সাহাজান কবীর মন্ডল সাং+পোঃ বাংলানী থানা স্বরুপনগর জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। উক্ত জাহাঙ্গীর কবীর মন্ডল তাহার ভ্রাতা দারাজুল ইসলাম মন্ডল পিতা সাহাজান কবীর মন্ডল গ্রাম+ পোঃ বাংলানী থানা স্বরুপনগর জেলা উত্তর ২৪ পরগনা কে বিগত ইং ৩০.০৭.২০১৮ তারিখে হাঁটাৎগঞ্জ এ. ডি. এস. আর. অফিস এ ১৫০৮০০০৮ নং আমমোক্তারনামা দলিল মুলে এবং বিগত ইংরাজী ২৫.০৯.২০১৯ তারিখে এ. ডি. এস.আর. হাঁটাৎগঞ্জ অফিস এ রেজিষ্ট্রিকৃত ১৫০৮০০০৯ নং আমমোক্তারনামা দলিল মুলে নিম্নে তফশিল বর্নিত দাগের জমির আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। জমির দাগের বিবরণ - মৌজা - বাংলানী, জে. এল. নং ৩৮, এল. আর. ১০৯১৭ নং খতিয়ান ভুক্ত আর. এস ও এল. আর. ৫০৪২, ৫৯১৬, ৫৯১৯, ৫৯২০, ৬০৪৫, ৬০৪৬, ৬০৯৯, ৬১০০, ৬১০১, ৬১১৭, ৬১১৮, ৬৫৫৯, ৭১২৯, ৭১৫০, ৭২৩৪, ৫৯১৬/ ৭৪৯৭, ৫৯১৮ / ৯৭০৭, ৬১১৪, এবং এল. আর. ৬৪৫০ নং খতিয়ান ভুক্ত যাহা সাহাজান কবীর মন্ডল নামীয়- আর. এস ও এল. আর. ৫১১৮, ৫১১৯, ৫১২১, ৫১২২. এ বিষয়ে কাহার কোন অভিযোগ থাকলে স্বরুপনগর BL & LRO অফিস এ এক মাসের মধ্যে অভিযোগ প্রদানের জন্য ঘোষণা করা হইতেছে।

OFFICE OF THE LOCHANPUR GRAM PANCHAYAT
Lochanpur, Islampur, Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER

NIeT.No.- 01/15th FC/ Lochanpur gp/2026-27, E-tender are hereby invited by the Prodhan, Lochanpur Gram Panchayat, Raninagar-1 Block, Islampur , Msd For the Bonafied and Resourceful Contractors. Last date of Tender Submission **25/05/2026.** For Other details Please seen the website **http:// wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Lochanpur GP
Lochanpur Islampur, Murshidabad.

West Bengal Forest Development Corporation Limited
(WBFDCL), KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata – 700106.

ABRIDGED TENDER NOTICE

The undersigned publishes NIT on behalf of EOM, GPW, WBFDCL and DFO P & G (N) Division as follows:

NIT No.	Name of Project	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
05/DFO/PGN/ WBFDCL/25-26 (2nd Call)	Creation and maintenance of landscaping and beautification work at the pond side of the Circuit Bench of Calcutta High Court at Paharpur, Jalpaiguri, over 4,694.63 sqm	20.05.2026	03.06.2026
06/DFO/PGN/ WBFDCL/25-26 (2nd Call)	Creation and maintenance of additional landscaping and beautification work at the Circuit Bench of Calcutta High Court at Paharpur, Jalpaiguri, over 3,690.27 sqm	20.05.2026	03.06.2026

Details of NIT can be seen at **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbfdc.com**

Sd/-
DM, KFCD, WBFDCL

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর : এপি/ইএল/০২/ ২৬-২৭; তারিখ: ১৫-০৫-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নম্বর : এপি/ইএল/০২/২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে – ০৪টি এলসি গেটে (এলসি গেট নম্বর সিএ-১, সিএ-৮, সিএ-১৯ ও সিএ-২০) আইপিএস, ব্যাটারি ও রিলে রুম এবং গেট গুমটি নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য:** ৮,১৮,৩৬২.২৪/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ১৬,৪০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৮-০৬-২০২৬ তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট.(জি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এলএমজি/ইএনজিজি/৩৫ অব ২০২৬; তারিখঃ ১৫-০৫-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/ডিমাপুর অধিক্ষেত্রের অধীনে দুই(০২) বছরের জন্য ওয়ে সাইড স্টেশনে (১৫ টি ল্যাংচোলিয়েট, নাইলালুং, দলদলি, ধনসিরি, রঙাপাহাড়, খোটখোটি, বোকাজান, চোঙ্গাজান, নওজান, সরুপথার, বরপথার, ভিলগাঁও, জামগুড়ি, ওটিং এবং সুখোভি)-এর জন্য বিভিন্ন ওয়াটার ফিলট্রেশন প্ল্যান্টের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৯৪,১৬,৪৮২.৯০ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ২,৯৭,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১০-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে ও খুলবে** ১১-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১০-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টাপর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

AUCKLAND INTERNATIONAL LIMITED
CIN- L36934WB1977PLC031184
Regd. Office : P.O.Jagatdal, 24 Parganas (North), West Bengal-743125
Phones: (033) 2581-2038/25812757
Fax: 2581-3795
Email : ail@aucklandjute.com
Website : www.aucklandjute.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, NOTICE is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, the 29th day of May, 2026, at the Corporate Office of the Company at 5, Middleton Street, Kolkata-700071 inter alia, to consider, approve and take on record the Audited Financial Results of the Company for the fourth quarter and year ended on 31st March, 2026, amongst other businesses.

Further as per the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 & Code of Conduct framed thereunder, the Company has closed the trading window w.e.f. April 01, 2026 for all designated persons (as defined in the code) of the Company which shall remain closed till the closure of 48 hours after the announcement/ declaration of Audited Financial Results of the Company for the fourth quarter and year ended on 31st March, 2026.

For Auckland International Limited
Sd/-
Sangeeta Ghose
Company Secretary

Place: Kolkata
Date : 19.05.2026

GENERAL POWER OF ATTORN
NOTICE

SRI CHANCHAL KUMAR NEYOGI, S/ O LT SATYESH CHANDRA NEOGI, THE APPOIMENT DO HEREBY NOMINATE, CONSTITUTE AND APPOINT SMT RUMKI DAS, D/O SRI CHANCHAL NEOGI,W/O SRI SURAJIT DAS, TO SELL 8 CHATAKS ALSO REGISTRED POWER DEED NO 207230, YEAR 2021, PAGE 272971 TO 272991, VOL-0502-2021, A,D.S.R, HOWRAH AS POWER OF ATTORNEY VENDOR) SRI SUKUMAR SAHA, SRI SAMIR SAHA, SRI SANKAR SAHA, S/O, SRI KANAI SAHA, PURECHASER, REGISTRED SELL DEED NO-212555, AD SR, HOWRAH, VOLUME NO 0502-2021, PAGE 475003 TO 475028, FOR THE YEAR 07/12/2021, DIST HOWRAH, BLOCK, BALLY JAGACHA, MOUZA, BARAKPUR, JL NO-16,P.S BELUR, LR DAG 4050, 4054, 4063,4079, LR KHATIAN 499, IF THERE IS ANY OBJECTION KINDLY CONTACT TO THE BL & LRO BALLY JAGACHA HOWRAH WITHIN 30 DAYS FROM DATE OF ADVERTISEMENT.

শ্রী গণেশ আয়রন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L27109 WB1974PLC029471
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৮, এ.জে.সি. বোস রোড, সার্কুলার কোর্ট, ৩য় তলা, কলকাতা-৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোনঃ ০৩৩-৪০০৭৫৬০৮
ই-মেইলঃ shreeganeshnbfc@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, পরিচালনা পর্ষদের সভা আগামী শুক্রবার, ২৯ মে, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়-৮, এ.জে.সি. বোস রোড, সার্কুলার কোর্ট, ৩য় তলা, কলকাতা-৭০০০১৭-ঠিকানায় দুপুর ২.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে উক্ত সভার আলোচ্যসূচির মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ

১. (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর বিধি ৩৩ অনুসারে, ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলসমূহ বিবেচনা ও অনুমোদন করা

২. কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে ইকুইটি শেয়ারসমূহ তালিকাচ্যুতকরণ

৩. অন্য কোনো বিষয়-যদি প্রয়োজন হয় এবং সভার সভাপতির অনুমতি সাপেক্ষে। অনুগ্রহপূর্বক বিষয়টি নথিবদ্ধ করার অনুরোধ রইল।

শ্রী গণেশ আয়রন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
পরিচালক
DIN– 01166785

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ২০.০৫.২০২৬

PUBLIC NOTICE
ITC LIMITED
Regd office: VIRGINIA HOUSE, 37, J.LNEHRU ROAD, KOLKATA - 700071
TEL – 033 - 22889371

NOTICE is hereby given that the certificate for the under mentioned securities of the company has/have been lost /mislaid and holder of the said securities / applicant has/have applied to the company to release the new certificate. The Company has informed the holders / applicants that the said shares has been transferred to IEPF as per IEPF Rules. Any person who has claim in respect of the said securities should lodge such claim with the company at its registered office within 15 days from this date, else the company will proceed to issue duplicate certificate without further intimation.

NAME OF HOLDER: 1) NARAYAN KRISHNA MOORTHY

Foilo No	No of shares/deb.	Certificate no.(s)	Distinctive (s)
35/01593	3200	63075	911892251 - 911895450
35/01593	1600	129300	2959379271 - 2959380870
35/01593	4800	195973	5139566093 - 5139570892
35/01593	4800	265353	9322820009 - 9322824808

PLACE: DUBAI, UAE, DATE: 20-05-2026 **NAME OF CLAIMANT - Mr. ADITYA NARAYAN**

জয় ভারত মারুতি লিমিটেড

(CIN: L29130HR1987PLC130020)
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ পেস সিটি ।।, মোহাম্মদপুর ঝারসা, খান্ডসা গ্রামের নিকট,
সেক্টর-৩৬, খান্ডসা রোড, গুরুগাঁও, হরিয়ানা - ১২২০০১
ফোনঃ ৯১ ১২৪ ৪৭৬৭৮০০, ফ্যাক্সঃ ৯১ ১২৪ ৪০৩২০১১
ইমেইল আইডিঃ jbml.investor@jbmgroup.com
ওয়েবসাইটঃ https://www.jbmgroup.com

সর্বসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইক্যুইটি শেয়ারের তালিকাভুক্তি বাতিলকরণ) প্রবিধানমালা, ২০২১-এর প্রবিধান ৬ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধানাবলী অনুসারে-এবং ২০০৩ সালে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জে (CSE) ইক্যুইটি শেয়ারের তালিকাভুক্তি বাতিলের জন্য দাখিলকৃত আবেদনসমূহের ধারাবাহিকতায় (যা ২১ আগস্ট, ২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানির সদস্যদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল)-'জয় ভারত মারুতি লিমিটেড' (কোম্পানি) বর্তমানে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (স্টক এক্সচেঞ্জ) থেকে তার ইক্যুইটি শেয়ারসমূহের স্বেচ্ছায় তালিকাভুক্তি বাতিলের জন্য পুনরায় আবেদন করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে এই পদক্ষেপটি ১৯ মে, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। তবে, কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ দেশব্যাপী টার্মিনাল সুবিধা-সহ স্টক এক্সচেঞ্জগুলোতে-অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং BSE লিমিটেড (BSE)-তালিকাভুক্ত থাকা অব্যাহত থাকবে।

তালিকাভুক্তি বাতিলের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্যঃ

SEBI (ইকুইটি শেয়ারের তালিকাভুক্তি বাতিলকরণ) প্রবিধান অনুযায়ী, কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারগুলো কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ (CSE) থেকে তালিকাচ্যুত করা যেতে পারে কারণ এই শেয়ারগুলো NSE এবং BSE-তে তালিকাভুক্ত ও লেনদেনযোগ্য হিসেবে বহাল থাকবে। গত বেশ কয়েক বছর ধরে CSE-তে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারের কোনো লেনদেনই হয়নি এমতাবস্থায়, CSE-তে শেয়ারগুলোর তালিকাভুক্তি বজায় রাখা বিনিয়োগকারীদের জন্য কোনো অর্থবহ সুবিধা প্রদান করে না। বরং এর ফলে কোম্পানির ওপর এমন সব পরিপালন ও তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত খরচ আরোপিত হয়, যা সহজেই এড়ানো সম্ভব। CSE থেকে শেয়ারগুলোর তালিকাভুক্তি বাতিলের এই প্রস্তাবনা শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থের কোনো ক্ষতি করবে না কারণ শেয়ারগুলো NSE ও BSE-তে তালিকাভুক্ত ও লেনদেনযোগ্য হিসেবেই বহাল থাকবে-যা পর্যাপ্ত তারল্যসহ দেশব্যাপী লেনদেনের প্ল্যাটফর্ম সুবিধা প্রদান করে।

জয় ভারত মারুতি লিমিটেড-এর পক্ষে
কোম্পানি সচিব
শুভ সিং

তারিখঃ ১৯।০৫।২০২৬
স্থানঃ গুরুগাঁও

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (C), Br-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No.: KMC/EE(C)Br-V/045/01/2026-2027
Name of work : **Restoration of cobble stone footpath at B.T.M. Sarani (East Side of Writers Building) etc in Ward No.-045**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,83,341.70.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **21 Days**. Last date and time of submission of bid: **30.05.2026 - 11 a.m.** Date and time of opening of tender: **01.06.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **20.05.2026 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Water Supply), (MGPS & WPS), KMC** invites e-tender online in two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/WS/MGPS/03/2026-27
Name of work : **Cleaning sweeping and washing in Plant Area including Jetty at Mullick Ghat Pumping Station**. Estimated Amount: **Rs. 2,18,602.38.** Earnest Money : **Rs. 4,400.00**. Period of Completion : **365 Days**. Last date and time for bid submission (online) : **06.06.2026 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-tender for the following work:
NIT No.: EE/GRWW/PH-V/03/25-26
Name of work : **Strengthening of 750 MM dia Sludge Water Line by MS Jacketing along with desilting of Hi-Drain with Ancillary Civil Works adjoining Santoshpur Road**. Estimated Amount: **Rs. 2,97,311.00.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **15 Days**. Last date and time of receipt of tender (online) : **15.06.2026** at **2 p.m.** Last date and time of opening of tender (online) : **17.06.2026** at **2 p.m.** The bid forms and other details are available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Parks & Squares), KMC** invites e-quotation online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No.: KMC/EE_PS/VII/66/B1/25-26R1 (2nd Call)
Name of work : **Improvement of Golam Jilani Khan Children & Women Park, 3/1, Golam Jilani Khan Road, Kolkata-39, under KMC Ward No.-66**. Estimated Cost : **Rs. 2,49,680.00.** Earnest Money : **Rs. 5,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
2. NIT No.: KMC/EE_PS/VII/66/B2/25-26R1 (2nd Call)
Name of work : **Improvement of Senior Citizen, Women & Children Park at 47L, Golam Jilani Khan Road, Kolkata-39, under KMC Ward No.-66**. Estimated Cost : **Rs. 2,49,630.05.** Earnest Money : **Rs. 5,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
3. NIT No.: KMC/EE_PS/XIII/115/93/25-26R1 (2nd Call)
Name of work : **Development of infrastructure of Sports and Playground in Ward No.-115, Br-XIII, KMC**. Estimated Cost : **Rs. 2,49,097.42.** Earnest Money : **Rs. 5,000.00**. Period of Completion : **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **30.05.2026 - 1 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). Bid opening date for technical proposals (online): **02.06.2026 - 2 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details shall be available on and from **19.05.2026 (10 a.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

33/26-27

আইপিএলে একটি ম্যাচও না খেলে চিপক ছাড়লেন ধোনি, এবছরেই কি অবসর?

চেন্নাই, ১৯ মেঃ গোটা আইপিএলে এবার তাঁকে একবারের জন্যেও দেখা যায়নি চেন্নাইয়ের জার্সিতে। দল হারল কিন্তু ১৩ ম্যাচে একবারের জন্যও হলুদ জার্সিতে দেখা যায়নি ধোনিকে। ঈশান কিষানের দুরন্ত ব্যাটের ফলেই গতকালের ম্যাচে ১ ওভার বাকি থাকতেই জয় পেল হায়দরাবাদ। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে হেরে প্লে-অফের স্বপ্ন কার্যত শেষ ইয়েলো আর্মির। তবে কেন একটাও ম্যাচে দেখা গেল না ধোনিকে? কি সেই কারণ? ১৩ ম্যাচে কেন খেললেন না ধোনি? আইপিএলে গতকাল চিপকে শেষ ম্যাচ খেলে ফেলল সিএসকে। ১৩ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে পয়েন্টস টেবিলের ৬ নম্বর স্থানে রয়েছে সিএসকে। তাদের এই আইপিএলে বাকি আর ১ ম্যাচ। আগামী ২১ মে গুজরাটের সঙ্গে খেলবে সিএসকে। সেই ম্যাচে যেমন জিততে হবে রুতুরাজদের, তেমনই তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য দলের ফলের দিকেও। গতকাল

প্রথম ইনিংস শেষের পরেই মাঠে নেমে আসেন ধোনি। সম্পূর্ণ দলের সঙ্গে ফটোশুট করেন মাহি। তিনি মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ চিপকে উন্মাদনার প্লাবন বয়ে যায়। সুরেশ রায়নার সঙ্গে কথাও বলেছিলেন ধোনি। দেশের জার্সিতে বহুদিন আগেই অবসর নিয়েছেন ধোনি। গতকালের পর সমর্থকরা ধরেই নিয়েছেন, এই আইপিএলেই শেষবারের মতো হলুদ জার্সিতে ধোনিকে মাঠে দেখে নিয়েছেন তাঁরা। গতকাল ম্যাচ শুরুর আগে টসের সময় সিএসকে অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে জিজ্ঞেস করা হয়, ধোনি কি খেলবেন? সেই উত্তর রুতু ইগনোর করলেও সমর্থকরা ছিলেন উদ্বিগ্ন। আইপিএল শুরুর আগেই প্রস্তুতি শিবির চলাকালীন পায়ের কাফ মাসলে চোট পেয়েছিলেন ধোনি। এর পরেই শেষ হয়ে যায় তাঁর আইপিএল স্বপ্ন। পরে সুস্থ হয়ে গেলেও আবার চোট পেয়েছিলেন ধোনি। সুতরাং, আইপিএল আর খেলা হয়নি ধোনির। এই মুহূর্তে বাকি একটি মাত্র ম্যাচ। সেই ম্যাচে ধোনি না খেললে আইপিএলে সমাপ্তি হল ধোনি যুগের, বুঝতেই পারছেন সমর্থকের।

আফগানিস্তান সিরিজে রোহিত-বিরাট-হার্দিক

তবে বিশেষ শর্ত বেঁধে দিল বিসিসিআই! দলে একগুচ্ছ নতুন মুখ

সংবাদ সংস্থা, গুয়াহাটি, ১৯ মেঃ দলে নাম আছে। কিন্তু খেলা এখনও নিশ্চিত নয়। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজের স্কোয়াডে রাখা হয়েছে রোহিত শর্মা ও হার্দিক পাণ্ডিয়াকে। তবে

দু'জনেরই চূড়ান্ত অংশগ্রহণ নির্ভর করছে ফিটনেস পরীক্ষার উপর। প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর স্পষ্ট জানিয়েছেন, মেডিক্যাল একমাত্র ক্লিয়ারেন্স পেলেই তাঁরা মাঠে নামবেন, অন্যথায় নয়। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এই সিরিজ শুরু ১৪ জুন। ম্যাচ হবে ধর্মশালা, লখনউ ও চেন্নাইয়ে। তার আগে ৬ জুন মুল্লানপুরে একমাত্র টেস্ট খেলবে ভারত। ওয়ান ডে সিরিজে ভারতীয় দলের নেতৃত্বে শুভমান গিল। সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে শ্রেয়স আইয়ারকে। দলে রয়েছেন বিরাট কোহলি, কেএল রাহুল, ঈশান কিষাণ, কুলদীপ যাদবদের মতো সিনিয়র ক্রিকেটার। উল্লেখযোগ্যভাবে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে জসপ্রীত বুমরাহকে। টেস্ট দলে নেই রবীন্দ্র জাদেজাও। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, ঋষভ পন্থের পরিবর্তে সহ-অধিনায়ক কেএল রাহুল। অন্যদিকে ওয়ান ডে স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন নতুন মুখ প্রিন্স যাদব। এছাড়া গুরনুর ব্রার ও হর্ষ দুবেও দলে রয়েছেন। ঈশান কিষাণ ফিরেছেন দ্বিতীয় উইকেটকিপার হিসেবে। এক ম্যাচের টেস্ট সিরিজের দলেও একাধিক নতুন নাম। প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পেলেন স্পিনার মানব সুতার ও পেসার গুরনুর ব্রার। দু'জনেই আইপিএলে গুজরাত টাইটান্সের ক্রিকেটার। শুভমান গিল ওয়ান ডে-র পাশাপাশি টেস্ট দলেরও অধিনায়ক। ওপেনিংয়ে যশস্বী জয়সওয়াল। এছাড়া জায়গা পেলেন সাই সুদর্শন, দেবদত্ত পড়িক্কল, নীতীশকুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, মহম্মদ সিরাজ ও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। উইকেটকিপিং বিভাগে রয়েছেন ঋষভ পন্থ ও ধ্রুব জুরেল।

ভারতের টেস্ট দল। শুভমান গিল (অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, কেএল রাহুল (সহ-অধিনায়ক), সাই সুদর্শন, ঋষভ পন্থ, দেবদত্ত পড়িক্কল, নীতীশকুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, মানব সুথার, গুরনুর ব্রার, হর্ষ দুবে, ধ্রুব জুরেল।

ভারতের ওয়ান ডে দল। শুভমান গিল (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার (সহ-অধিনায়ক), কেএল রাহুল, ঈশান কিষাণ, হার্দিক পাণ্ডিয়া, নীতীশকুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, প্রিন্স যাদব, অর্শদীপ সিং, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, কুলদীপ যাদব, গুরনুর ব্রার, হর্ষ দুবে।

নেইমারকে নিয়েই বিশ্বকাপে ব্রাজিল

সংবাদ সংস্থা, সাও পাওলো, ১৯ মেঃ হেক্সা জয়ের স্বপ্নের মিশনের জন্য সোমবার ভারতীয় সময় মধ্যরাতে ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেন ব্রাজিলের প্রধান কোচ। বিশ্বকাপ দলে নেইমার থাকবেন কি-না, ব্রাজিলের দল ঘোষণা ঘিরে সবচেয়ে বেশি কৌতূহল ছিল এটাই। নাচেগানে ভরপুর ঘণ্টাব্যাপী জমকালো এক অনুষ্ঠানের শেষে দল ঘোষণা করতে মঞ্চে উঠলেন আনচেলত্তি। একে একে গোলরক্ষক থেকে শুরু করে রক্ষণ ও মাঝমাঠের সেনানীদের নাম ঘোষণা করলেন তিনি। এরপর, আক্রমণভাগের শুরুতেই একটা চমক ধরা দিল, ১৯ বছর বয়সী এন্দ্রিক। রিয়াল মাদ্রিদে খেলার যথেষ্ট সুযোগ না পেয়ে ধারের চুক্তিতে লিলে যোগ দেন তিনি। আর ফরাসি ক্লাবটিতে আলো ছড়িয়ে আনচেলত্তির মনও জয় করেছেন দারুণ প্রতিভাবান এই ফরোয়ার্ড। এরপরও একে একে গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি, ইগোর থিয়াগো, লুইস এইহিকে ও মাথেউস কুইয়ার নাম ঘোষণার পর, আনচেলত্তির মুখে নেইমারের নাম উচ্চারিত হতেই উপস্থিত দর্শকদের উচ্ছ্বাস কয়েক গুণ বেড়ে যায়। কোচও বাধ্য হয়ে কিছুক্ষণ থামেন। নেইমারকে দলে দেখার প্রত্যাশায় ব্রাজিলিয়ানরা কতটা বিভোর হয়ে ছিলেন, সেটাই যেন ফুটে ওঠে তখন। ২০২৩ সালের অক্টোবরে জাতীয় দলে থাকার সময়ই গুরুতর চোট পেয়ে লম্বা সময়ের জন্য ছিটকে যান তিনি। এরপর

একের পর এক চোট আঘাত হানে তার শরীর। হারিয়ে ফেলেন ফর্ম। সেভাবে আসলে মাঠে নামারই সুযোগ হয়নি দীর্ঘদিন। বাধ্য হয়ে আল হিলালের সঙ্গে চুক্তির ইতি টেনে, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে স্বদেশের ক্লাব সান্তোসে ফিরে যান নেইমার। লক্ষ্য ছিল একটাই, পুরোপুরি সুস্থ হয়ে আবার নিজেকে ফিরে পেয়ে জাতীয় দলে ফেরা। কিন্তু এখানেও সমস্যা তার পিছু ছা।ছিল না। তবে হাল ছাড়েননি প্রাক্তন বার্সেলোনা ও পিএসজি তারকা। তারই সুফল পেলেন এবার। আড়াই বছরের বেশি সময় পর আবার জাতীয় দলে ফিরলেন দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ ৭৯টি গোল করা নেইমার। দর্শকরা একটু শান্ত হওয়ার পর, বাকি তিন ফরোয়ার্ড রাফিনিয়া, রায়ান ও ভিনিসিউস জুনিয়রের নাম ঘোষণা করেন আনচেলত্তি। আগামী ১৩ জুন মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপে যাত্রা শুরু হবে ব্রাজিলের। 'সি' গ্রুপে তাদের অন্য দুই প্রতিপক্ষ হাইতি ও স্কটল্যান্ড।

।। ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দল ।।

গোলরক্ষক- আলিসন, এদেরসন, ওয়েভেরতন

ডিফেন্ডার- অ্যালেক্স সান্দ্রো, ব্রেমার, দানিলো, দগলাস সান্তোস, গাব্রিয়েল মাগালিয়াইস, ইবানেজ, লেও পেরেইরা, মার্কিনিয়োস

মিডফিল্ডার- ওয়েসলি, ব্রুনো গিমারেস, কাসেমিরো, দানিলো সিনিয়র, ফাবিনিও, লুকাস পাকেতা

ফরোয়ার্ড- এন্দ্রিক, গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি, ইগোর থিয়াগো, লুইস এইহিকে, মাথেউস কুইয়া, নেইমার, রাফিনিয়া, রায়ান ও ভিনিসিউস জুনিয়র

বার্নলির বিপক্ষে কষ্টের জয়ে শিরোপার আরও কাছে আর্সেনাল

ধীরলয়ে শুরু ম্যাচে সময় গড়ানোর সঙ্গে আক্রমণের ধার বাড়াল আর্সেনাল। পোস্ট বাধা হয়ে দাঁড়ানোয় গোলের অপেক্ষা বাড়ল বটে, তবে তা দীর্ঘ হলো না। কাই হাভার্টজ দলকে এগিয়ে নিলেন প্রথমার্ধে। দ্বিতীয়ার্ধে আবারও পোস্ট দাঁড়াল দেয়াল হয়ে। তাতে ব্যবধান না বাড়লেও, কষ্টের জয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ শিরোপার আরও কাছে পৌঁছে গেল মিকেল আর্তেতার দল।

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ১৯ মেঃ এমিরেটস স্টেডিয়ামে সোমবার প্রিমিয়ার লিগের ৩৭তম রাউন্ডে টেবিলের নিচের দিকের দল বার্নলির বিপক্ষে প্রত্যাশিত জয় পেয়েছে আর্সেনাল। ১-০ ব্যবধানের জয়ে ৮২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে তারা। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে ব্যবধান বাড়িয়ে ২০০৩-০৪ মরসুমের পর পাচ্ছে প্রথম লিগ শিরোপার ঘ্রাণ। ৩৬ ম্যাচে ৭৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে সিটি। তাদের বাকি আছে দুই ম্যাচ, আর্সেনালের একটি। সিটির সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধান ৫ হলেও, স্বপ্ন পূরণে কাজ এখনও বাকি। শেষ রাউন্ড 'গানার' খ্যাত দলটি খেলতে যাবে ক্রিস্টাল প্যালেসের মাঠে। ঘরের মাঠে উৎসবের আমেজে শুরু হওয়া ম্যাচের ত্রয়োদশ মিনিটে বুকায়ো সাকার শট এক ডিফেন্ডারের মাথায় লেগে দিক পাল্টে পোস্টের বাইরে দিয়ে যায়। সেই কর্নার থেকে কাই হাভার্টজের বাম পায়ের শটও থাকেনি লক্ষ্যে। এরপরই দুর্ভাগ্য পথ আগলে দাঁড়ায় আর্সেনালের। লেয়ান্ড্রো ট্রসাডের ডান পায়ের জোরাল শট গোলকিপারকে ফাঁকি দিয়ে পোস্টে লাগে। আর্সেনালের চাপ সামলে ২৭তম মিনিটে পাল্টা আক্রমণে ওঠে প্রথম লেগের দেখায় ২-০ গোলে হারা বার্নলি।

তবে, সতীর্থের ক্রসে হান্নিবাল মেজেব্রির শট যায় পোস্টের অনেক বাইরে। একটু পর ডান দিকের বাইলাইনের একটু ওপর থেকে সাকার আড়াআড়ি ক্রসে হেড দেওয়ার কেউ ছিল না গোলমুখে। ৩৪তম মিনিটে বক্সে লুকাস পিয়ার্স বল দখলের লড়াইয়ে সাকার পা মাড়িয়ে দিলে পেনাল্টির জোরাল আবেদন করে আর্সেনাল। মেলেনি রেফারির সাড়া। ভিএআরে পা মাড়ানোর দৃশ্য স্পষ্ট দেখা গেলেও রেফারি বদলাননি আগের সিদ্ধান্ত। তিন মিনিট পরই হতাশ গ্যালারি মেতে ওঠে উল্লাসে। সাকার নিখুঁত কর্নারে অনেকটা লাফিয়ে হাভার্টজের হেডে বল চোখের পলকে জালে জড়ায়। আর্সেনাল সমর্থকদের মধ্যে ফিরে আসে ম্যাচ শুরুর আগের উচ্ছ্বাস। লিগে সবশেষ হোম ম্যাচ হওয়ায় কিক অফের আগেই উৎসবে মেতেছিল তারা। নানা রঙের ফ্লেয়ার আর হর্ষধ্বনিতে তারা মাতিয়ে রাখে স্টেডিয়ামের ভেতর-বাহির। প্রথমার্ধে ৯ শটের মাত্র দুটি লক্ষ্যে রাখতে পারা আর্সেনাল দ্বিতীয়ার্ধে বার্নলিকে চেপে ধরার চেষ্টা করতে থাকে। ৫৩তম মিনিটে আবারও দুর্ভাগ্যের শিকার তারা। এবার এবেরেচি এজের সাইড ভলি ড্রপ খেয়ে ক্রসবারের উপরের দিকে লেগে বেরিয়ে যায়। এরপর থেকে আর্সেনালের আক্রমণের ধার কমতে থাকে। ৬৭তম মিনিটে লেসলিকে অহেতুক ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন হাভার্টজ। জার্মান এই ফরোয়ার্ডের ভাগ্য ভালো যে ভিএআর চেক করলেও, কার্ডের রং বদলাননি রেফারি। একটু পরই হাভার্টজকে তুলে নেন আর্তেতা। সতীর্থের ব্যকপাস ক্লিয়ার করতে গিয়ে ৭৯তম মিনিটে বার্নলি গোলকিপার ম্যাক্স ওয়েসিস একটু সময় নেন। একই সময়ে বলের নিয়ন্ত্রণ নিতে ছুটে যান ভিক্তর ইয়োকেরেশ। তবে ওয়েসিস শট নেওয়ার সময় তার সাথে সংঘর্ষে পড়ে যান ইয়োকেরেশ। তাদের ফাউলের আবেদনে যদিও সাড়া মেলেনি। যোগ করা সময়ের শুরুতে উড়ে আসা বলের নিয়ন্ত্রণ পেতে আর্সেনাল গোলকিপার দাভিদ রায়া ও বার্নলির জিয়ান ফ্লেমিং প্রায় একই সময়ে লাফিয়ে ওঠেন। তাতে সংঘর্ষ হলে রেফারি হলুদ কার্ড দেখান ফ্লেমিংকে। শেষের বাঁশি বেজে ওঠার আগ মুহূর্তে ব্যবধান দ্বিগুণের ভালো সুযোগ পান গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। কিন্তু গায়ের সঙ্গে সেঁটে থাকা ডিফেন্ডার কাইল ওয়াকারের চ্যালেঞ্জে শটই নিতে পারেননি তিনি।

আইপিএলের দেশে এবার বিগ ব্যাশ!

চেন্নাইয়ে হতে পারে অস্ট্রেলিয়ার টি টোয়েন্টি লিগের লড়াই

নিজস্ব প্রতিবেদন

অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগ এবার ভারতে? জল্পনা অনেকদিন ধরেই চলছিল। এবার সেই সম্ভাবনা আরও জোরালো। চলতি বছর ডিসেম্বরে চেন্নাইয়ে বিগ ব্যাশের উদ্বোধনী ম্যাচ আয়োজনের প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত বলে খবর। সোমবার এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে হাজির ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পাঁচ প্রতিনিধি। তাঁরা মাঠ ঘুরে দেখেন, তামিলনাড়ু ক্রিকেট সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকও করেন। যদিও এখনও সরকারি ঘোষণা হয়নি, তবু ঘটনাপ্রবাহ বলছে, আলোচনা অনেক দূর এগিয়েছে। পিটিআইকে তামিলনাড়ু ক্রিকেট সংস্থার এক কর্তা জানান, অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিরা চিপকে এসে সম্ভাব্য আয়োজন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পরে তাঁরা চেন্নাই সুপার কিংস বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ আইপিএল ম্যাচও দেখেন। পরিকল্পনার শুরু অবশ্য বেশ আগে থেকে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার দুই প্রতিনিধি চেন্নাইয়ে আসেন। মূল লক্ষ্য ছিল, বিগ ব্যাশের ম্যাচ আয়োজন আদৌ সম্ভব কি না, সেটা খতিয়ে দেখা। সোমবারের সফর সেই প্রাথমিক আলোচনারই পরের ধাপ বলে মত বিশ্লেষকদের। এবার প্রতিনিধি দল আগের চেয়েও বড়। যার অর্থ, সম্ভাবনা শুধু আলোচনায় আটকে নেই, পরিণতির দিকে এগোচ্ছে।

যদিও ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া বা তামিলনাড়ু ক্রিকেট সংস্থা কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে সূচি বা ম্যাচের বিস্তারিত ঘোষণা করেনি। কোন দুই দল খেলবে, ম্যাচ কবে হবে-এসবও স্পষ্ট নয়। ২০১১ সালে শুরু হওয়া বিগ ব্যাশ লিগ অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় ঘরোয়া টি-২০ প্রতিযোগিতা। বিশ্ব ক্রিকেটেও এই লিগের আলাদা পরিচিতি রয়েছে। কিন্তু এতদিন টুর্নামেন্ট পুরোপুরি অস্ট্রেলিয়াতেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেই জায়গা থেকে ভারতে ম্যাচ আয়োজন বড় পদক্ষেপ। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া বুঝতে পারছে, বিশ্বক্রিকেটের সবচেয়ে বড় বাজার এখন ভারত। আর তাই ভারতীয় দর্শকদের আরও কাছে পৌঁছনোর মরিয়া চেষ্টা। বিশেষ করে আইপিএলের বিপুল জনপ্রিয়তার দৌলতে নিজেদের ব্র্যান্ডকেও বড় পরিসরে তুলে ধরতে চাইছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। চেন্নাইয়ের এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়াম দেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ক্রিকেট ময়দান। আন্তর্জাতিক ম্যাচ, আইপিএল, বড় টুর্নামেন্ট-সব মিলিয়ে এই মাঠের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। এখানে যদি বিগ ব্যাশের ম্যাচ হয়, তাহলে তা শুধু অস্ট্রেলিয়ার লিগের জন্য নয়, ভারতীয় ক্রিকেটের ক্ষেত্রেও বিরল ঘটনা! বিদেশি কোনও বড় ঘরোয়া টি-২০ লিগের ম্যাচ এ দেশে আয়োজন আগে তেমন দেখা যায়নি। এখন শুধু সরকারি ঘোষণার অপেক্ষা। সব ঠিকঠাক এগোলে, ডিসেম্বরেই আইপিএলের দেশে দেখা যেতে পারে বিগ ব্যাশের প্রথম লড়াই।

নাম: রিহানসী চ্যাটার্জি, পিতা- সৌরভ চ্যাটার্জি, মাতা- সৌমী চ্যাটার্জি, বয়স- ৮ বছর, ঠিকানা- কাটলিয়া, হাওড়া ৭১১৪০৯, বিদ্যালয়- দিল্লী পাবলিক স্কুল, নৃত্য বিদ্যালয়- কুচিপুড়ি মধুছন্দম্, নৃত্য শিক্ষিকার নাম - মধুমিতা পাত্র, ঠিকানা- শলপ মণ্ডল পাড়া, ডোমজুড়, হাওড়া-৭১১৪০৯। নৃত্য শিক্ষা গ্রহণ করছেন - ৫ বছর ধরে।

স্কলারশিপ: ১২৯ তম ইন্টারন্যাশনাল ডান্স ফেস্টিভ্যাল, রবীন্দ্র নৃত্যকৃতি সম্মান, ১৩০ তম ন্যাশনাল ডান্স ফেস্টিভ্যাল নবীন কলা নৃত্য মহোৎসব আয়োজিত রাষ্ট্রীয় নৃত্যকৃতি পুরস্কার, ১৩২ তম ন্যাশনাল ডান্স ফেস্টিভ্যাল বসন্ত রাগিণী আয়োজিত রবীন্দ্র নৃত্যকৃতি পুরস্কার, ১৩৩ তম ন্যাশনাল ডান্স ফেস্টিভ্যাল বিষ্ণুপুর নৃত্য মহোৎসব আয়োজিত নৃত্য মাণিক্য সম্মান, সংবাদ শিরোনাম আয়োজিত পঞ্চম আন্তর্জাতিক নৃত্য উৎসব "নৃত্যরত্ন সম্মান"।

নাম: শ্রেষ্ঠা পণ্ডিত, পিতা- সমীর পণ্ডিত, মাতা- তনুশ্রী পন্ডিত, বয়স- ১১ বছর, ঠিকানা- শলপ উত্তর পল্লী, বিদ্যালয়- মাকড়দহ গার্লস হাই স্কুল, নৃত্য বিদ্যালয়- কুচিপুড়ি মধুছন্দম্, নৃত্য শিক্ষিকার নাম - মধুমিতা পাত্র, ঠিকানা- শলপ মণ্ডল পাড়া, ডোমজুড়, হাওড়া-৭১১৪০৯। নৃত্য শিক্ষা গ্রহণ করছেন - ৮ বছর ধরে।

স্কলারশিপ: A unit of Yatra India Limited, আয়োজিত Festival এ নির্বাচিত হয় ২০২৩ | Ministry of Culture আয়োজিত Neheru Childern's Museum এ তথা Abhyas ও Prayash E Z C C আয়োজিত Festival সহ তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর 'শিশু কিশোর উৎসব' এবং সংবাদ শিরোনামে নৃত্য রত্ন সম্মান, পৌষালী নৃত্য উৎসব, নবীন কলা নৃত্য মহোৎসব, বসন্ত রাগিনী ICCR কলকাতা নৃত্য উৎসবে অংশগ্রহণ করেছে, ১৩০ তম ন্যাশনাল ডান্স ফেস্টিভ্যাল নবীন কলা নৃত্য মহোৎসব, ১৩২ তম ন্যাশনাল ডান্স ফেস্টিভ্যাল বসন্ত রাগিণী রবীন্দ্র নৃত্যকৃতি পুরষ্কার, ১২৯ তম পৌষালি নৃত্যউৎসব "রবিন্দ্র নৃত্যকৃতি সম্মান", সংবাদ শিরোনাম আয়োজিত পঞ্চম আন্তর্জাতিক নৃত্য উৎসব "নৃত্যরত্ন সম্মান", সংবাদ শিরোনাম আয়োজিত আন্তর্জাতিক নৃত্য উৎসব "নৃত্যরত্ন সম্মান", ১৩৩ তম ন্যাশনাল ডান্স ফেস্টিভ্যাল বিষ্ণুপুর নৃত্য মহোৎসব "নৃত্য মাণিক্য সম্মান", পঞ্চদশ রাজ্য শিশু কিশোর উৎসবে "সমবেত নৃত্য" বিষয় অংশগ্রহণকারী।

নাম: রুহিতা মাজি, পিতা- রাকেশ মাজি, মাতা- অর্পিতা মাজি, বয়স- ১১ বছর, ঠিকানা- মনসা ডাঙ্গা লাল বাড়ি, বিদ্যালয়- মাকড়দহ গার্লস হাই স্কুল, নৃত্য বিদ্যালয়- কুচিপুড়ি মধুছন্দম্, নৃত্য শিক্ষিকার নাম - মধুমিতা পাত্র, ঠিকানা- শলপ মণ্ডল পাড়া, ডোমজুড়, হাওড়া-৭১১৪০৯। নৃত্য শিক্ষা গ্রহণ করছেন -৯ বছর ধরে।

স্কলারশিপ: A unit of Yatra India Limited, আয়োজিত Festival এ নির্বাচিত হয় ২০২৩ | Ministry of Culture আয়োজিত Neheru Childern's Museum এ তথা Abhyas ও Prayash E Z C C আয়োজিত Festival সহ তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর 'শিশু কিশোর উৎসব' এবং সংবাদ শিরোনামে নৃত্য রত্ন সম্মান, পৌষালী নৃত্য উৎসব, নবীন কলা নৃত্য মহোৎসব, বসন্ত রাগিনী ICCR কলকাতা নৃত্য উৎসবে অংশগ্রহণ করেছে, ১৩০ তম ন্যাশনাল ডান্স ফেস্টিভ্যাল নবীন কলা নৃত্য মহোৎসব, ১৩২ তম ন্যাশনাল ডান্স ফেস্টিভ্যাল বসন্ত রাগিণী রবীন্দ্র নৃত্যকৃতি পুরষ্কার, ১২৯ তম পৌষালি নৃত্যউৎসব "রবিন্দ্র নৃত্যকৃতি সম্মান", সংবাদ শিরোনাম আয়োজিত পঞ্চম আন্তর্জাতিক নৃত্য উৎসব "নৃত্যরত্ন সম্মান", সংবাদ শিরোনাম আয়োজিত আন্তর্জাতিক নৃত্য উৎসব "নৃত্যরত্ন সম্মান", ১৩৩ তম ন্যাশনাল ডান্স ফেস্টিভ্যাল বিষ্ণুপুর নৃত্য মহোৎসব "নৃত্য মাণিক্য সম্মান", পঞ্চদশ রাজ্য শিশু কিশোর উৎসবে "সমবেত নৃত্য" বিষয় অংশগ্রহণকারী।।

নাম: সৌদীপা দাস, পিতা- সুরজিৎ দাস, মাতা- সীমা দাস, বয়স- ৮ বছর, ঠিকানা- সলপ স্কুল বট তলা, বিদ্যালয়- মুকুল বিকাশ স্কুল, নৃত্য বিদ্যালয়- কুচিপুড়ি মধুছন্দম্, নৃত্য শিক্ষিকার নাম - মধুমিতা পাত্র, ঠিকানা- শলপ মণ্ডল পাড়া, ডোমজুড়, হাওড়া-৭১১৪০৯। নৃত্য শিক্ষা গ্রহণ করছেন -৫ বছর ধরে।

স্কলারশিপ: সংবাদ শিরোনাম আয়োজিত পঞ্চম আন্তর্জাতিক নৃত্য উৎসব "নৃত্যরত্ন সম্মান", সংবাদ শিরোনাম আয়োজিত আন্তর্জাতিক নৃত্য উৎসব "নৃত্যরত্ন সম্মান", ১২৯ তম ইন্টারন্যাশনাল ডান্স ফেস্টিভ্যাল পৌষালি নৃত্য উৎসব "রবীন্দ্র নৃত্যকৃতি সম্মান", ১৩০ তম ন্যাশনাল ডান্স ফেস্টিভ্যাল, নবীন কলা নৃত্য মহোৎসব "রাষ্ট্রীয় নৃত্যকৃতি পুরস্কার", ১৩২ তম ন্যাশনাল ডান্স ফেস্টিভ্যাল বসন্ত রাগিণী (কলকাতা) "রবীন্দ্র নৃত্যকৃতি পুরস্কার"

নাম: আয়ুষ্মিতা পোয়ালী, পিতা- বিকাশ পোয়ালী, মাতা- পাপিয়া পোয়ালী, বয়স- ৮ বছর, ঠিকানা- কাটলিয়া ঝাউ তলা, বিদ্যালয়- সারদা শিক্ষা নিকেতন, শ্রেণী ২য়, নৃত্য বিদ্যালয়- কুচিপুড়ি মধুছন্দম্, নৃত্য শিক্ষিকার নাম - মধুমিতা পাত্র,
ঠিকানা -শলপ মণ্ডল পাড়া, ডোমজুড়, হাওড়া-৭১১৪০৯। নৃত্য শিক্ষা গ্রহণ করছেন - ৫ বছর ধরে।

স্কলারশিপ: সংবাদ শিরোনাম আয়োজিত পঞ্চম আন্তর্জাতিক নৃত্য উৎসব "নৃত্যরত্ন সম্মান", সংবাদ শিরোনাম আয়োজিত আন্তর্জাতিক নৃত্য উৎসব "নৃত্যরত্ন সম্মান" প্রতিযোগিতা, ১২৯ তম ইন্টারন্যাশনাল ডান্স ফেস্টিভ্যাল পৌষালি নৃত্য উৎসব "রবীন্দ্র নৃত্যকৃতি সম্মান", ১৩০ তম ন্যাশনাল ডান্স ফেস্টিভ্যাল, নবীন কলা নৃত্য মহোৎসব "রাষ্ট্রীয় নৃত্যকৃতি পুরস্কার", ১৩৩ তম ন্যাশনাল ডান্স ফেস্টিভ্যাল বিষ্ণুপুর নৃত্য মহোৎসব আয়োজিত নৃত্য মাণিক্য সম্মান।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com